পদ্মিনী

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত

সু-প্রসিদ্ধ

শিবদুর্গা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ

[মূল্য [illegible]

প্রকাশক:- শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে, সি, ধর
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ভূমিকা

"আগুনের শিখা" রাণী পদ্মিনীর কাহিনী অবলম্বণে রচিত। এই নাটকখানি বিশেষ যত্নে শিবদুর্গা অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীগঙ্গাচরণ দাস মহাশয়ের অনুরোধে লেখা হইয়াছিল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তি অনেক গ্রন্থকারও এই ঘটনায় নাটক লিখিয়াছেন। তবুও আমার নাটক যদি একটি দর্শকেরও ভাল লাগে, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

গ্রন্থকার।

পরিচয়

—পুরুষ—

আলাউদ্দিন খিলজী	...	...	দিল্লীর বাদশাহ
কাফুর খাঁ	...	...	ঐ প্রধান সেনাপতি
মালদেব	...	...	ঐ সহকারী
হাসানউল্লা	...	...	ঐ সভাকবি
বখরউদ্দিন	...	...	বাবুর্চ্চি
ভীমসিংহ	...	...	চিতোরের রাণা
লক্ষ্মণসিংহ	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
অজয়সিংহ	...	...	লক্ষ্মণসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র
সাহাবউদ্দিন	...	...	সৈনিক
বাদল	...	...	পদ্মিনীর দেহরক্ষী
মহানন্দ	...	...	পুরোহিত
শঙ্করলাল	...	...	পাহাড়ীয়া সর্দ্দার

চারণ, বেদুইন নর্ত্তক, রক্ষী, আসগর প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

পদ্মিনী	...	...	ভীমসিংহের মহিষী
রমাবাঈ, হীরা	...	...	ঐ সখীদ্বয়
দেবী	...	...	মেবারের অধিষ্টাত্রী দেবী

বেদুইন নর্ত্তকী, মুন্না, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

আগুনের শিখা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চতুর্ভুজার মন্দির

[আসনে চতুর্ভুজা মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, পুরোহিত পূজা করিতেছিল, ~~রাজপুত রমণীগণ বন্দনাগীতি গাহিতেছিল~~, ভীমসিংহ ও পদ্মিনী আসিয়া মূর্ত্তিকে আভূমিনত প্রণাম করিল। বন্দনাগীতি শেষ হইলে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, পুরোহিত যে মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি আরম্ভ করিল, সেই মুহূর্ত্তে বিকট কামানধ্বনি উঠিল, সকলে চমকিত হইল এবং পুরোহিতের হাত হইতে পঞ্চপ্রদীপ পড়িয়া গেল, নেপথ্যে পুনরায় কামানধ্বনি উঠিল, ছুটিয়া লক্ষ্মণসিংহ মন্দির কক্ষে প্রবেশ করিল]

~~রাজপুত রমণীগণ~~। গীত

ধর পূজা ওগো শক্তিরূপিণী জাগো মাতা আবাহনে।
ঘুচাও বেদনা প্রকাশি করুণা অভয় আশীষ দানে।
সুপ্ত জাতিরে দানিতে শক্তি,
অন্তরে তাদের জাগাতে ভক্তি,
দেখাও তোমার সজীব মূর্ত্তি রাজপুত বীরগণে॥

লক্ষ্মণসিংহ। কাকা—কাকা! সম্রাট আলাউদ্দিন মেবার আক্রমণ করেছে।

ভীমসিংহ। মেবার আক্রমণ করেছে? তাই ~~ত' এত শীঘ্র যে আক্রমণ করবে তা তো ভাবতে পারিনি~~।

লক্ষ্মণসিংহ। লুণ্ঠনকারী মুস্লিম শক্তির পক্ষে এত' স্বাভাবিক কাকা! কিন্তু আর ত' বিলম্ব করা যায় না, এখুনি রণসজ্জা করতে হবে। (নেপথ্যে কোলাহল উঠিল)

দ্রুত বাদলের প্রবেশ

বাদল। মহারাণা! পাঠানের অতর্কিত আক্রমণে রাজপুত সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পার্ব্বত্য পথে ছুটে চলেছে।

লক্ষ্মণসিংহ। সে কি! প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত যোদ্ধারা?

ভীমসিংহ। ফেরাও—ওদের ফেরাও বাদল! ওদের জানিয়ে দাও—ওরে ভীরু মেষের দল, এই দুর্ব্বলতার জন্যই বারবার ছুটে আসে তস্কর পাঠান জাতি।

লক্ষ্মণসিংহ। যাও—যাও বাদল, আর বিলম্ব কর না। তাদের আরো বলবে, মহারাণা ভীমসিংহ আর লক্ষ্মণসিংহ এখনো প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে আছে মেবারের বুকে।

বাদল। আমি এখনি ওদের ফিরিয়ে আনছি মহারাণা! রাজপুত সিংহের জাত, শৃগাল পাঠান শক্তির ভয়ে আত্মগোপন করলে চিরদিন জগতের চক্ষে ঘৃণার পাত্র হ'য়ে বেঁচে থাকতে হবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

ভীমসিংহ। মা—মা—একি করলি সর্ব্বনাশী! তোর পূজা এখনো শেষ হয়নি, আরতির মহাক্ষণেই এ সর্ব্বনাশা যুদ্ধের সূচনা করলি?

লক্ষ্মণসিংহ। আর দেরী নয় খুল্লতাত! এখুনি উল্কাবেগে যেতে হবে ওদের গতি রুদ্ধ করতে।

ভীমসিংহ। এ সময়ে কেমন করে যাব লক্ষ্মণ? মা চতুর্ভুজার পূজা শেষ হয়নি, আরতি আরম্ভ হয়েছে; এখনো ভোগ দেওয়া হয়নি। এ

সময়ে যুদ্ধযাত্রা করলে মায়ের কোপানলে ধ্বংস হ'য়ে যাবে আমার সোনার মেবার, চূর্ণ হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে রাজপ্রাসাদের চূড়াগুলো, বাপ্পার পবিত্র বংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে মুহূর্ত্তের মাঝে।

মহানন্দ। মহারাণা! মায়ের চরণে প্রণাম করে নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধযাত্রা করুন। আমি পুনরায় আসন গ্রহণ করে মায়ের পূজারতি সমাপ্ত করছি।

ভীমসিংহ। না—না, পূজা অসমাপ্ত রেখে আমি কিছুতেই মন্দির ত্যাগ করতে পারব না।

লক্ষ্মণসিংহ। ভেবে দেখুন খুল্লতাত! এখন প্রতি মুহূর্ত্তই মূল্যবান, মুহূর্ত্তের ভুলেই হয় ত' মেবারের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্ত যাবে।

ভীমসিংহ। না—না, মেবারের স্বাধীনতার সূর্য্য অস্ত যেতে পারে না। চতুর্ভুজার আশীর্ব্বাদে আমরা চিরজয়ী হয়ে মেবারের বুকে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করব।

পদ্মিনী। সে কীর্ত্তি স্থাপনের সুযোগ আর হয়তো দেবে না পাঠান সম্রাট। (নেপথ্যে কামানধ্বনি ও আল্লা হো—আল্লা হো রব উঠিল) মহারাণা—মহারাণা! ঐ শুনুন বিধর্ম্মীর জয়োল্লাস! এখনি হয় ত' ওরা প্রাসাদ দুর্গ জয় করে নেবে, এখুনি লুণ্ঠন করবে রাজপুত রমণীগণের সম্ভ্রম, অপবিত্র করবে চতুর্ভুজার বিগ্রহ!

ভীমসিংহ। কি লুণ্ঠন করবে স্বাধীনতা—নারীর সম্ভ্রম? আমার চতুর্ভুজা মায়ের বিগ্রহ অপবিত্র করবে? মা—মা, তুই ত' শুধু পাষাণ নির্ম্মিতা বিগ্রহ নস! ভীমসিংহ সভক্তি অঞ্জলি দিয়ে যে তোর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তোর মন্দির অপবিত্র করে তোর সন্তানদের স্বাধীনতা হরণ করে নেবে বিধর্ম্মীর দল? একবার জেগে ওঠ ত' মা! অসুর-নাশিনী মূর্ত্তি ধরে ধ্বংসের তাণ্ডব নর্ত্তনে পৃথিবীটাকে কাঁপিয়ে তোল ত' মা? তোর হস্তস্থিত ঐ তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরে ধরণীর সমস্ত অত্যাচারী-

গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেত' মা! কি—তবুও নীরব? তবে পাষাণী—ভীমসিংহ যে হাতে তোর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই হাতেই তোকে চূর্ণ করে ফেলবে। (উন্মত্তবৎ মূর্ত্তি টানিতে গেল)

পদ্মিনী। মহারাণা—মহারাণা!
লক্ষ্মণসিংহ। খুল্লতাত—খুল্লতাত! } (উভয়ে ধরিল)

ভীমসিংহ। না—না, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও রাণী! ছেড়ে দাও লক্ষ্মণ! ও আমাদের কল্যাণদাত্রী মা নয়, ওকে আর মেবারের বুকে থাকতে দেব না।

(নেপথ্যে পুনরায় কামানধ্বনি ও আল্লা হো আল্লা হো রব উঠিল)

লক্ষ্মণসিংহ। ঐ আবার—আবার' কামানধ্বনি! আমি চললুম খুল্লতাত তীরবেগে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে! যুদ্ধ করতে হবে, সপ্ত সাগর মন্থন করে তুলে আনতে হবে স্বাধীনতারূপী মৃত্যুঞ্জয়ী সুরা!

[দ্রুত প্রস্থান।

ভীমসিংহ। তাই নিয়ে আয় লক্ষ্মণ! তাই নিয়ে আয়! ওরে আমরা যে সিংহের জাতি। মা—মা, যখন তুইও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিস, তখন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখ পাষাণী, পুরুষসিংহ রাজপুত জাতি কি ভাবে পাঠান রক্ত মেখে তাণ্ডব নৃত্য করে পৃথিবীর বুকে। পদ্মিনী! আর মন্দিরে থেক না। পাষাণীর পূজায় আর লাভ নেই, এইবার পুরনারীদের নিয়ে প্রাসাদ শীর্ষে গিয়ে দেখ কি ভাবে তোমার স্বামী ও প্রজারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় রক্তের ফাগুয়া খেলায় মত্ত হয়।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

(নেপথ্যে আল্লা হো রব উঠিল)

পদ্মিনী। পুরোহিত—পুরোহিত, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। শীঘ্র মন্দিরের পাষাণ দ্বার রুদ্ধ করে দাও। (নেপথ্যে হর হর মহাদেও)

ঐ—ঐ মত্ত হল রাজপুত রক্তের ফাগুয়া খেলায়। ওরে বীর রাজপুত! তোরা পাঠান রক্তের টিকা নিয়ে বিজয়মাল্য পরে ফিরে আয়। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব তোদের বরণ করে নিতে।

[পুরোহিতসহ প্রস্থান।

সজীব মূর্ত্তিতে মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আসিলেন

দেবী। হাঃ-হাঃ-হাঃ--পিপাসা—পিপাসা—দারুণ পিপাসা।

গীত

দারুণ পিপাসা জাগিল আজিকে মেবার জননী বুকে।
সলিল পিপাসা নয়রে মেবারি পিয়াও রক্ত সুখে॥
নয়নে জ্বলিছে ধ্বংস অনল,
বিশ্ব উগারে কটু হলাহল,
ধ্বংস দেবতা নহেরে অচল নাচিছে হেথায় সুখে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র।

[যুদ্ধ দামামা বাজিতেছিল, মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন হইতেছিল, যুদ্ধোন্মত্ত বাদল ও একজন পাঠান সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। বাদল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল]

ছুটিয়া মালদেবের প্রবেশ

মালদেব। একি! বাদশাহি সৈন্যরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে! ওঃ! আমার এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল?

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণসিংহ। স্বজাতির ক্ষুদ্র রাজ্যটুকু বিধর্ম্মীর পদানত করবার চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে বলে খুবই আপশোষ হচ্ছে না জাতিদ্রোহী?

মালদেব। চিরদিন ত' আমি জাতিদ্রোহী ছিলুম না লক্ষ্মণসিংহ, তোমরাই আমাকে জাতিদ্রোহী গড়ে তুলেছ! তোমাদের আভিজাত্য গর্ব্ব চিরদিন আমাদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখেছে, তাই আমরা সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই।

লক্ষ্মণসিংহ। স্বজাতি হিন্দুর উপর প্রতিশোধ নিতে পাঠানের পদলেহন বৃত্তি নিয়েছ রাজা? বাঃ—চমৎকার তোমার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবৃত্তি। অস্ত্র ধর দেশদ্রোহী—জাতিদ্রোহী কুলাঙ্গার! আজ তোমার রক্ত দিয়েই চতুর্ভুজা মায়ের পূজা শেষ করব।

মালদেব। আমিও এসেছি রাণা বংশের তপ্ত রক্ত দিয়ে আমার অন্তরস্থ প্রতিহিংসা দেবীর পূজা সমাপ্ত করতে।

উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, মালদেব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। লক্ষ্মণসেন পশ্চাদ্ধাবন করিল।

অস্ত্রহস্তে ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীমসিংহ। ঐ—ঐ লক্ষ্মণসিংহ মালদেবকে পরাজিত করলে, ঐ মালদেব প্রাণভয়ে পলায়ন করছে। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ, মুসলমান সৈন্যদের ছেড়ে আগে ঐ জাতিদ্রোহীর মাথাটা কেটে আন।

সশস্ত্র কাফুরের প্রবেশ

কাফুর। তার আগে তোমার মাথাটাই যে দিতে হবে রাজপুত।

ভীমসিংহ। রাজপুত শত্রুর মাথা নিতে হলে নিজের মাথার মায়া ত্যাগ করেই যায় কাফুর খাঁ।

কাফুর। ও—তাই নাকি? তাহলে আর বিলম্ব কেন? পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

ভীমসিংহ। রাজপুতের পরীক্ষা তোমার আগে অনেক মুসলমানই নিয়ে গেছে, তুমিও নিতে চাও আপত্তি নেই। তবে রক্ষা কর কাফুর তোমার নিজের মাথা। (আক্রমণ করিলেন, কাফুর প্রতিরোধ করিল, উভয়ে যুদ্ধ চলিল ও কাফুরের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল) এইবার পাঠান বীর তোমাকেই যে মাথাটা দিতে হয়!

কাফুর। মাথা দিতে সম্রাট আলাউদ্দিনের সেনাপতি কাফুর খাঁ ভয় করে না।

ভীমসিংহ। ও, তুমিই সেই কাফুর? যে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে মুসলমানধর্ম্ম নিয়েছে। না, তাহলে তা তোমার রক্তে তরবারি কলঙ্কিত করব না।

কাফুর। না—না রাণা ভীমসিংহ! আপনি আমাকে বধ করুন, পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে আমি সম্রাটের কাছে ফিরে যাব না।

ভীমসিংহ। লজ্জা কি তোমাদের আছে ধর্ম্মত্যাগী ? যাও কাফুর, আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমার প্রভু আলাউদ্দিনকে বল কোনদিন যেন সে মেবারের মাটিতে পা না দেয়। পৃথ্বীরাজ, জয়চাঁদ বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে হিন্দুস্থানের বুকে মুসলমান রাজ্য বিস্তৃত হ'লেও মেবারের রাণা বংশ সিংহ বিক্রমে চিরদিন রক্ষা করবে মেবারের গৌরবজ্জ্বল স্বাধীনতা, মেবারের পার্ব্বত্য পথে চিরদিন চারণদল গেয়ে বেড়াবে মেবার জননীর জয়গান, মেবার রাজপ্রাসাদ শিখরে চিরদিন উড্ডিন থাকবে রাজপুতের স্বাধীন পতাকা। [প্রস্থান।

কাফুর। ওঃ—অপমানের বিষ সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কি শক্তিমান এই ভীমসিংহ! এও হিন্দু, আর ঐ মালদেবও হিন্দু, ~~কিন্তু মানুষে মানুষকে আকাশ পাতাল প্রভেদ~~।

দ্রুত মালদেবের প্রবেশ

মালদেব। খাঁ সাহেব! আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন? ঐ দেখুন পাঠান সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ, ওদের ফেরান—ওদের ফেরান।

কাফুর। সেনাপতি যদি পলায়ন করে, ওরা ত' সামান্য সৈনিক ওদের অপরাধ কি রাজা?

মালদেব। এ কথার অর্থ?

কাফুর। অর্থ আপনিও বুঝেছেন, আর আমিও বুঝেছি!

মালদেব। কি বলতে চান—

কাফুর। আমি বলতে চাই নয়—বলছি, আপনার মত অকর্ম্মণ্য সেনাপতি যার, তার উপর নির্ভর করে মেবার আক্রমণ করা সম্রাটের নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয়।

মালদেব। বেশ, আমি না হয় কাপুরুষ, আমি না হয় অকর্ম্মণ্য সেনাপতি, কিন্তু বীরবর কাফুর খাঁ যদি কার্পণ্য দেখিয়ে ইচ্ছা করে পরাজিত হন—

কাফুর। আমি ইচ্ছা করে পরাজিত হয়েছি?

মালদেব। আমি ত' সেই প্রমাণই পেয়েছি।

কাফুর। আপনার স্মৃতিশক্তি প্রখর, তাই এ কথা বলতে পারলেন। কিন্তু, মনে রাখবেন রাজা, কাফুর খাঁকে যতই অপরাধী করুন তবু সম্রাট আপনাকে বিশ্বাস করবেন না।

মালদেব। সম্রাট আমায় বিশ্বাস করেন কি না, আপনি কেমন করে জানবেন?

কাফুর। আপনাদের হিন্দু শাস্ত্রেই ত' আছে রাজা, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, আমি যে সম্রাটকে চিনি, তিনি তাঁর খুল্লতাতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছেন। তাই বিশ্বাস-ঘাতকদের তিনি ভালভাবেই জানেন এবং অবিশ্বাসও করেন।

মালদেব। বেশ, একথা আমি আজই সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করব। যদি আপনার কথা সত্য হয়, তাহলে আজই আপনাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করব!

কাফুর। রাজাসাহেব! আপনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতিদ্রোহিতা করেছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধি-শুদ্ধি আপনার একেবারেই নেই।

মালদেব। কেন?

কাফুর। সম্রাট আলাউদ্দিনের মত চতুর বর্ত্তমান হিন্দুস্থানে একজনও নাই। তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করতে গেলে আরো ঠকবেন, তার চেয়ে যেমন তোষামোদ বৃত্তিতে সম্রাটের মনোরঞ্জন করে যাচ্ছেন, তেমনই করে যান, তাতে তবু আপনার কার্য্যোদ্ধার হবার আশা আছে।

মালদেব। কাফুর খাঁ কি আমায় সম্রাটের চাটুকার মনে করেন?

কাফুর। মোটেই নয়! আপনি দিল্লীশ্বরের সহকারী সৈন্যাধক্ষ্য। তবে কি জানেন রাজা, বিশ্বাসঘাতকদের দেখলেই ক্ষেপে যাওয়াটা আমার কেমন যেন বদ অভ্যাস। যাক্, কিছু মনে করবেন না, আমি গোঁয়া

মুখ্যু মানুষ, সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না! তবে একথা জোর করেই বলতে পারি রাজা, আমার মত হিতৈষী বন্ধু আর আপনার এক-জনও নেই। (নেপথ্যে বহুকণ্ঠে হর হর মহাদেও) ওকি! রাজপুতেরা যে আমাদের শিবির লুণ্ঠন করছে। রাজাসাহেব, শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন।

[মালদেবসহ প্রস্থান।

একটি তামার হাঁড়ি ও চামচ হস্তে বখরউদ্দিনের প্রবেশ

বখরউদ্দিন। ইয়া আল্লা, এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়লুম রে বাবা! দিব্যি বাদশার জন্যে দুম্বার কাবাব রাঁধছি, হঠাৎ অসভ্য হিন্দুগুলো হর হর করে আমার রান্নার শিবিরটাই লুঠ আরম্ভ করলে? যাক, মাথাটা খুব বেঁচে গেছে। আহা-হা-হা বাদশার জন্যে কি তরিবত করে এই কাবাবটা রাঁধলুম, তা বেচারা একটু খেতেও পেলে না! যাক্, খোদা যখন বাদশার নসীবে এমন কাবাবটা [illegible] জোটালে না, তখন বুঝতেই পারছি এটা আমার নসীবেই জুটল। (বসিয়া পড়িয়া) না, আর হিন্দুর দেশে থাকব না, এঁরা বেরসিক, তাই রান্নার শিবির লুঠ করে। (হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া) ওহো-হো-হো কেয়া মিঠি খুসবু, জাফরাণের রঙে যেন হাসছে। ওহো-হো-হো—উও মেরে কাবাব ভেইয়া, তুম বাদশাকি ওয়াস্তে বনা হুয়া, আভি মুজকো বাদশা বনাও। (চামচ করিয়া যেমন মুখে দিবে, সেই মুহূর্ত্তে কামান গর্জ্জন হইল) (চমকিত হইয়া) ইয়া আল্লা,—এ আবার কি! (নেপথ্যে হর হর মহাদেও) ওরে বাবারে—

পলাইতে গেলে মহানন্দ ভট্ট আসিয়া ধরিল

মহানন্দ। ব্যাটা পাঠান, তুই রাজবাড়ীর দিকে যাচ্ছিস যে?

বখরউদ্দিন। তুমি কে বাবা?

মহানন্দ। আমি তোর বড় কুটুম, বুঝতে পাচ্ছিস না শালা ?

বখরউদ্দিন। খুব পারছি বাবা—খুব পারছি। তা হাত ধরেছ কেন ?

মহানন্দ। নেমন্তন্ন খাওয়াব বলে। বুঝতে পারছনা চাঁদ, অন্ধকার ঘরে রেখে দিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়াব।

বখরউদ্দিন। ও এই কথা ? তা বড় কুটুম, আমাকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার আগে তুমি একটু কাবাব খাও না হে।

মহানন্দ। (রাগিয়া) কি—

বখরউদ্দিন। রাগছ কেন মশাই ? এ খাঁটি ঘিউ আউর জাফরাণ সে বনা হুয়া, খাস বাদশাকে ওয়াস্তে। জেরা খানেসে তুমরা মিজাজবি বাদশাকা মাফিক হো যায়েগা।

মহানন্দ। কি বল্লি শালা, আমি তোর মোছলমানি খানা খাবো ? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী না জপে জল খাইনা, আমি খাব তোর মোর্ছলমানি খানা ? চল শালা, আজ তোকে রাণার কাছে নিয়ে গিয়ে শূলে বসাবো।

বখরউদ্দিন। না—না! বাবা, ও সব শূলে ফুলে আমি বসতে পারব না। দেখতেই ত' পাচ্ছ আমি বাবুর্চ্চি। আমাকে নিয়ে গিয়ে কেন ফ্যাসাদ বাধাবে ? তার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে যাও, দেখতে পাবে ঐ পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে অনেক ফৌজ যাচ্ছে ; বরং যত পার, ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে দাও, রাণার কাছে ইনাম পাবে।

মহানন্দ। উঁহু ! সেটি হচ্ছে না ! রাণার হুকুম পাঠানের ফৌজ থেকে আরম্ভ করে বান্দা-বাঁদী-বাবুর্চ্চি সবাইকে ধরে এনে শূলে দিতে হবে।

বখরউদ্দিন। (সক্রন্দনে) এঁ্যা, তাহলে কি হবে ?

মহানন্দ। হবে আর কি ? এইবার শূলে বসতে হবে।

বখরউদ্দিন। ইয়া আল্লা, শূলে বসব কি রে বাবা ?

মহানন্দ। যেমন করে আরাম কেদারায় বস।

বখরউদ্দিন। ওরে বাবা, শূল যে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে রে।

মহানন্দ। তা ত' আসবেই। চল্—চল্, আর দেরী করিস নি !

বখরউদ্দিন। না—না বাবা, আমাকে নিয়ে যেও না, আমি তোমাকে দুটো আসরফি দিচ্ছি।

মহানন্দ। কি—আমাকে ঘুষ ?

বখরউদ্দিন। না—না, ঘুষ নয়—ঘুষ নয়, সেলামি।

মহানন্দ। না—না, হবে না। চল—চল ! (যেমন টানিয়া লইয়া যাইবে অমনি বখরউদ্দিন বসিয়া পড়িল)

বখরউদ্দিন। (সক্রন্দনে) তোমার পায়ে পড়ছি বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও ! আমার কাছে দশটা আসরফি আছে, দিচ্ছি।

মহানন্দ। উঁহু হবে না ! ওসব ঘুষ টুস আমি নিই না। চল—চল বেকুব—

বখরউদ্দিন। ওরে বাবারে, এযে আরো প্যাঁচ দেয় রে ! নাও দাদা, পাঞ্জাবীর জেবে যা আছে বার করে নাও।

মহানন্দ। কৈ দেখি। (বখরউদ্দিনের পাঞ্জাবীর পকেট হইতে মুদ্রা বাহির করিয়া) শালা ! বিশটা আসরফি, তবু আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছিলি ?

বখরউদ্দিন। অপরাধ হয়েছে বাবা—বেয়াদবি হয়েছে।

মহানন্দ। যা শালা, সিধে দিল্লী পালিয়ে যা।

(প্রস্থানোদ্যত)

বখরউদ্দিন। তা সবই যখন নিলে, তখন আর কাবাব সুদ্ধ হাঁড়ি, আর চামচটা ফেলে যাচ্ছ কেন বাবা ? এগুলোও নিয়ে যাও।

মহানন্দ। কি, আমি মোছলমানি খানা ছোঁব?

বখরউদ্দিন। তবে মোছলমানের আসরফি ছুঁলে কি করে?

মহানন্দ। আসরফি আর খানা এক হ'ল? আসরফি রৌপ্যমুদ্রা, মা লক্ষ্মীর সম্পদ, আর খানা, আরে ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—তুই ব্যাটা পাঠান, তুই কি বুঝবি এর মর্ম্ম? যা—যা ব্যাটা, সিধে পালিয়ে যা!

[প্রস্থান।

বখরউদ্দিন। হায়-হায়-হায়! আমার ছমাসের তঙ্খা বিশ আসরফি ব্যাটা সব নিয়ে গেল! ওঃ—হিন্দু বামুনগুলো কি চালাক! ধাপ্পা দিয়ে এতগুলো আসরফি নিয়ে গেল? যাক, শির ত' বেঁচেছে। (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও হর হর মহাদেও ধ্বনি) ইয়া আল্লা, ঐ আবার আরম্ভ হয়েছে। (ছুটিয়া পালাইতে গিয়া কি মনে পড়িল) না—না, এটা ফেলে যাওয়া হবে না। আসরফি যখন গেছে, তখন বাদশাহি কাবাবটা আর খোয়াব না।

[কাবাবের হাঁড়ি লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আলাউদ্দিনের শিবির

পিপাসা-কাতর আলাউদ্দিনের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। ওঃ খোদা! মেহেরবান! পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, অনাহারে দেহ অবসন্ন। কে আছ খোদার ছুনিয়ায় কে আছ?

স্খলিত পদবিক্ষেপে কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। শাহানশা!

আলাউদ্দিন। কাফুর খাঁ! শিবিরে কি জল নেই?

কাফুর। না জনাব, একবিন্দু জল নেই। রাজপুত সৈন্য শিবির বেষ্টন করে পাহারা দিচ্ছে, ঝরণা থেকে জল আনবারও কোন উপায় নেই।

আলাউদ্দিন। উপায় নেই? কোন সৈন্যকে উৎকোচ দিয়েও কি একটু জল সংগ্রহ করতে পারবে না কাফুর।

কাফুর। আমি সে চেষ্টাও করেছিলুম জনাব। সহস্র আসরফি ঘোষণা করেও কোন রাজপুতকে রাজি করাতে পারিনি।

আলাউদ্দিন। সহস্র আসরফির বিনিময়েও কেউ এক পাত্র পানীয় দিলে না?

কাফুর। আজ যদি কোন মুসলমানকে দশটা আসরফি দিতুম জনাব, সে হাসতে হাসতে এনে দিত, কিন্তু এই রাজপুতরা বড়ই কঠিন জনাব!

আলাউদ্দিন। ওঃ—আর পারি না। কাফুর খাঁ! যত আসরফি লাগে আমি দেব, শুধু জল এনে আমার প্রাণ বাঁচাও।

কাফুর। কি করব জনাব? রাজপুতেরা এমনই কঠিন যে, দিল্লীর সিংহাসনের বিনিময়েও এরা এক ফোঁটা জল দেবে না।

আলাউদ্দিন। দেবে না? এক ফোঁটা জলও এরা দেবে না? দিল্লীশ্বর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী এক ফোঁটা জলের অভাবে কর্কশ পার্ব্বত্য দেশে অসহায় ভাবে প্রাণ দেবে? না—না, তা হবে না, জল আমার চাই, এভাবে আমি মরতে চাই না। চল—চল কাফুর খাঁ, আমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখব। যদি জল না পাই, তাহলে মরিয়া হ'য়ে আর একবার ওদের সঙ্গে লড়াই করব।

কাফুর। আপনি অপ্রকৃতিস্থ শাহানশা! পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, দীর্ঘ তিনদিন আপনি অনাহারে, এ অবস্থায় রাজপুত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে মৃত্যু আপনার অবশ্যম্ভাবী জনাব!

আলাউদ্দিন। এইভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর চেয়ে, যুদ্ধ করে বীরের বাঞ্ছিত রণমৃত্যু কি ভাল নয় কাফুর?

মালদেবের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। এই যে রাজা, জল আনতে পারলেন না?

মালদেব। না শাহানশা! বহু চেষ্টা করেও আমি একবিন্দু জল সংগ্রহ করতে পারলুম না।

কাফুর। দেখুন রাজা! আপনারই অবিমৃষ্যকারিতার কি বিষময় পরিণাম।

মালদেব। আমার অবিমৃষ্যকারিতার?

কাফুর। নিশ্চয়! আপনিই না সম্রাটকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, যে একদিনে মেবার জয় করে দেবেন?

মালদেব। চেষ্টার ত' ত্রুটি করিনি খাঁ সাহেব!

কাফুর। বাঃ! চমৎকার সাফাই। দিল্লীশ্বর পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত, এর কি উপায় করলেন রাজা?

মালদেব। আমি আর কি করব খাঁ সাহেব? দেখতেই ত, পাচ্ছেন?

কাফুর। আমার কি ইচ্ছা করছে জানেন রাজা? জীবন্ত আপনার চামড়া তুলে নিয়ে দেহটা খণ্ড খণ্ড করে কুকুরের মুখে তুলে দিতে, বিশ্বাসঘাতক রাজা! নিজের জাতিকে ত' উচ্ছন্নয় দিয়েছ, আজ আবার দিল্লীশ্বরকেও জাহান্নমে পাঠাতে বসেছ?

আলাউদ্দিন। না—না, ওকে তিরস্কার কর না কাফুর! ওর কোন দোষ নেই, সবই আমার কর্ম্মফল! ওঃ—আজ মনে পড়ছে কাকা-সাহেবের কথা। তাঁর অপরিসীম স্নেহের আমি অমর্য্যাদা করেছি, সিংহাসনের লোভে সেই স্নেহময় বৃদ্ধের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, নিষ্ঠুর অন্তরে তাঁকে পশুর মত হত্যা করেছি, সুরু হয়েছে কাফুর—আজ সুরু হয়েছে তারই প্রায়শ্চিত্ত। ওঃ—আর পারি না—(ঢলিয়া পড়িল)

কাফুর। শাহানশা—শাহানশা!

আলাউদ্দিন। কে—কে—কাকাসাহেব? আমার দিকে চেয়ে ও রকম হেসো না, আমি আর সইতে পারছি না—আমি আর সইতে পারছি না। ওঃ—(পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন)

কাফুর। রাজাসাহেব! দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? এই মুহূর্ত্তে রাণা ভীমসিংহকে সংবাদ পাঠান। বলবেন, তাঁরা আমাদের অবরোধ উন্মোচন করে দিলে যে কোন সর্ত্তে আমরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করব। যান—যান, আর বিলম্ব করবেন না রাজা।

জলের পাত্র লইয়া লক্ষ্মণসিংহ ও বাদলের প্রবেশ

লক্ষ্মণসিংহ। দাঁড়ান মহারাজ!

কাফুর। কে—রাণা লক্ষ্মণসিংহ?

লক্ষ্মণসিংহ। হ্যাঁ। নিন কাফুর খাঁ, দিল্লীশ্বরকে সুস্থ করুন।

[কাফুর জল লইয়া আলাউদ্দিনের মুখে চোখে দিয়া জল পান করাইল এবং নিজে পান করিয়া মালদেবকে দিল।]

আলাউদ্দিন। কে—কাফুর? তুমি জল এনে আমার প্রাণরক্ষা করলে?

কাফুর। না শাহানশা! ঐ দেখুন, রাণা লক্ষ্মণসিংহ আপনার সামনে, ওঁরই দান পেয়ে আমাদের জীবন রক্ষা হ'ল।

আলাউদ্দিন। রাণা লক্ষ্মণসিংহ, আপনিই জল দিয়ে দিল্লীশ্বরের জীবন রক্ষা করেছেন? বলুন, বিনিময়ে আপনি কি চান?

লক্ষ্মণসিংহ। সম্রাট্! আমরা হিন্দু, পিপাসিতকে জল দেওয়া, ক্ষুধার্ত্তকে আহার দেওয়া, আর্ত্তের রক্ষায় জীবন বিপন্ন করে ছুটে যাওয়া আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। আমি জল দিয়েছি আমার সনাতন ধর্ম্মের রক্ষায়—পুরস্কারের লোভে নয় জনাব।

আলাউদ্দিন। ধন্যবাদ আপনাদের ধর্ম্মকে। বেশ, আপনি যদি না চান, আমি আপনার ধর্ম্ম পালনের অমর্য্যাদা করতে চাই না।

কাফুর। কিন্তু, আমি যে ঘোষণা করেছিলুম শাহানশা, ওরা অবরোধ তুলে নিলে আমরা যে কোন সর্ত্তে সন্ধি করব।

আলাউদ্দিন। বেশ ত', আমিও সম্মত। আপনার কি অভিমত রাণা?

লক্ষ্মণসিংহ। অবরোধ তুলে নেবার ক্ষমতা ত' আমার নেই সম্রাট, আমি শুধু ধর্ম্ম পালন করেছি। তাহলে আসি সম্রাট!

(প্রস্থানোদ্যত)

আলাউদ্দিন। দাঁড়ান রাণা! তাহ'লে অবরোধ উন্মোচন করবেন না?

লক্ষ্মণসিংহ। করব, মহারাণা ভীমসিংহের আদেশ পেলে!

আলাউদ্দিন। তাহলে রাণা ভীমসিংহকে সংবাদ দিন, আমরা সন্ধি করে আজই ফিরে যেতে চাই।

ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীমসিংহ। মেবারের রাণা আপনার বন্ধুত্ব চায়না সম্রাট!

কাফুর। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর বন্ধুত্ব চান না মহারাণা?

ভীমসিংহ। না। ও কপট বন্ধুত্বে আর আমরা প্রতারিত হ'তে চাই না।

কাফুর। কপট বন্ধুত্ব!

ভীমসিংহ। অস্বীকার করতে পার? দিল্লীর মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে কোন মহাপুরুষ হিন্দু রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে পেরেছে? কপটতা—মিথ্যাচারণ—বিশ্বাসঘাতকতাই যে তোমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। তবে তোমাদের একটা বৈশিষ্ট আছে, এই মালদেব বা জয়চাঁদের মত জাতিদ্রোহী তোমাদের মধ্যে অনেক কম।

(আলাউদ্দিন বক্রদৃষ্টিতে ভীমসিংহের দিকে চাহিয়াছিল)

আলাউদ্দিন। তাহ'লে কি বুঝব রাণা ভীমসিংহ আমাদের বন্দী করে রাখতে চান?

ভীমসিংহ। মোটেই নয়। রাণা ভীমসিংহ এত কাপুরুষ নয়, যে শত্রুকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে নির্য্যাতন করবে। সম্রাট! আপনাদের অবরোধ করে বুঝিয়ে দিলুম, কুটিল যুদ্ধনীতিতে রাজপুত আপনাদের চেয়ে কম নয়। যাও লক্ষ্মণ, এঁদের অবরোধ তুলে নেবার আদেশ দাও।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত

করি মানা মহারাণা খেলনা কাল ফণি নিয়ে।
যতই তুমি আদর কর ও সোহাগে দেবে বিষ ছড়িয়ে॥

বেইমানের জাত জান যখন,
তবে কেন কর মুক্ত এখন,
রেখে চোরের কাছে গচ্ছিত ধন যাচ্ছ আল্লা মাটির রাস্তা দিয়ে।

ভীমসিংহ। জানি, জানি চারণ! কিন্তু তবুতো আমি ভুলতে পারি না আমি মহাবীর বাপ্পার বংশধর। শত্রুকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে নির্য্যাতন করা আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ।

চারণ। মহারাণা! একটা মাত্র ভুলে জীবনব্যাপি সাধনা নষ্ট হয়ে যায়, একথা ভুলে যাবেন না।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। খুল্লতাত! চারণ ঠিক কথাই বলেছে। দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লিখে নিয়ে, তবে ওঁদের মুক্তি দিন।

ভীমসিংহ। না লক্ষ্মণ! দয়ার উপর সর্ত্ত রেখে আমি রাণা বংশের অমর্য্যাদা করতে পারব না। [বাদলের প্রবেশ]

বাদল। দয়া আপনি কাকে বলছেন মহারাণা? যারা নিদ্রিত শত্রুকে আক্রমণ করে, শান্ত রাহীর বুকে ছুরী বসায়, দরিদ্র গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়, তারা দয়ার পাত্র?

ভীমসিংহ। ভিক্ষা দেওয়ায় পাত্র-পাত্রী বিচার চলে না বাদল, তাহলে দাতার কোন মূল্যই থাকে না। পাঠান সম্রাট আজ মেবারের রাণার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করছে। রাণা লক্ষ্মণসিংহ! ওঁদের মুক্তি দিয়ে তোমার বীরধর্ম্মের পরিচয় দাও।

লক্ষ্মণসিংহ। তবে তাই হোক। আমি কোনদিন আপনার অবাধ্য হইনি, আজও হব না। চলুন সম্রাট! যাত্রার আয়োজন করে দি।

বাদল। আর যাবার সময় এই দেবতার পায়ে আপনার ঐ উঁচু মাথাটা ছুঁইয়ে যান সম্রাট, তাহলে ~~অন্ততঃ বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রবৃত্তিটা যাবে~~। হয়তো মনুষ্যত্ব বোধ জাগতে পারে।

ভীমসিংহ। না—না, কি বলছ, বাদল? ভুলে যেও না, সহস্র অপরাধ করলেও উনি মহামান্য ভারত সম্রাট, সম্মান ও মর্য্যাদায় হিন্দুস্থানে সবার উর্দ্ধে।

আলাউদ্দিন। রাণা ভীমসিংহ! যুবক ঠিকই বলেছে, সত্যই আপনি হিন্দুস্থানের গৌরব। আজ যে মহত্ত্ব দেখালেন তাতে ধারণা আমার পাল্টে গেল। এই মালদেবকে যেদিন আমার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছিলুম, সেইদিনই ভেবেছিলুম হিন্দু রাজপুতেরা কুকুরের জাত, একখানা রুটি ফেলে দিলে কাড়াকাড়ি করে দাতার করুণা অর্জ্জনের জন্য। কিন্তু, আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি আপনারা পুরুষসিংহ, আপনাদের স্থান অনেক উর্দ্ধে। হে মহান বীর! আপনার দেবত্ব ও মহত্ত্বকে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন খিলজী আভূমিনত অভি বাদন জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে! বিদায় মহারাণা! বিদায়—বিদায়—বিদায়—

[নিজ মুকুট খুলিয়া সেলাম করিতে লাগিল, ভীমসিংহও নিজ পাগড়ী খুলিয়া প্রতি নমস্কার দিল। আলাউদ্দিন, কাফুর ও মালদেব চলিয়া গেল।]

ভীমসিংহ। দেখলে লক্ষ্মণ—দেখলে বাদল, কৃতকর্ম্মের জন্য দিল্লীশ্বরের অনুতাপ জেগেছে? ভালবাসা দিয়ে হিংস্র ব্যাঘ্রকেও বশ করা যায়, ও ত' মানুষ।

রক্তবস্ত্র পরিহিতা ত্রিশূল করে দেবীর প্রবেশ

দেবী। ভুল—ভুল মহারাণা! শার্দ্দূল কখনও রক্তের স্বাদ ভোলে না।

ভীমসিংহ। কে তুমি—কে তুমি মা? দেহের জ্যোতিতে রণস্থল আলোকিত, কণ্ঠস্বরে বীণার ঝঙ্কার, বদন মণ্ডলে মাতৃত্বের আভাষ, পরিচয় দাও মা, কে তুমি?

দেবী। আমি সন্ন্যাসিনী। মহারাণা! আজ যে মহত্ত দেখিয়ে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনকে চমৎকৃত করলে, এ মহত্ত্বের কথা কি তার মনে থাকবে? দিল্লীর বুকে পদার্পণ করলেই সর্ব্বনাশী প্রলোভন তাকে সব ভুলিয়ে দেবে।

ভীমসিংহ। তাতে ক্ষতি তারই হবে। ভিখারী যদি দাতার উদারতা ভুলে যায়, তাতে দাতার ক্ষতি হয় না মা?

দেবী। দাতারও যথা সর্ব্বস্ব চলে যায়। মহারাণা! দান করে দাতা-শ্রেষ্ঠ বলীকেও পাতালে যেতে হয়েছিল, ~~একথা ভুলে যাচ্ছ কেন সম্রাট~~?

ভীমসিংহ। তাতেও ত' বলীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়নি মা! আজও জগৎ শ্রদ্ধাবনত মস্তকে বলীর সে মহত্ত্বের দ্বারে প্রণাম জানাচ্ছে।

দেবী। বুঝলে না, আজও বুঝলে না এরা। তবে শোন মহারাণা! তোমার আরাধ্য চামুণ্ডা মায়ের পূজার ত্রুটি হয়েছে, মা আজ মেবার-বাসীর উপর ক্রুদ্ধা। তাঁর বরাভয় আজ উঠেছে ধ্বংসের খড়্গা। রাণা বংশের রক্ত ভিন্ন মায়ের এ ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হবে না।

সকলে। (সাশ্চর্য্যে) মা—মা—

দেবী। ঐ দেখুন মহারাণা! মেবারের আকাশে কৃষ্ণ মেঘের ঘনঘটা, তার পার্ব্বত্য পথে রক্তের আল্পনা, মেবার আকাশের সুখ-সূর্য্য অস্তগামী, চারিদিকে বেজে উঠেছে ধ্বংসের সুর। ধ্বংস হবে মহারাণা—ধ্বংস হ'য়ে যাবে বাপ্পার বড় সাধের মেবার।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ! ও সন্ন্যাসিনী নয়, নিশ্চয় সাকার মূর্ত্তিতে এসেছিল স্বয়ং মেবার জননী। মা—মা! আমার বুকের রক্তে তোর রক্ত পিপাসার শান্তি কর মা—শান্তি কর! প্রসন্না হ' মা—প্রসন্না হ'—(নেপথ্যে অট্টহাস্য উঠিল) কে হাসে—কে হাসে? ঐ

উর্দ্ধে উঠেছে অট্টহাসির রোল, সারা মেবারে ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতি-ধ্বনি, ঐ প্রাসাদে শিখরের চূড়াগুলো খসে পড়ল, ওকি—ওকি চারিদিকে ও কার অট্টহাসি।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

বাদল। মহারাণা—মহারাণা—

[দ্রুত প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। তোর অট্টহাসি থামা মা—অট্টহাসি থামা। আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোর পূজা দেব।

গীতকণ্ঠে দেবীর প্রবেশ

দেবী। গীত

রক্তখেলার সাধ জেগেছে রক্ত পাগল দেশে।
রক্ত নদীর ঢেউ উঠে আজ যাবে মেবার ভেসে॥

লক্ষ্মণসিংহ। মা—মা—মা—

দেবী। পূর্ব্বগীতাংশ

সাজল আকাশ খেলার সাজে,
রক্ত আঁচল উড়িয়ে রাজে,
কড়্-কড়া-কড়্—কড়্-কড়া-কড়্ বাজল বাজের দেশে॥

[দ্রুত প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। ওঃ—কি বিভৎস মূর্ত্তি! (নেপথ্যে বাজের শব্দ) ঐ—ঐ ঘন ঘন বাজের শব্দ। ঐ মেবারের আকাশ হ'তে রক্তধারা ঝরে পড়ছে—ঐ ছুটে আসছে রক্তের তরঙ্গ! রক্ত—রক্ত—চারিদিকে ছুটেছে রক্তধারা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর রাজপথ

রাজপথ দিয়া বেদুইন নর্ত্তক-নর্ত্তকী নৃত্যগীত করিতে করিতে যাইতেছিল

পুরুষ। গীত

ইয়ে মহব্বত কি দুনিয়ামে দেখো বাহার।
হরকিসিমকে জওয়ান জওয়ানী
মিলকর সুরতকি সরাব পিয়ে ভরপর॥

আনন্দ সহকারে গা দুলাইতে দুলাইতে চামচ হস্তে বখরউদ্দিনের প্রবেশ

বখরউদ্দিন। ওহো—কেয়া সঙ্গীত কা বাত, সুরতকি দুনিয়ামে—কেয়া কেয়া বোলো ভাই?

পুরুষ। ফজিরে ফজিরে আয়া হ্যায় সাব, কুছ মাঙ্গনেকে লিয়ে—কুছ মিলেগি?

বখরউদ্দিন। (বেদুইন রমণীর দিকে আড়চোখে চাহিয়া) মিলেগা—মিলেগা— আলবৎ মিলেগা। আচ্ছা দেখাও ত' নাচগানা!

(বেদুইন পুরুষ ও রমণী নৃত্যগীত আরম্ভ করিল)

পূর্ব্বগীতাংশ

পুরুষ। ইয়ে মহব্বত কি দুনিয়ামে দেখো বাহার।
হরকিসিমকে জওয়ান জওয়ানী
মিলকর সুরত কি সরাব পিয়ে ভরপর॥

রমণী। জওয়ান কি আঁখিয়া মিঠি মিঠি বাতিয়া।
ইয়ে মধুভর ছাতিয়া ডালতে জওয়ান তরপতে দিলপর ॥

পুরুষ। মৎ বোল—মৎ বোল উয়ো দিলকে পেয়ারী
সারে দুনিয়া মাতেঙ্গি তুমরা মাধুরী।
মেরে দিলসে মিলাকর তুমারা উয়ো দিল
ইয়ে ছোটে সে দুনিয়া পর করো পেয়ার ॥

রমণী। ইয়ে ছোটে সে দুনিয়ামে ছোটি ছোটি বাত
দিলকে পেয়ারোসে মিলাকর ইয়ে হাত
গুলাব কি বাগিচামে কাটেঙ্গি সারারাত
উনসে মিলকর চলেঙ্গি শিঙার ॥

বখরউদ্দিন। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা, ওহো পেয়ারী তুম মুজকো মার ডালা!

পুরুষ। ইয়ে কেয়া বাত সাব? উও ত' মেরা পেয়ারী।

বখরউদ্দিন। ওঃ—আরে ঘাবড়াও মৎ মিঞা—ঘাবড়াও মৎ! ম্যায় বিলকুল সমজ্ লিয়া! ম্যায় তুমারা পেয়ারকী কুছ ইনাম দেউঙ্গা। তুমারা কেয়া মতলব?

পুরুষ। আপকো দোয়া। আপলোক বড়া আদমি—

বখরউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—মিঞা মুজকো বিলকুল সমজ্ লিয়া। আচ্ছা ভাই, তব চলো! আও জোয়ানী—

(বেদুইন স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোত হইলে)

পুরুষ। আরে—আরে কেয়া সাব?

(ধরিল)

বখরউদ্দিন। তুমারা পেয়ারীকো কুছ ইনাম দেনেক' ওয়াস্তে মেরা ডেরাপর লে যাউঙ্গা।

পুরুষ। ছোড় ভাই! তুমারা ইনামসে মেরা কুছকাম নেহি।

বখরউদ্দিন। কেয়া? ম্যয় বাদশাকা খাস বাবুর্চি হুঁ, ম্যয় উনকো ইনাম দেনেক' লিয়ে তৈয়ার হুঁ, আউর তুম ইনকো ছোড়েঙ্গী নেহি?

পুরুষ। নেহি—নেহি—নেহি ছোড়েঙ্গা।

বখরউদ্দিন। জরুর ছোড়নে হোগা। চলো পেয়ারী—

পুরুষ। কেয়া শালে বদমাস! (ছুরী বাহির করিয়া বখরউদ্দিনের বক্ষদেশে ধরিল)

বখরউদ্দিন। আরে—আরে ইয়ে কেয়া বাত? আরে উল্লু ইয়ে ছুরী ত' হটাও—!

পুরুষ। কেয়া শালে—? (ঘাড় ধরিল)

বখরউদ্দিন। (চীৎকার করিয়া) আরে কোন হ্যায়, মুজকো মার ডালা, জান বাঁচাও—ভাই জান বাঁচাও!

ফুল ও মদের পাত্র হস্তে দ্রুত হাসানউল্লার প্রবেশ

হাসানউল্লা। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

বখরউদ্দিন। দেখুন না হুজুর! ব্যাটা বেদুইন আমার জান মারছে।

হাসানউল্লা। এই ছোড়—ছোড় গর্দ্দানা। (ছাড়াইয়া বখরউদ্দিনকে একপাশে নিল)

পুরুষ। দেখিয়ে জনাব! ইয়ে বদমাস মেরা পেয়ারীকো হাত পাকাড় কর্ লে যাতা হুঁ।

হাসানউল্লা। কেন রে বখর?

বখরউদ্দিন। আজ্ঞে ওদের নাচগানে সন্তুষ্ট হয়ে মেয়েটাকে ইনাম দিতে নিয়ে যাচ্ছিলুম হুজুর!

হাসানউল্লা। হুঁ! বখর মিঞার তাহলে রসবোধ আছে দেখছি।

বখরউদ্দিন। আপনাদের মত রসের সাগর মনিবদের খানা তৈরী করি, আর আমিই রস বুঝব না হুজুর জনাব?

হাসানউল্লা। বহুত আচ্ছা বখর মিঞা—বহুত আচ্ছা। এই ত' চাই, অপূর্ণ জীবনটাকে পূর্ণ করে নাও ধরণীর এই নূতন প্রভাতে! কেন নেবে না? যখন কবি বলেছেন—

"একটা দিনের জন্যে কেবল
এ জগতে থাকতে এসে,
লাভটা শুধুই কষ্ট পাওয়া
দুঃখ শোকের সঙ্গে হেসে॥
পালিয়ে যেতে হবেই জেনো
অনুতাপের তীব্র দাহে।
জীবন প্রহেলিকার প্রশ্ন
মিটিয়ে নিতে পারবে না হে॥"

বুঝলে বখর খাঁ? (মদ্যপান করিল)

বখরউদ্দিন। আজ্ঞে, বুঝেছি হুজুর! আরে ছোড় ছোড়, হুজুর হুকুম দে চুকা, পেয়ারীকো ম্যয় জরুর ইনাম দেউঙ্গা—

পুরুষ। দেখিয়ে ত হুজুর!

হাসানউল্লা। বখর! থাক থাক, ও বেচারার দিকে আর নেক নজর দিও না। মেয়েটা যখন স্বেচ্ছায় যেতে রাজি নয়, তখন একটা ঝঞ্ঝাট বাধবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

বখরউদ্দিন। ঝঞ্ঝাট বাধলেই হ'ল? ব্যাটা বেদুইন, প্রেমের কিছু বোঝে না, ও ব্যাটা সুন্দরী নিয়ে কি করবে? আরে পেয়ারী, তুম চলো মেরা সাথ, তুমারা সুরাত ইয়ে সুরমাভর আঁখিয়া, ইয়ে জওয়ানী ও তো দোরোজকো লিয়ে, চলো পেয়ারী, দোরোজ মুজসে পেয়ার করো, তুমকো রাণী বানাউঙ্গা।

পুরুষ। নেহি, কভি নেহি তুম লে যানে সেখোগে! ম্যয় তুমকো মার ডালুঙ্গা। (পুনরায় ছুরী তুলিল)

হাসানউল্লা। মৎ মারো ভাই—মৎ মারো, উয়ো ত’ আপ নেহি মররহে হু।

"জীবন বিভীষিকা যাকে
　　মৃত্যু ভয়ের চাইতে নারে,
মরণ তাকে ভয় দেখাতে
　　এমন কি আর অধিক পারে?
দিনকতকের মেয়াদ শুধু
　　ধার করা এই জীবন ওর,
হাস্যমুখে ফেরত দেবে
　　সময়টুকু হলেই ভোর।"

মালদেবের প্রবেশ

মালদেব। কবি সাহেব যে পথে ঘাটেই কবিতা গেয়ে বেড়াচ্ছেন!

হাসানউল্লা। কবির কি আর স্থান কাল বিচার আছে রাজা? সে ভাবের দাস।

মালদেব। আপনার ভাবধারা পথে ঘাটে ছড়াতেই কি সম্রাট আপনাকে তঙ্খা দিয়ে রেখেছেন?

হাসানউল্লা। তঙ্খা! তঙ্খা দিয়ে কবিকে গোলামী করাতে পারে এমন সম্রাট পৃথিবীতে কে আছে রাজা?

মালদেব। বলেন কি কবি! সম্রাটের মুখের ওপর আপনি একথা বলতে পারবেন?

হাসানউল্লা। কেন পারব না? আমি ত’ সম্রাটের করুণার লোভে হ্যাংলা কুকুরের মত ঘুরে বেড়াইনি! আমি স্বাধীন কবি, সম্রাটই আমার কবিতার মধু পান করবার জন্যে তোষামোদ করেন।

মালদেব। সম্রাট আপনাকে স্নেহ করেন বলে আপনি তার মর্য্যাদাও দেবেন না?

হাসানউল্লা। ওঃ—হাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম রাজা আপনি দিল্লীশ্বরের দক্ষিণ হস্ত। মাফ করবেন, মাতাল লোক, বেহুস কিনা তাই সব সময় সব কথা মনে থাকে না।

পুরুষ। মুজকো ছোড় দেনেকো হুকুম দিজিয়ে হুজুর!

মালদেব। কি—কি ব্যাপার?

পুরুষ। দেখিয়ে জনাব! মেরা জোয়ানী পেয়ারীকো ইনলোক লে যারাহে হো।

মালদেব। সেকি!

হাসানউল্লা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—(মদ্যপান)

মালদেব। কবি সাহেব! এত নীচে নেমে গেছেন? যে পথের মাঝে মদ খাচ্ছেন; আর একটা ছোটলোক মেয়ের ওপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন?

হাসানউল্লা। "কে করেছে সুরা সৃষ্টি তরল গরল?
কে গড়েছে নারী মূর্ত্তি রূপের অনল?
ছেড়ে থাকা তুই যদি বিধির বিধান
সে বিধি পালনে তবে দিক দৃঢ় প্রাণ।"

মালদেব। এ আপনাদের আত্মদোষ স্খালনের একটা কৌশল মাত্র। আপনি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর সভা-কবি, আপনার কি উচিত রাস্তায় দাঁড়িয়ে সরাব পান করা?

হাসানউল্লা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—(সুরাপান)
"ওমর বলে আমার বাণী
জগৎকে আজ শুনিয়ে দিও,
রক্তগোলাপ রঙিন সুরা
আমার কাছে সমান প্রিয়!

নারীর 'পরে নাইকো আমার
একটু কণা অবিশ্বাস,
বন্ধুরা সব হয় ত' শুনে
করবে আমায় উপহাস !
এদের আবার জন্মদাতা
ব্রহ্মাণ্ডের সেই যে পতি,
শ্রদ্ধা আছে তাঁর উপরও
তাঁকেও আমি জানাই নতি।" [প্রস্থান।

বখরউদ্দিন। আরে, হুজুর যে চলে গেল। তাই ত তবে ঠিক আমার দিকেই সায় দিয়ে গেছে। এই—ও জোয়ানী—

মালদেব। বখর !

বখরউদ্দিন। হুজুর,—

মালদেব। ওকে কি বলছিস ?

বখরউদ্দিন। আজ্ঞে মেয়েটা নাচগান জানে, তাই ওকে ইনাম দেবার জন্য শাহানশার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

মালদেব। ওঃ, এই তুম নাচগানা দোনো করতা হ্যায় ?

পুরুষ। জী জনাব !

মালদেব। চলো মেরা সাথ। বাদশাকো নাচ দেখাও, বহুত ইনাম মিল যায়েগা ! চলো—

পুরুষ। চলিয়ে জনাব। আওরে—

[বেদুইন রমণীর হাত ধরিয়া মালদেবের সহিত প্রস্থান।

বখরউদ্দিন। এ কি হ'ল ? আমার মুখের গ্রাস রাজা সাহেব নিয়ে গেল ? নেহি এ্যায়সা কভি নেহি হোগা ! ম্যয় উও জোয়ানীকো লিয়ে জান কবুল করুঙ্গা। জোয়ানী—উও জোয়ানী, জেরা ঠায়ের যা—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেবারের রাজপথ

রমাবাঈ ও বাদলের প্রবেশ

রমাবাঈ। কেন বাদল—আমি কি অপরাধ করেছি যার জন্য দীর্ঘ একমাস তুমি দেখা করনি, একটা সংবাদও নাও নি ?

বাদল। কোন অপরাধ ত' তুমি করনি রমা ! রাজকার্য্যে আমি এমনি ব্যস্ত ছিলুম যে, তোমার সঙ্গে দেখা করবার অবসরটুকুও পাইনি।

রমাবাঈ। আমাকে ভোলাবার মিথ্যা চেষ্টা কর না বাদল ! যতই রাজকার্য্য থাক, ইচ্ছা করলে ওর মধ্যেই অবসর করতে পারতে !

বাদল। রমা, তুমি কি বলতে চাও, আমি ইচ্ছা করেই তোমার সঙ্গে দেখা করিনি ?

রমাবাঈ। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু, কেন—কেন বাদল ? কেন তুমি আমার সামনে সুধাপাত্র ধরে আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছ ?

বাদল। তুমি ভুল বুঝেছ রমা ! আমি ভুলে যাব তোমায় ? রমা তোমার ঐ হাস্যময়ী মূর্ত্তি যে আমি দিবানিশি বুকের মাঝে দেখতে পাই !

রমাবাঈ। বাদল ! নারী যখন ভালবাসে তখন সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আজ আমার চোখ তুমিই করেছ রঙিন, আমার বুকে তুমিই দিয়েছ প্রেমের অনুভূতি ; আমার নারীত্বকে তুমিই নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছ, তাই আজ তোমার অদর্শন জ্বালা আমায় এত অতিষ্ঠ করে তোলে।

বাদল। রমা! তুমি না ক্ষত্রিয়ানী, তুমি না রাজপুত, তোমার এ দুর্ব্বলতা সাজে না। ভুলে যেও না প্রিয়তমে, রাজপুত রমণীরা হাসি মুখে স্বামী-পুত্রকে মরণের লীলক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়।

রমাবাঈ। তা জানি বাদল! কিন্তু আমাদের প্রেমের উদ্যান এখনো মুঞ্জরিত হয়নি, এখনি শুকিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছ কেন প্রিয়া?

বাদল। হায় নারি! প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কত আশার জাল বুনছো, যদি জানতে এই রকম কত শত প্রেমের নিকুঞ্জ অকালে শুকিয়ে গেছে---

রমাবাঈ। না—না, ওকথা বলো না! ও কথা ভাবতেও যে কষ্ট হয়। ভুলে যাও প্রিয়তমে ভবিষ্যতের কথা। যা অদৃশ্য, যা অন্ধকারে মিশে আছে, তার কথা তুলে কেন দুঃখ পাও? এস প্রিয়তমে, আমরা রচনা করব ক্ষুদ্র নীড়, বিধাতার প্রেমের রাজ্য, সে আশ্রয় হবে স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

বাদল। তবে তাই হোক রমা! ভবিষ্যতের চিন্তা মুছে ফেলে এস প্রিয়তমে আমরা সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি! ~~ওগো আমার হৃদয় নিকুঞ্জের প্রস্ফুটিত কুসুম, এস আমার বুকে~~। (রমাবাঈকে বক্ষে ধরিল, রমা তাহার বুকে মুখ রাখিল, বাদল রমার দুই গণ্ড ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল) ~~এ সৌন্দর্য্য ত' বিশ্বের নয়~~, ওগো আমার অমরা-লাঞ্ছিত বন-কুসুম—

এই বলিয়া যে মুহূর্ত্তে রমাবাঈকে চুম্বন করিতে যাইবে
ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মহানন্দ আসিয়া দাঁড়াইল

মহানন্দ। তা দৃশ্যটা মন্দ নয়। (গলা ঝাড়ার শব্দ করিল) হুঁ—

বাদল। কে—(অপ্রস্তুত হইয়া রমাবাঈকে ছাড়িয়া দিল) ও—ভট্টমশাই?

মহানন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—এসে খুবই অসুবিধা করলুম না!

বাদল। (লজ্জিত হইয়া) না—না—তা—তা—

(রমাবাঈ লজ্জিত হইয়া পলাইতে গেল)

মহানন্দ। উঁ-হুঁ-হুঁ—পালিও না—পালিও না রমা! ধরা যখন পড়ে গেছ, তখন একটা মীমাংসা হওয়া।

বাদল। (সাশ্চর্য্যে) মীমাংসা?

মহানন্দ। হ্যাঁ, তোমাদের প্রেমাভিনয়ের।

বাদল। প্রেমাভিনয়! আপনি কি বলতে চান, আমাদের এ প্রেম সত্য নয়?

মহানন্দ। কেমন করে বলব? তুমি রাজপুত, আর সিংহলী, সুতরাং ওর সঙ্গে যে তুমি প্রেমাভিনয় করছ, এ ত' আর মিথ্যে নয়।

রমাবাঈ। (তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইল) না—না, অভিনয় নয়, এ সত্য—এ সত্য—আপনি যান ঠাকুর—আপনি যান।

মহানন্দ। যাব কি রকম! আমরা ব্রাহ্মণ, সমাজ স্রষ্টা, আমার সম্মুখে তোমরা ব্যভিচার করেছ, এ দৃশ্য যখন নিজের চক্ষে দেখলুম, তখন বিহিত না করেই চলে যাব!

রমাবাঈ। (চমকিত হইল) ব্যভিচার?

মহানন্দ। নিশ্চয়! প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে এই সিংহলী যুবক তোমার গণ্ডদেশ ধরে—

রমাবাঈ। ঠাকুর,—

মহানন্দ। চোখ রাঙাচ্ছ যে? দোষও করবে আবার চোখও রাঙাবে?

রমাবাঈ। আমি কোন অপরাধ করি নি!

মহানন্দ। আলবৎ করেছ। ক্ষত্রিয়ের মেয়ে হয়ে তুমি সিংহলী যুবকের প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে—

রমাবাঈ। থাম নিলর্জ্জ! আমার কাজের কৈফিয়ৎ আমি মহারাণীকেই দেব।

মহানন্দ। সে কথা পরে। আপাততঃ আমার কাছেই দিতে হবে সে কৈফিয়ৎ!

রমাবাঈ। আপনার কাছে?

মহানন্দ। হ্যাঁ! সমাজের শিরোমণি আমি, তোমরা সেই সমাজের বুকে বসে ব্যভিচার করেছ, আমি তার বিচার করব।

(নেপথ্যে ভেরী নিনাদ হইল)

বাদল। ঐ রাজসভার আহ্বান ভেরী। আমি চল্লুম রমা! (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া) ব্রাহ্মণ! আপনি রমাকে মুক্তি দিন, আপনার বিচারে যদি অপরাধ করে থাকি, তার শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। [প্রস্থান।

রমাবাঈ। শোন ব্রাহ্মণ! সমাজের বিচারে যদি আমরা অপরাধী হই, তাহলে এই স্বার্থপর নিষ্ঠুর সমাজকে আমি ত্যাগ করব, তবু বাদলকে ত্যাগ করতে পারব না! (প্রস্থানোদ্যত হইলে মহানন্দ তাহার হাত ধরিল) হাত ছাড়—হাত ছাড় ঠাকুর!

মহানন্দ। উঁহু! তুমি অপরাধ করেছ, আজ তার শাস্তি দেব! এস—এস আমার সঙ্গে!

রমাবাঈ। না—না, আমি যাব না। হাত ছাড়—হাত ছাড় ঠাকুর! নইলে—

মহানন্দ। কি করবে? আমি ব্রাহ্মণ, আমি হাত ধরেছি, সহ্য হচ্ছে না! অথচ একটা নীচ জাতির যুবকের সঙ্গে—

রমাবাঈ। চুপ কর পাপী! আমি তোমার দুরভিসন্ধি বুঝেছি! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি, নইলে আমি চীৎকার করে লোক জড় করব!

মহানন্দ। কেন বাড়াবাড়ি করছ রমা? আমি যা বলি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শোন! আমি ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে ভজনা কর, আমি তোমায় রাণীর মত রাখব।

রমাবাঈ। এ কথা উচ্চারণ করতে জিভটা আড়ষ্ট হ'ল না? ব্রাহ্মণ বলেই তোমরা ক্ষত্রিয়ের পূজা পাও, আজ তোমার এই পাপকীর্ত্তির কথা শুনলে, জগৎ ঘৃণাভরে তোমাদের পাদুকাঘাত করবে।

মহানন্দ। আরে রেখে দাও তত্ত্বকথা। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া যা, তা আমিই করব, এখন আমার বাড়ীতে চল, তোমার কোন দুঃখ রাখব না।

রমাবাঈ। আমার কথা ছেড়ে, তোমার নিজের কথাই ভাব দস্যু!

মহানন্দ। কি—আমি দস্যু, আমি মহাপাপী! তবে রে ছুঁড়ী, তোর তেজে আগুন দেব! চল—চল ছুঁড়া—

ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে গেলে রমাবাঈ টানাটানি করিতে করিতে মহানন্দের বুকে ঘুসি মারিতে লাগিল)

রমাবাঈ। ছাড়—ছাড়—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

মহানন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পদ্মিনীর প্রবেশ

পদ্মিনী। মহানন্দ ভট্টঃ—মহানন্দ ভট্টঃ—

মহানন্দ। একি! মহারাণী আপনি!

পদ্মিনী। হাঁ মহাপাপী! ভেবেছিলুম আমাদের মহাপাপেই চতুর্ভুজা মা আমার মেবারকে বিপদগ্রস্ত করেছিলেন, কিন্তু এখন দেখছি মেবারের ব্রাহ্মণরাই এই সর্ব্বনাশের কারণ।

মহানন্দ। বিশ্বাস করুন মা! কোন অসৎ উদ্দেশ্যে আমি ওর হাত ধরিনি, মেবার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে ও একজন বিদেশীর সঙ্গে প্রেমালাপে—

পদ্মিনী। স্তব্ধ হও শয়তান! নিজের পাপ ঢাকতে অপরকে দোষী করবার চেষ্টা কর না! মেবার রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে তুমি নারীর অমর্য্যাদা করেছ, প্রস্তুত হও মহাপাপী তার শাস্তি গ্রহণের জন্য!

মহানন্দ। ক্ষত্রিয়ানী ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেবে!

পদ্মিনী। হাঁ দেবে! ব্রাহ্মণ যদি ব্যভিচারে মত্ত হয়, তাহ'লে তার শাস্তি গ্রহণ করতে সে বাধ্য। কে আছিস—(একজন পরিচারিকার প্রবেশ) তপ্ত লৌহ শলাকা নিয়ে আয়! যে চোখে ঐ ব্রাহ্মণ কুল-কলঙ্ক নারীর ওপর কুদৃষ্টি দিয়েছিল, আমি ওর সেই চোখ দুটো অন্ধ করে দেব! যা—

মহানন্দ। এঁ্যা—ওরে বাবারে—(বসিয়া পড়িল)

(পরিচারিকা প্রস্থানোদ্যত)

রমাবাঈ। দাঁড়াও! মা, ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করুন। দেখুন মা, প্রাণভয়ে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে?

মহানন্দ। ক্ষমা করুন মা! আমার জীবন ভীক্ষা দিন!

পদ্মিনী। না—না, মহাপাপীকে ক্ষমা করলে মা চতুর্ভুজার কোপে ধ্বংস হ'য়ে যাবে মেবারের শান্তি, শ্রী, সম্পদ। যা—যা, নিয়ে আয় তপ্ত লৌহ শলাকা!

রমাবাঈ। ক্ষমা করুন মা—ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করুন। আমি ওকে ক্ষমা করেছি, আপনিও ওর অপরাধ মার্জ্জনা করুন!

মহানন্দ। এই পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করছি মা, জীবনে এ ভুল আর করব না! দোহাই মা, ঘরে আমার স্ত্রী আছে, একটা বিধবা বোন আর দুটো অসহায় শিশু আছে। আমায় অন্ধ করে দিলে তারা অনাহারে মরবে।

পদ্মিনী। যাও মহাপাপী! জীবনে এই প্রথম রাণী পদ্মিনী সঙ্কল্প-চ্যুতা হ'ল। ~~শিখে যাও ক্ষত্রিয়াণীর কাছে ক্ষমাহি পরমধর্ম্মের সার-তত্ত্ব, যাও~~!

মহানন্দ। যে আজ্ঞে! জয় হোক মা—জয় জয়কার হোক।

[সভয়ে প্রস্থান।

পদ্মিনী। রমা!

রমাবাঈ। মা,—

পদ্মিনী। তোর বাপ-মা যখন মারা যায় মা; মহারাণার প্রিয় চাকর ভৈরব তোকে মানুষ করেছিল, কিন্তু এত শিক্ষা দীক্ষা তুই কার কাছে পেয়েছিস মা?

রমাবাঈ। মেবার রাজবংশের সেবা করেও যদি শিক্ষা না হয়, তাহলে যে পরম দুর্ভাগ্যের কথা মা!

পদ্মিনী। এতটুকু মেয়ে তুই, মনটা তোর এতই উদার! জানি না, কার ঘর আলো করতে যাবি।

রমাবাঈ। (লজ্জিত হইয়া) আমি সন্ধ্যারতির আয়োজন করতে যাচ্ছি মা, মহারাণার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হয়েছে।

[প্রস্থান।

পদ্মিনী। মা চতুর্ভুজা, ওর মনস্কামনা পূর্ণ করিস মা!

মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রবেশ

দেবী। ওর মনস্কামনা পূর্ণ হবে মহারাণি?

পদ্মিনী। কে তুমি রক্তবস্ত্র পরিহিতা, ভৈরবী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হলে—কে তুমি? তোমাকে দেখে আমার বুকের স্পন্দন থেমে আসছে। বল—বল নারি, কে তুমি?

দেবী। আমি ভৈরবী, আমি তোমাদের—হ্যাঁ, কি বললে? বুকের স্পন্দন থেমে আসছে? এত দুর্ব্বল মহারাণা ভীমসিংহের মহিষী?

পদ্মিনী। না—না দুর্ব্বল নয়—দুর্ব্বল নয়। তবে তোমাকে দেখে কেমন যেন মনে হচ্ছে।

দেবী। কেন আমি কি বাঘ-ভাল্লুক? শোন মহারাণী, ঐ বালিকার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তবে ওর নারীত্ব অকালে শুকিয়ে যাবে।

পদ্মিনী। সেকি!

দেবী। হ্যাঁ! ওর বিবাহবাসর হবে রণক্ষেত্র, পতিসঙ্গ সুখ অনুভব করবে জীবনের পরপারে, প্রিয়তমের অঙ্কশায়িনী হবে এক চিতায় শয়ন করে।

পদ্মিনী। কে তুমি—কে তুমি রাক্ষসী, এই অমঙ্গল বাণী উচ্চারণ করলে, কে তুমি?

দেবী। আমি ভৈরবী, আমি রক্তলোলুপা রাক্ষসী, আমি মহাকালের মহাশক্তি।

পদ্মিনী। না—না, তুমি পিশাচিনী, শত্রুর গুপ্তচর, এসেছ অমঙ্গল বাণী শুনিয়ে রাজপুতকে দুর্ব্বল করে দিতে। যাও—যাও—চলে যাও!

দেবী। হাঁ—হাঁ, যাচ্ছি—যাচ্ছি! তবে যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি মহারাণি! মেবার ধ্বংস হবে, তোমার সুখের সংসার ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে, মেবারের রাণাবংশ নির্ম্মূল হবে, আর তার কারণ হবে একমাত্র তুমি—তুমি?

[দ্রুত প্রস্থান।

পদ্মিনী। ওরে কে আছিস, দ্বার বন্ধ কর, শত্রুর গুপ্তচর এসেছে। বন্দী কর—বন্দী কর।

দ্রুত রমাবাঈয়ের প্রবেশ

রমাবাঈ। মা—মা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মা! রাজপ্রাসাদে মৃত শকুনি পড়েছে।

পদ্মিনী। য়্যাঁ?

রমাবাঈ। আমি দেখে এলুম মা! এক ঝাঁক শকুনী উড়ে যেতে যেতে একটা প্রাসাদের ওপর পড়ে গেল আর উঠলো না।

(নেপথ্যে অট্টহাসি উঠিল)

পদ্মিনী। একি! কে হাসে? ও কার অট্টহাসি? ওরে কে আছিস, মহারাণাকে সংবাদ দে—মহারাণাকে সংবাদ দে!

[উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান।

রমাবাঈ। মা—মা, চতুর্ভুজা! একি অমঙ্গল দেখালি মা?

গীতকণ্ঠে দেবীর প্রবেশ

দেবী। গীত

মঙ্গলক্ষণে ঘটিল মেবারে অসহ অমঙ্গল।
আরতি পূজায় করি অবহেলা ছুটিল যুদ্ধে মেবারি দল॥

রমাবাঈ। এ্যা! কে তুমি—কে তুমি?

দেবী। পূর্ব্বগীতাংশ

আমিরে মেবারের তৃষিতা মা
আমি মেবারি বুকের হতাশা।
ছিলাম মেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা অঞ্জলি নিয়ে শতদল॥

[প্রস্থান।

রমাবাঈ। মেবারের লক্ষ্মী প্রতিমা—মেবারের লক্ষ্মী প্রতিমা! তবে কি মেবারের রাজলক্ষ্মী রুষ্টা হয়ে মেবার ধ্বংস করতে উদ্যতা হয়েছে! মা—মা, শান্ত হ' মা—শান্ত হ'! রক্ত তৃষা যদি তোর এতই প্রবল, আমি দেব রক্ত মা। আমার রক্ত নিয়ে, তোর রক্ত পিপাসা মেটা মা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আলাউদ্দিনের প্রমোদ কক্ষ

(নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল)

নর্ত্তকীগণ। গীত

চঞ্চল হিয়া প্রিয়ার খোঁজে আকাশের বুকে ছুটে যায়।
কোমল বাহুলতা জড়াতে বুকের পরে আসে যায়॥
মদিরার নেশায় টলিছে দেহ
আসে না ধরিতে বুকে কেহ,
মধুর অধরে ঢালিতে সুধা প্রেমিক ভোমরা গুঞ্জরী যায়॥

[এই নৃত্যগীতের মধ্যে হাসানউল্লার সুরাপাত্র হস্তে প্রবেশ। পশ্চাতে আলাউদ্দিন আসিয়া দাঁড়াইল, নৃত্যগীত শেষে হাসানউল্লা নর্ত্তকীদের জড়াইয়া ধরিল।]

আলাউদ্দিন। একি কবি!

হাসানউল্লা। ওরা দুঃখের গান গাইছিল জনাব, কেউ ওদের বুকে টেনে নেয় না, তাই আমিই ওদের দুঃখ দূর করে দিলুম।

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কবির বেজায় দরদ।

হাসানউল্লা। দরদ হবে না! বলেন কি জনাব? নিত্য নতুন লোকের মনোরঞ্জন করতে ওরা সর্ব্বস্ব পণ করে ছুটে যায়, ওদের মত দুঃখী এ দুনিয়ায় আর কে আছে জনাব? তাই ত' কবি বলেছেন—

"ফুলের মত সুন্দরী এই
নর্ত্তকীরা ভাগ্যহীনা।
নিঠুর হ'য়ে তোমরা ওগো
কর না কেউ এদের ঘৃণা॥

আমার ব'লে এরাই শুধু
আদর করে নানান জনে।
হাস্য আলাপ নৃত্যগীতে
শান্তি আনে ক্লান্ত মনে ॥
তোমার আমার সবার এরা
কিনবে যারা মূল্য দিয়ে।
হা ভগবান, নারীর জীবন
ফুলের মতই ক্ষপার, কি হে ?"

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ--বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা কবি! এইবার থেকে আমিও এদের উপর নেকনজর দেব! সাকি—সরাব!

(একজন নর্ত্তকী সুরা দিল)

(নর্ত্তকীর সামনে মদের পিয়ালা ধরিয়া হাসানউল্লা বলিল)

হাসানউল্লা। "দাও পিয়ালা প্রিয়া আমার
অধরপুটে পূর্ণ করে,
যাক অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা মরে।'

(একজন নর্ত্তকী তাহাকে সুরা ঢালিয়া দিল)

হাসানউল্লা। আঃ! জান ঠাণ্ডা।

আলাউদ্দিন। ঠিক বলেছ কবি! জান ঠাণ্ডা করবার এমন দাওয়াই আর নেই। মূর্খ লোকগুলো বলে কিনা বিষ্ঠা। এই ইনাম।

[কণ্ঠহার দিলেন, সকলে কুর্নিশ করিয়া চলিয়া গেল।

কাফুরের প্রবেশ

কাফুর। জনাব!

হাসানউল্লা। আরে এস—এস কাফুর খাঁ! নাও ~~ধর~~—ধর এক পেয়ালা, খেয়ে নিয়ে মনটাকে চাঙ্গা করে নাও।

কাফুর। নারী আর সরাব নিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। ~~আর সেই জন্যেই জীবনে আমার সাধি করাও হল না~~।

হাসানউল্লা। তু~~মি সৃষ্টিছাড়া জী~~ব। আঙুরের সরাব বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান, তাও তুমি স্পর্শ করবে না? তুমি খোদার অভিশপ্ত জীব।

কাফুর। সরাব পান না করলে খোদা যদি অভিশাপ দেন, সে অভিশাপ মাথা পেতেই নেব।

আলাউদ্দিন। কাফুর খাঁ! সরাব আর সুন্দরী নারী জগতের সেরা ভোগের বস্তু, এই দুটোই তুমি চাও না।

কাফুর। না জনাব! জগতে সকল মানুষের মত এক নয়, আপনারা যে দুটো শ্রেষ্ঠ মনে করেন, আমি সে দুটোকেই দোজাকের পথ নির্দ্দেশক মনে করি।

হাসানউল্লা। জগতের দিকে আমি তাকিয়ে দেখেছি কাফুর, জগৎ চায় শান্তি। তোমরা তাদের সেই ~~চাওয়াটা~~ দিতে পারছ কৈ?

কাফুর। পারছি না?

হাসানউল্লা। কৈ আর পারছ কাফুর? সাম্যবাদী জগৎকে তোমরাই বৈষম্যময় ~~গড়ে তোলবার চেষ্টা করছ~~।

কাফুর। জগতে সাম্যবাদ প্রচার করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মীরা, কিন্তু কাফের হিন্দু রাজপুতরাই তার প্রতিবন্ধকতা করছে।

হাসানউল্লা। ভুল করেছ কাফুর! ধর্ম্মের ভিত্তিতে সাম্যবাদ প্রচার করা যায় না। প্রেমের দুনিয়ায় জাতি ধর্ম্মের গোঁড়ামি চলবে না, ভাবতে হবে, হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান, সকলেই সেই এক

মালিকের সৃষ্টি। তিনি ওখান থেকে ধর্ম্ম বা জাত গড়ে দেন নি, ওটা গড়েছে তোমার আমার মত মানুষ। তাই কবি বলেছেন—

"মন্দিরে মসজিদে ভাই
প্রভেদ কিছুই নাই।
উভয় গৃহই ভক্তগণের
উপাসনার ঠাঁই ॥
কুশের প্রতীক কোশাকুশি
কিম্বা জপের মালা।
পঞ্চ প্রদীপ ধূপ ধূনা বা
চেরাগ বাতি জ্বালা ॥
সকলই সেই একজনেরই
পূজার উপাচার।
বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন প্রথায়
অর্চ্চনা হয় যাঁর ॥"

কাফুর। আপনার কথা আমি মানতে পারলুম না! যাক, আপনি যা ভাল মনে করেন করুন! তবে আসি জনাব, হ্যাঁ রাজকার্য্যে, কিন্তু— (ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন)

আলাউদ্দিন। বলতে বলতে থামলে কেন বল!

কাফুর। গোস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা। কথাটা ওরই সম্বন্ধে—

হাসানউল্লা। তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার, কথা আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে হলেও কিছু যায় আসে না।

কাফুর। জাঁহাপনা! ভারতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করতে হ'লে এই সব কাফের গুলোকে—

আলাউদ্দিন। কাফুর খাঁ!

কাফুর। জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। ভুলে যেও না কাফুর! তুমি আমার তখ্তার গোলাম, আর কবি আমার অভেদাত্মা দোস্ত। ওঁর সম্বন্ধে পুনরায় অসংযত ভাষা উচ্চারণ করলে, তোমার স্থান হবে কারাগার।

কাফুর। গোস্তাফী মাফ করবেন জনাব! আমি আপনারই মঙ্গলের জন্য—

আলাউদ্দিন। আমার মঙ্গল আমিই ভাল বুঝি কাফুর খাঁ! প্রাণ চায় ভিড়ে পড় স্ফূর্ত্তিতে. আর না চায় নিজের ঘরে কোরাণ শরীফ পড়গে।

কাফুর। বেশ, আর আমি কোন কথাই বলব না, জনাব, আদাব!

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বেচারা খাঁটী মুসলমান, সরাব আর সাকি দেখলেই জ্বলে ওঠে।

হাসানউল্লা। ও খাঁটি মুসলমান নয় জনাব, ও ইসলামের কলঙ্ক। ইসলাম ধর্ম্ম এত স্বার্থপরের নয় জনাব!

আলাউদ্দিন। ঠিক—তুমি ঠিকই বলেছ কবি। (বেদুইন নর্ত্তক ও নর্ত্তকী লইয়া মালদেবের প্রবেশ) আরে এস—এস রাজাবাহাদুর! এরা—

মালদেব। শাহানশা! আপনার স্ফূর্ত্তির জন্যই ওদের এনেছি।

আলাউদ্দিন। ও তাই নাকি! খাপসুরত নর্ত্তকী? আর ওটা বুঝি ওর খসম?

পুরুষ। জী জনাব!

হাসানউল্লা। রাজাসাহেব দেখছি খুবই রাজভক্ত। আমি ওদের রাজপথে দেখেছিলুম জনাব, আপনার বাবুর্চ্চি এই খসম বেচারাকে তাড়িয়ে দিয়ে সুন্দরীকে লুঠে নেবার চেষ্টা করেছিল।

আলাউদ্দিন। ও তাই নাকি! হাঃ—হাঃ—হাঃ—রান্নাঘরে কাবাব রঁাধতে রঁাধতে আগুনের তাতে মেজাজ কড়া হবারই কথা, তার ভেতর এত রসবোধ এল কোত্থেকে?

হাসানউল্লা। আজ্ঞে, যে জাফরানের রঙে কাবাবের রঙ সুন্দরীদের রক্তিম কপোলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, তার গন্ধ, গোলাপের গন্ধের সঙ্গে সমান করে দেয়, তার মধ্যে কত কবিতার ছন্দ খেলে বেড়ায়, সে খোঁজটা কে রাখে জনাব?

আলাউদ্দিন। ও তাই নাকি? হাঃ—হাঃ—হাঃ—কবি, তোমার ধারণা শক্তি অতুলনীয়। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা, সাকি—সরাব—আচ্ছা, শোনাও তোমাদের গান, দেখাও তোমাদের নাচ!

(মালদেব ইঙ্গিত করিলে নর্ত্তক-নর্ত্তকী নৃত্যগীত আরম্ভ করিল)

পুরুষ। সরাব কি লালিমা উচলতে জওয়ান,
জওয়ানী কি সুরাত য্যায়সা হো জাফরান॥

রমণী। চিড়িয়া কি বোলি মিঠি মিঠি গীতিয়া
সুরো কি নিশা হো সরাব কি নিশিয়া॥
তরপতে জওয়ানী কি প্রেমভর ছাতিয়া।
প্রীতি কি বাতিয়া করতে হ্যায় হায়রাণ॥

উভয়ে। উচলতে জওয়ান তরপতে জওয়ান
উচলতে জওয়ান তরপতে জওয়ান
উচলতে জওয়ান তরপতে জওয়ান॥

[রমণী নাচিতে নাচিতে সুরাপাত্র সাকির নিকট হইতে লইয়া অভিনব ভঙ্গিতে ধরিল, আলাউদ্দিন পানপাত্র লইল]

আলাউদ্দিন। এই রক্তিম মদিরার সঙ্গে, এস সুন্দরী, তোমার ঐ রক্তিম কপোলে—

মালদেব। এ বেহুইন নর্ত্তকী জনাব!

হাসানউল্লা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

আলাউদ্দিন। (সংযত হইয়া) ও হাঁ—হাঁ, বল সুন্দরী, তুমি কি চাও?

নর্ত্তকী। জনাব মেহেরবান!

আলাউদ্দিন। (মুক্তাহার দিয়া) নাও তোমাদের ইনাম (মুক্তাহার লইয়া দুইজনে অভিবাদন করিল) যাও তোমরা—(নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর প্রস্থান) সত্যই জাফরানের মত রং। সুন্দরী বটে! কি বল কবি?

হাসানউল্লা। সত্য সম্রাট! তাই ত' কবি বলেছেন—

"এই যে তোমার দিব্য দেহ
　জাফরানী এ কোমল তনু।
সাজিয়ে রেখ যত্নে সখী
　বাঁকিয়ে চোখে পুষ্প ধনু॥"

মালদেব। রূপ দেখেই অতবড় কবিতা বলে ফেললেন কবি? তাহলে এই তসবিরের রূপ দেখলে ত' কবিতার ভাষাই যোগাবে না। (একখানি চিত্র দেখাইল)

আলাউদ্দিন। কৈ দেখি—দেখি! (ছবি দেখিয়া) রাজা! এ বোধ হয় সুনিপুণ শিল্পীর আঁকা তসবীর না?

মালদেব। সুনিপুণ শিল্পীরই আঁকা সম্রাট! তবে এ প্রতিমা জীবন্ত।

আলাউদ্দিন। }
হাসানউল্লা। } জীবন্ত!

মালদেব। হাঁ সম্রাট!

আলাউদ্দিন। কোথায়—কোন ভাগ্যবানের ঘরে আছে এই আগুনের শিখা?

মালদেব। ভীমসিংহের ঘরে।

আলাউদ্দিন। ভীমসিংহের ঘরে ?

মালদেব। হাঁ সম্রাট ! ইনি মহারাণা ভীমসিংহের মহিষী।

আলাউদ্দিন। ভীমসিংহের মহিষী ? (হতাশায়) তবে কেন আর বৃথা এই আগুনের শিখা দেখিয়ে আমায় উন্মাদ সাজালেন রাজা ?

মালদেব। বৃথা কেন সম্রাট ? দিল্লীশ্বর আপনি, সমস্ত রাজস্থান আপনার পদতলে মাথা নত করেছে, আপনিই জগতে শ্রেষ্ঠ বস্তুর অধিকারী। উপভোগ করুন সম্রাট এই সুন্দরীকে !

আলাউদ্দিন। (ভাবিতে লাগিলেন) তাই ত' ! আচ্ছা কবি ! আমি যদি ভীমসিংহের মহিষীকে উপভোগ করতে চাই, সেটা কি অন্যায় হবে ?

হাসানউল্লা। ন্যায়-অন্যায় আমি বুঝি না জনাব ! তবে কবি ওমর বলেছেন—

"দেহের লালসা পাপ বলে গণ্য করে যারা
একথা কি ভুলে যায় তারা,
সে লালসা সৃজিয়াছে নিজে ভগবান
জগতের সাধিতে কল্যাণ ॥"

আলাউদ্দিন। আর চিন্তা নেই রাজা, কবির বাণী আমি পেয়েছি। যাও রাজা, আমি নিজের হাতে পত্র লিখে দিচ্ছি, তুমি দূত পাঠাবার আয়োজন কর। আমি এই সুন্দরীকে ভীমসিংহের কাছে প্রার্থনা করব, যদি দেয় ভালই, আর তা যদি না দেয় তাহ'লে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন এইবার সমগ্র পাঠান বাহিনী নিয়ে মেবার আক্রমণ করবে।

মালদেব। সম্রাট মহানুভব !

আলাউদ্দিন। হাঁ, সুন্দরীর নাম ?

মালদেব। রাণী পদ্মিনী।

আলাউদ্দিন। পদ্মিনী—পদ্মিনী—(ছবি দেখিয়া) পদ্মিনীই বটে! আমি একে চাই—আমি একে চাই—

[অন্যমনস্ক হইয়া প্রস্থান।

হাসানউল্লা। কি রাজা? স্বজাতির সর্ব্বনাশের আর একটা পথও আবিষ্কার করলেন? কিন্তু মনে রাখবেন রাজা, দুনিয়ায় জাতিদ্রোহীর স্থান নেই।

[প্রস্থান।

মালদেব। সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে তুমি স্পর্দ্ধার উচ্চ শিখরে উঠেছ। আচ্ছা, আগে সম্রাটকে বশীভূত করে মেবার রাজ্যটা লাভ করি, তারপর দেখবো তোমায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মেবার রাজপ্রাসাদ

~~ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর প্রবেশ~~

ভীমসিংহ। বল কি পদ্মিনী, মা তোমায় এই নির্দ্দেশ বাণী শুনিয়ে গেল ?

পদ্মিনী। হাঁ প্রভু! সেই নারীমূর্ত্তি এই বজ্রকঠোর বাণী শুনিয়ে অন্তর্হিত হওয়া মাত্রই তন্ন তন্ন করে সমগ্র প্রাসাদ অনুসন্ধান করলুম, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর সেই মুহূর্ত্তেই মৃত শকুনি পড়ার সংবাদ পেলুম। কি হবে প্রভু ? সত্যসত্যই কি মেবারের দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এল ?

ভীমসিংহ। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহ'লে চিন্তা করে ত' লাভ নেই রাণি। যাও, চতুর্ভুজা মায়ের পূজার আয়োজন কর! আজ রাজ্যের ইতর ভদ্র সমস্ত প্রজা রাজ্যের মঙ্গলার্থে মায়ের কাছে পূজা দিতে আসবে।

পদ্মিনী। আমি এখুনি আয়োজন করতে যাচ্ছি। আপনি স্নান করে মন্দিরে আসুন।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। মা—মা, সত্যই কি তোর ইচ্ছা, মেবারের রাণাবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাক্ ?

মহানন্দ ভট্টঃ শঙ্করলালকে টানিয়া আনিল

মহানন্দ। ~~আর~~ ব্যাটা, আজ তোকে শূলে বসাবার ব্যবস্থা করব।

~~ভীমসিংহ। মহানন্দ ? কে এ ব্রাহ্মণ~~ ?

[ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীম। ব্যাপার কি প্রধান? - এ কে?

মহানন্দ। ব্যাটা পাহাড়ীর স্পর্দ্ধা দেখুন, চতুর্ভুজা মায়ের মন্দিরে ঢুকে প্রণাম করছে!

ভীমসিংহ। তাতে দোষ কি হ'য়েছে?

মহানন্দ। দোষ হয়নি? ব্যাটা ছোটলোক—

শঙ্করলাল। মহারাণা! ঢেঁড়াদার হামাদের মহল্লায় সহরত করিয়ে এল, ছোটা বড়া সব জাত মায়ির মন্দিরে আজকের দিনে ঢুকতে পাবে; তাই হামি রাজ্যির মঙ্গলের জন্যে পূজা দিতে এসেছিলুম। বাকি এই ঠাকুর বাবা হামাকে গালিগালাজ করে হাফনার কাছে নিয়ে এল।

ভীমসিংহ। হুঁ; মহানন্দ! তুমি কি জান না যে, আমি রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের মায়ের মন্দিরে আসবার আহ্বান জানিয়েছি?

মহানন্দ। কেমন করে জানব? কোন দিন ত' এমন হয়নি।

ভীমসিংহ। কোনদিন হয়নি বলে যে আজও হবে না, এমন ত' কোন নিয়ম নেই। শোন মহানন্দ! মা আজ মেবার রাজবংশের ওপর খড়্গ-হস্ত তাই মেবারের সমস্ত প্রজারা আজ মায়ের পূজা অর্চ্চনা করবে।

মহানন্দ। ছোটলোক মায়ের মন্দির অপবিত্র করবে?

ভীমসিংহ। মার কাছে ছোট বড়র বিচার নেই মহানন্দ। মা সকলেরই মা। হিন্দুদের এই গোঁড়ামীর জন্যই আজ হিন্দু জাতি পঙ্গু হ'য়ে যেতে বসেছে। তোমরা ব্রাহ্মণ, সমাজ শিরোমণি, তোমরা যদি এই হীন মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন না কর, তাহ'লে যে হিন্দুধর্ম্মটাই রসাতলে যাবে।

মহানন্দ। ভেবে দেখুন রাণা! আজ যদি ওদের সমান অধিকার দেন, কালই ওরা মাথায় চড়ে বসবে।

শঙ্করলাল। ভুল কথা ঠাকুর বাবা! হামরা ছোটাজাত, চাষীলোক, হাফনাদের ভদ্দরলোকের সঙ্গে মেশবার আসপদ্দা রাখি না! তবে

চতুর্ভুজা মায়ির পূজা দিতে ত' পাইনি কোনদিন, আজ মহারাণার দয়ায় যখন সে মৌকা মিলেছে তখন দয়া করে হাকনি বাধা দেবেন না।

মহানন্দ। তা ত' বটেই! [illegible], একবার মন্দিরে ঢুকতে পেয়েছিস তাই বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিস! চিরদিন ঢুকতে পেলে কি তখন তো মাথায় উঠে বসাবি রে অস্পৃশ্য।

ভীম। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা ভগবানের সৃষ্টি নয় মহানন্দ; স্বার্থপর মানুষের সৃষ্টি। একই দেবতার সৃষ্ট যে মানুষ, সে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কেন থাকবে মহানন্দ? কেন থাকবে না একই বিশ্বপিতার সৃষ্ট মানুষের, তাকে ভজনা করবার অধিকার? যত পাহাড়ী সর্দার, তারা স্বচ্ছন্দে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করে পূজা দিতে পারে।

শঙ্করলাল। মহারাণার জয় জয়কার হোক। ওরে হামার চাষী ভাইলোক, আজ দেওতা রাণার দয়ায় মায়ের পূজা দেবার মৌকা মিলেছে; জয় দে ভাইলোক, মহারাণার জয় দে।

ভীমসিংহ। না—না, আমার জয়ধ্বনি নয়—আমার জয়ধ্বনি নয়, জয়ধ্বনি কর মা মেবার জননীর।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণসিংহ। মেবার জননীর জয়ধ্বনি দেবার দিন বুঝি শেষ হয়ে এলো খুল্লতাত!

ভীমসিংহ। কেন—কেন লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণসিংহ। ওঃ—কি স্পর্দ্ধা এই আলাউদ্দিনের।

ভীমসিংহ। কেন লক্ষ্মণ, আলাউদ্দিন কি করেছে ?

লক্ষ্মণসিংহ। সে কথা বলতে পারব না ! এই পত্র পড়ে দেখুন !

ভীমসিংহ। (পত্র পাঠ করিয়া চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণে আত্ম-সংবরণ করতঃ বলিলেন) হুঁ, কি করবে স্থির করেছ ?

লক্ষ্মণসিংহ। আপনি আদেশ দিন খুল্লতাত ! আমি এই মুহূর্ত্তে পত্রবাহককে বলে দি, তার প্রভু যদি এই অপমান জনক প্রস্তাব প্রত্যাহার না করে, তাহলে রাজপুত তাঁকেও পাদুকা প্রহার করে শিক্ষা দেবে।

ভীমসিংহ। ছিঃ, লক্ষ্মণ ! ভুলে যেও না রাজপুতের শিষ্টতা। এখনই স্থির করতে হবে আমাদের কর্ত্তব্য ; মনে রেখ, বাজ যখন উড়েছে তখন শীকার না নিয়ে যাবে না।

বাদলের প্রবেশ

বাদল। সে বাজের পক্ষ ছেদ করে আমরা তাকে পঙ্গু করে দেব রাণা ! আপনি লম্পট আলাউদ্দিনকে সংবাদ দিন, সে যেন এই মুহূর্ত্তে নগ্নপদে এসে মা মহারাণীর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে, নতুবা এমন শিক্ষা দেবে এই রাজপুত, যা স্মরণ করে সে জীবনে আর পর-নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দিতে সাহস করবে না।

শঙ্করলাল। কি হইয়েছে মহারাণা ? সম্রাট আলাউদ্দিন কি হামাদের মেবার আক্রমণ করবে ?

ভীমসিংহ। আক্রমণ করলে ত' বীরত্বের পরিচয় দিত সর্দ্দার ! লম্পট আলাউদ্দিন চায় তোমাদের মহারাণীকে।

শঙ্করলাল। কি—কি বল্লে মহারাণা ? আবার কথাটা বল ত' ! বুড় হয়েছি, শুনতে ভুল করিনি ত' ? আলাউদ্দিন কি চায় ?

বাদল। আলাউদ্দিন বলেছে তোমাদের রাণীকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

শঙ্করলাল। কি—দেবী মাকে চায় শয়তান? একথা শুনিয়ে এখনো তোরা খাড়া হয়ে আছিস জোয়ান? মহারাণা! তুমি আমাকে হুকুম দাও, হামি পাগড়ি লোকদের লিয়ে দিল্লীতে হানা দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরিয়ে লিয়ে আসব হাফনার পাঁয়ের নীচে।

ভীমসিংহ। সে শক্তি যে তোমার আছে তা জানি সর্দার। তাইত' রাজভক্ত প্রজাদের আমি সমান অধিকার দিয়েছি। মহানন্দ, দাঁড়িয়ে কি দেখছ? যাও।

মহানন্দ। মহারাণার অভিরুচি!

[প্রস্থান।

বাদল। মহারাণা। এতবড় শক্তি যখন আমাদের সহায়, তখন আদেশ দিন, আমরা দিল্লী আক্রমণ করে দিল্লীশ্বরকে তার ধৃষ্টতার উপযুক্ত সাজা দিয়ে আসি!

ভীমসিংহ। না বাদল! দিল্লীশ্বরকে আক্রমণ করবার শক্তি আজও আমাদের হয়নি। লক্ষ্মণসিংহ! এখন কি করবে?

লক্ষ্মণসিংহ। আমাদের যা উদ্দেশ্য তা তো বলেছি খুল্লতাত, এখন আপনার আদেশের অপেক্ষায়—

ভীমসিংহ। অভিমান কর না লক্ষ্মণ! ভেবে দেখ, সেবার আলা-উদ্দিনের মুষ্টিমেয় সৈন্যদের পরাজিত করেছিলে, কিন্তু এবার সে বিরাট বাহিনী নিয়ে আসছে।

শঙ্করলাল। ডর কি মহারাণা? হামরা পাহাড়ী লোক, পাহাড় থেকে তীর চালিয়ে পাঠান লোকদের হটিয়ে দেবে। শোন জোয়ান, তোরা হাতিয়ার, কামান লিয়ে তৈয়ার হো যা, হামি চল্লুম হামার পাহাড়ী ভাইদের ডাক দিয়ে সাজাতে। (প্রস্থানোদ্যত)

ভীমসিংহ। সর্দ্দার!

শঙ্করলাল। বাধা দিও না রাণা—বাধা দিও না! শঙ্কর সর্দ্দার বেঁচে থাকতে তার মাকে নিয়ে যাবে দুষমন এ হাসি দেখতে পারবে না! তাই মায়ের ছেলিয়া পাহাড়ী লোকদের সাজিয়ে নিয়ে আমি এগিয়ে চল্লুম রাণা, শয়তান সম্রাট আলাউদ্দিনকে দেখিয়ে দিতে মেবারের ইজ্জৎ রাখতে চাষী পাহাড়ী লোকবি জান কবুল করতে পারে।

[প্রস্থান।

বাদল। তাই চল ভাইসব—তাই চল! তোমাদের পশ্চাতে এই মায়ের সেবক বাদলও ছুটে যাচ্ছে কালরাহুর মত পাঠান বাহিনীকে গ্রাস করতে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। বাদল—বাদল, তুমি আর সর্দ্দার ওই পাঠান বাহিনীর ওপর জলোচ্ছ্বাসের মত ঝাঁপিয়ে পড়, আর আমি ওদের তপ্ত রক্তে মেবার জননীর পা ধুইয়ে দেব। ~~খুল্লতাত। আমি চল্লুম সেই সংবাদবাহককে ফিরিয়ে দিতে।~~ এইবার আলাউদ্দিনকে এমন শিক্ষা দেব, যে সে সমস্ত পাঠান জাতিকে নিয়ে পালিয়ে যাবে সুদূর মরুভূমির দিকে।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। তাই কর লক্ষ্মণ—তাই কর। যে ভুল করেছে জয়চাঁদ, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে আবার ভারতকে অখণ্ড হিন্দুরাজ্যে পরিণত কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর রাজপথ

কথা কহিতে কহিতে সাহাবউদ্দিন ও
বখরউদ্দিনের প্রবেশ

বখরউদ্দিন। এঁ্যা, বল কি মিঞা! তোমাকেও যুদ্ধে যেতে হবে?

সাহাবউদ্দিন। হ্যাঁ মিঞা! এই খেয়ালী বাদশার হাতে পড়ে প্রাণটা যেতে বসেছে। সময় অসময় নেই, যখন তখন সাজ সাজ রব।

বখরউদ্দিন। তা যা বলেছ মিঞা। যখনই খেয়াল ধরবে তখনি যেতে হবে। তা মিঞা, এবার কার বিরুদ্ধে অভিযান হবে?

সাহাবউদ্দিন। কার আবার? সেই মেবারের বিরুদ্ধে।

বখরউদ্দিন। মেবারের! সেই ছোটলোক কাঠগোঁয়ারদের দেশে যেতে হবে?

সাহাবউদ্দিন। কাঠগোঁয়ার বলে কাঠগোঁয়ার। ব্যাটাদের না আছে জ্ঞান গম্যি, না আছে ভদ্রতা। আরে, লড়াই যুদ্ধ করবি ত' সামনা সামনি কর! তা নয়, পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর ছুঁড়বে, তীর ছুঁড়বে, পিছন-দিক থেকে হানা দিয়ে রসদ লুঠ করবে, যত সব অভদ্রতা।

বখরউদ্দিন। তা যা বলেছ ভাই সাহেব! এই ত' সেদিন ব্যাটারা হানা দিয়ে আমার রান্নার শিবিরটাই লুঠ করে গেল।

সাহাবউদ্দিন। তুমি বাঁচলে কি করে?

বখরউদ্দিন। সে একটা ইতিহাস মিঞা—সে একটা ইতিহাস। আমি বাপের ব্যাটা বলে ফিরে এসেছিলুম, অন্য কেউ হ'লে প্রাণটাই দিয়ে আসত।

সাহাবউদ্দিন। কি রকম?

বখরউদ্দিন। তবে শোন মিঞা, যেই রান্নার শিবির লুঠ করতে আরম্ভ করলে, অমনি আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট! আসবার সময় অবশ্য কাবাবের হাঁড়িটাও এনেছিলুম।

সাহাবউদ্দিন। কেন, কাবাবের হাঁড়ি কেন?

বখরউদ্দিন। বল কি মিঞা? খাস বাদশার জন্যে কাবাব রেঁধেছিলুম, আহা সে কি রং, যেন বসরাই গোলাপ, আর খোসবু কি বলব মিঞা, কাশ্মিরী মৃগনাভিকেও হার মানিয়ে দেয়; সেই কাবাব ফেলে আসব শত্রুদের জন্যে?

সাহাবউদ্দিন। আহা মিঞা! তুমি বাদশাকে এত ভালবাস তা ত' জানতুম না।

বখরউদ্দিন। হে-হেঃ-হেঃ—মিঞা সাহেব, শুধু তন্খার জন্য চাকরি করি না, বাদশার সঙ্গে একটু সম্বন্ধও আছে।

সাহাবউদ্দিন। সম্বন্ধ? য়্যাঁ বল কি মিঞা?

বখরউদ্দিন। সম্বন্ধ না থাকলেই কি তিনি বিশ্বাস করে রসুই ঘরের ভার দেন?

সাহাবউদ্দিন। তা ত' বটেই।

বখরউদ্দিন। ও কাজটা ত' যে সে নয়, রসুই ঘর বলে কথা, ধর আমার ওপরেই বাদশার জীবন নির্ভর করছে।

সাহাবউদ্দিন। তা হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে বাদশার কি সম্বন্ধ?

বখরউদ্দিন। সে সম্বন্ধ খুবই নিকট। বাদশা তাইতো আমায় কাছে কাছে রাখে।

সাহাবউদ্দিন। বল না ভাই সাহেব, বাদশার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?

বখরউদ্দিন। মানে বাদশার বাবার সঙ্গে আমার ফুফুর চাচাত ভায়ের শ্বশুরের শালীর সঙ্গে এই ধর একটু আসনাই হয়েছিল, তাই—

সাহাবউদ্দিন। ব্যস্—ব্যস্, আর বলতে হবে না! তাহলে ত' বাদশার ওপর তোমার জুলুমও চলবে।

বখরউদ্দিন। চলবে না! বল কি সাহেব! ওঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ।

সাহাবউদ্দিন। তাহ'লে ভাই সাহেব, আমার যে একটা উপকার করতে হবে!

বখরউদ্দিন। হেঃ-হেঃ-হেঃ—কি জান মিঞা, এই জন্যেই আমি একথা প্রকাশ করি নি। তিনশো লোকের সঙ্গে আমার দস্তি, এ খবর একবার পেলে সবাই বলবে উপকার করতে, তাই ত আমি প্রকাশ করিনি।

সাহাবউদ্দিন। তাহলে ভাই সাহেব, আজ যখন সুখবরটা পেলুম তখন আর ছাড়ব না! আমার কাজটি তোমাকেই করতে হবে।

বখরউদ্দিন। কি ?

সাহাবউদ্দিন। বাদশাকে বলে কয়ে একটা হাওয়ালদারী করে দিতে হবে। এই ফৌজের চাকরিতে বড় ঝকমারী।

বখরউদ্দিন। ও এই কথা ? তা আমি সব ব্যবস্থাই করব। হাওয়াল-দারী ? এ ত' আমার একটা ইঙ্গিতেই হয়।

সাহাবউদ্দিন। হবে বৈকি ! তুমি বাদশার আত্মীয়—মানে আপনার লোক।

বখরউদ্দিন। হেঃ-হেঃ-হেঃ—(গোঁফে চাড়া দিয়া) এই তুমিই যা জানলে, আল্লার কসম, আমি কারো কাছে বলিনি। আচ্ছা ভাই সাহেব, তাহ'লে আসি, আবার বাদশার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

সাহাবউদ্দিন। আহা যাবেই ত', তা ভাই সাহেব, বলছিলুম কি, বেয়াইয়ের জন্যে একটু মেওয়ার সরাব নিয়ে যাচ্ছিলুম, তা সে কুটুম্ব মানুষ দুদিন থাকবে। এস না ভাই, এই সরাবটা দুই দোস্তে খাই।

বখরউদ্দিন। হেঃ-হেঃ-হেঃ—মেওয়াকি সরাব ? ওহো কেয়া চিজ্; তা এই রাস্তার মাঝে—

সাহাবউদ্দিন। আরে তাতে কি হয়েছে ? এস না একপাশে বসে শেষ করে দি !

বখরউদ্দিন। আচ্ছা চল—(একপাশে বসিয়া দুইজনে কিছুটা পান করিল) ওহো উও মেরে সরাব, উও মেরে জানি, তুম কেয়া চিজ ! (পুনরায় পান করিল)

সাহাবউদ্দিন। ওহো দোস্ত, জান ঠাণ্ডা হয়ে গেল। (পুনরায় পান করিয়া) দোস্ত, এসময় একটু গান শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। (দূরে কাহাকে দেখিয়া) দোস্ত ! মনে হয় খোদা সুপ্রসন্ন, দেখ, দেখ, বোরখা পরা একটা জেনানা আসছে।

বখরউদ্দিন। মনে হয় বাদশার বাঈজী ! যা থাকে কপালে ওকে ধরে একটু নাচগান দেখি।

বোরখা ঢাকা মুন্নার প্রবেশ

মুন্না। (বোরখার মুখ খুলিয়া) মিন্সে সেই যে বাজারে গেল, দুম্বার মাংস আর সরাব আনতে, এখনো ফিরলো না কেন ? তাই ত', পথে কোন বিপদ হয়নি ত' ?

[বখরউদ্দিন ও সাহাবউদ্দিন দুইজনে উঠিয়া গুঁড়ি মারিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, সাহাবউদ্দিন জড়াইয়া ধরিতে গেলে বখরউদ্দিন চাঁটা মারিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল]

মুন্না। দেখ দেখি, কুটুম বসে আছে, মিন্সে এখনো এল না।

বখরউদ্দিন। (টলিতে টলিতে সম্মুখে আসিয়া) উও মেরে জানি? জেরা নাচ ত' দেখলাও!

মুন্না। ওমা—এ মিন্সে কে গো?

সাহাবউদ্দিন। (টলিতে টলিতে সম্মুখে আসিয়া) মাৎ ডরো জানি, জেরা গানা ত' শুনাও।

মুন্না। ওরে মুখপোড়া! আবার মাতলামি জুড়েছিস? (ঘাড় ধরিয়া) আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

বখরউদ্দিন। আরে—আরে এ কেয়া—

মুন্না। আর তুই বুঝি ওর সঙ্গী। তোদের জন্যই আমার সোনার খসম বিগড়ে গেছে, আজ মেরে তোর পিঠও ফাটিয়ে দেব। (বখরকে মারিতে লাগিল)

বখরউদ্দিন। ভাই সাহেব—ভাই সাহেব!

সাহাবউদ্দিন। ওরে মুন্না! মারিস নি—মারিস নি, ও আমার দোস্ত, বাদশার আত্মীয়।

মুন্না। তোর দোস্তের নিকুচি করেছে। বল—বল মুখপোড়া, আর রাস্তাঘাটে মেয়েদের বেইজ্জৎ করবি?

বখরউদ্দিন। ওরে বাবারে! এ যে বাঘিনী রে।

সাহাবউদ্দিন। ও মুন্না, আর মারিস নি।

মুন্না। মারব না? চল্—ঘরে চল মিন্সে!

[মারিতে মারিতে সাহাবউদ্দিনকে লইয়া প্রস্থান।

বখরউদ্দিন। ওরে বাপরে বাপ! মাগীর ঠ্যালায় লাখ আসরফির নেশা কেটে গেল। আরে সরাবটা যে ফেলেই গেছে, যাক্, আর একটু চড়িয়ে নিয়ে মেজাজটা শরীফ করে নি।

সরাব পান করিতেছিল এমন সময় কাফুরের প্রবেশ

কাফুর। কমবক্ত!

বখরউদ্দিন। (বিরক্ত হইয়া) আরে কৌন শালে মুজকো কমবক্ত করতে হুঁ। (দেখিয়া) একি হুজুর!

কাফুর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সরাব খাচ্ছিস কেন?

বখরউদ্দিন। কি করি হুজুর! খোদা সরাব মিলিয়ে দিলে, তাই রাস্তাতেই সদ্ব্যবহার করছি।

কাফুর। চোপরাও কমবক্ত! জুতিসে মু তোড় ডালেঙ্গা! রাজপথে সরাব খাস, এত সাহস তোর?

বখরউদ্দিন। (জড়িত স্বরে) জুতি মারুন হুজুর তাতেও দুঃখ নেই, তবে আজই মারবেন না, ওটা বাকী থাক, কাল স্থদ সমেত আদায় করে নেবেন।

কাফুর। কমবক্ত!

বখরউদ্দিন। একটা জেনেনা এসেছিল হুজুর। কিল চড় মেরে গাটা ব্যথা করে দিয়ে গেছে, তাই আপনার জুতি মারাটা ধার রাখছি।

কাফুর। বেশ হয়েছে! তোর মত লোকের উপযুক্ত সাজাই হয়েছে। নিশ্চয় তার বেইজ্জৎ করেছিলি?

বখরউদ্দিন। বেইজ্জৎ করব কি হুজুর? সেই আমায় বেইজ্জতি করেছে। গান শুনতে চেয়েছিলুম, আর নাচ দেখবো বলেছিলুম, বলব কি হুজুর, সে কি মার। বাপরে—বাপরে এখনো গাটা চিড়িক মেরে উঠেছে; তাহলে আসি হুজুর! বাদশার কাবাব রাঁধতে হবে। আদাব।

[প্রস্থান।

কাফুর। একটা বাবুর্চ্চির এত সাহস যে আমার সামনে মাতলামি করে, আমার মুখে মুখে জবাব দেয়? এ সবই সম্রাটের দেওয়া স্বাধীনতার পরিণাম। (মালদেবের প্রবেশ) এই যে রাজা! এবারের যুদ্ধে আপনিই সিপাহশালার?

মালদেব। কেন কাফুর? আপনি বর্ত্তমানে সম্রাট আমার উপর এ গুরুভার ন্যস্ত করবেন কেন!

কাফুর। আমি না থাকলেও সম্রাট আপনার ওপর গুরুভার দেবেন না রাজা! বিশ্বাসঘাতকদের তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না।

মালদেব। বারবার আমায় অপমান করছেন খাঁ সাহেব! বিশ্বাস-ঘাতক—বিশ্বাসঘাতক, কেন আমি আপনাদের সঙ্গে কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি?

কাফুর। আমরা আপনাকে বিশ্বাসই করি না। তবে—

মালদেব। তবে?

কাফুর। আপনার স্বজাতি স্বধর্ম্মীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি? রাজা! যতই আপনি চেষ্টা করুন মেবারের সিংহাসনে কোনদিনই আপনার স্থান হবে না।

মালদেব। (চীৎকার করিয়া) সেনাপতি!

কাফুর। চোখ রাঙাবেন না রাজা। আপনার মত উচ্ছিষ্ট ভোজী কুকুরদের চোখ রাঙানীকে আমি তুচ্ছই জ্ঞান করি।

মালদেব। কাফুর খাঁ! (তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিল)

কাফুর। হুঁসিয়ার হিন্দু! (তরবারি দ্বারা প্রতিঘাত করিল)

সহসা হাসানউল্লা আসিয়া উভয়ের তরবারি ধরিল

হাসানউল্লা। (কাফুরের প্রতি)

"বাইরে ঘরে উপর নীচেয়
চতুর্দ্দিকে আজ।

চলছে শুধু ঐন্দ্রজালিক
ছায়া বাজির কাজ ॥
এ অভিনয় যে মঞ্চে হয়
সূর্য্য প্রদীপ জ্বেলে।
ভূতের মত আমরা এসে
যাচ্ছি সেথায় খেলে ॥”

মালদেব। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন কবি! কাফুর খাঁকে বুঝিয়ে দেব মালদেবকে কটূক্তি করার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর।

কাফুর। আমিও বুঝিয়ে দেব দেশদ্রোহীকে, কাফুর খাঁ দুর্ব্বল হস্তে তরবারি ধরে না।

হাসানউল্লা। দুর্ব্বল হস্তে কোন বীরই অস্ত্র ধরে না কাফুর! তবে খোদা কাউকে দুর্ব্বল কাউকে সবল করেছেন; যাক, এই আসন্ন যুদ্ধের সময় আপনাদের আত্মকলহের সংবাদ পেলে সম্রাট দুঃখিত হবেন। যান, সৈন্যসজ্জার আয়োজন করুন।

কাফুর। আপনি যাই বলুন, সামান্য নারীকে লুণ্ঠন করতে সৈন্য সজ্জা করে যেতে হবে, এ যে বীর-সমাজের দুরপনেয় কলঙ্কের কথা।

হাসানউল্লা। কাফুর খাঁ! এ নতুন নয়, হিন্দুদের মহাভারতেই আছে দ্বাপর যুগে এক দ্রৌপদীর জন্য পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে ভারতের বড় বড় রাজাদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। কি রাজা, একথা সত্য নয়?

মালদেব। সত্য।

হাসানউল্লা। তাহ'লে বুঝে দেখ কাফুর, ভারতের রাজারা যদি একটা নারীর জন্যে যুদ্ধ করতে পারে, তাহ'লে তোমাদের এতে লজ্জার কি আছে?

কাফুর। আপনিও কি সম্রাটের অভিমত সমর্থন করেন?

হাসানউল্লা। সমর্থন করি, যদি দুর্লভ নারী-রত্ন স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। বল-প্রয়োগে নারীর দেহটাই লাভ করা যায় কিন্তু মনটাকে জয় করা যায় না কাফুর! যাক্, আর ঝগড়া করে সম্রাটের বিরাগ ভাজন হ'য়ো না, যুদ্ধের আয়োজন কর।

কাফুর। কবির অনুরোধেই আপনি নিষ্কৃতি পেলেন রাজা! কিন্তু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আমি যুদ্ধ করব না এ আমার দৃঢ়পণ।

হাসানউল্লা। কাফুর?

কাফুর। সত্য কথাই বলেছি কবি। একটা নগণ্য সৈনিকের পাশে দাঁড়িয়েও আমি যুদ্ধ করব, তবু দেশদ্রোহীর পাশে দাঁড়িয়ে নয়।

[প্রস্থান।

মালদেব। শুনলেন ত' কবি—কাফুর খাঁ আমায় কি রকম অপমান করে গেল?

হাসানউল্লা। ছেড়ে দিন রাজা! স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। রাজা! রত্নাকরের বুকে যখন ডুব দিয়েছেন, তখন হতাশ হবেন না, রত্নলাভই হবে।

[প্রস্থান।

মালদেব। এ কি সত্য? দৈববাণী কি সত্যি হয়? রত্নাকরের বুকে ঝাঁপ দিয়ে আমি কি রত্ন তুলে আনতে পারব? ঐ আশা কুহকিনী আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ঐ মেবারের রাজলক্ষ্মী আমায় বিজয় মাল্য পরিয়ে দিতে আসছে; অন্তরাত্মা বলছে এ যুদ্ধে আমি পরাজিত হব না—হব না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেবারের পার্ব্বত্য পথ

তূর্য্যধ্বনি ও দামামা বাজিল

বাদল প্রবেশ করিল

বাদল। শোন প্রজাগণ! সম্রাট আলাউদ্দিন আসছে মেবার আক্রমণ করতে! দুয়ারে বিদেশী মুসলমান সৈন্য, জাগ ভাই সব, সমস্ত আলস্য মুছে ফেলে হাতিয়ার নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও, ভুলে যেওনা তোমরা স্বাধীন মেবারী।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত

জাগো জাগো জাগোরে স্বাধীন মেবারী দল।
বিদেশী ম্লেচ্ছ লুটিতে ধর্ম্ম আসিছে ছুটিয়া দলে দল।
লুপ্ত করিতে যতেক মহিমা,
সমাধি দানিতে সতীত্ব গরিমা,
আসিতেছে তারা উল্লাসে ভাই দেখাতে মেবারে অসীম বল। [প্রস্থান]
('ওরে মানুষ যে তোরা মেষ ত' নয়—
তবে কেন বা করিরি জীবন ভয়।
প্রতিঘাত দিয়ে পাঠান দলে গতিবিধি ওদের কর অচল।)

ভল্ল লইয়া শঙ্করলালের প্রবেশ

শঙ্করলাল। জাগিয়েছে চারণ বাবা! মেবার পাহাড়কা যেতো বুঢ়া জোয়ান আছে সব জাগিয়েছে—ঐ পাঠান লুটেরার সঙ্গে লড়াই দিতে।

বাদল। পাহাড়ী সর্দ্দার, তোমার বাহুবলের ওপরই নির্ভর করছে মেবারের ভবিষ্যৎ।

শঙ্করলাল। তুহারে কুচ্ছু বলতে হোবে না জোয়ান। শঙ্কর চাষীকে মারিয়ে পাঠান লোক মেবারে ঢুকতে পাবে না। তুহারা তৈয়ার হোয়ে থাক জোয়ান, এ উঁচু পাহাড়টার গা বেয়ে পিছন দিকে চলিয়ে যা; যখন পাঠান লোক পাহাড়কি পথে চলিয়ে যাবে, আমি ওদের সামনে থেকে তীর চালিয়ে হঠিয়ে দেবে। ওরা হটিয়ে গেলে, তোরা পিছন থেকে হাতিয়ার চালাবি, ব্যস্ সব পাঠান পিষেয়ে ছাতু হোয়ে যাবে।

বাদল। উত্তম! সর্দ্দার, আমি চললুম আমার বাহিনী নিয়ে, তুমি তোমার প্রজাদের নিয়ে তৈরী হ'য়ে থেক। (সহসা দূরে কামান গর্জ্জন হইল) ওকি, এত শীঘ্র এসে পড়ল! ওরে মেবারী সৈন্যদল, শত্রু এসেছে হুঙ্কারে জানাচ্ছে তাদের আগমণ বার্ত্তা, পঙ্গপালের মত ছুটে আসছে তোদের জন্মভূমিকে গ্রাস করতে। ওদের গতি ফিরিয়ে দে, জানিয়ে দে তোরা সিংহের শাবক। [দ্রুত প্রস্থান।

শঙ্করলাল। হুঁসিয়ার পাহাড়ী লোক—হুঁসিয়ার! পাঠান আসিয়েছে হামাদের দেশে; ওরা হামাদের দেশে; ওরা হামাদের ইজ্জত লুটিয়ে নিয়ে যাবে, তীর চালিয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দে ভাই—ঘুম পাড়িয়ে দে।

[প্রস্থান।

চারণ। **পূর্ব্বগীতাংশ**

বাজিয়ে মাদল ছুটেছে ঐ রক্ত পাগল চাষীর ছেলে।
বিদেশী রক্ত গায়ে মেখে মুক্তি নিশান ধরবে তুলে॥
স্বাধীন দেশের কর্ম্মি ওরা—
মায়ের কাজে আত্মহারা।
(তাই) বৃদ্ধ-যুবক, বালক-স্ত্রীলোক সবাই রণক্ষেত্রে চলে॥

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও ঘন ঘন আল্লা-আল্লা রব এবং হর হর মহাদেও রব উঠিল। যুদ্ধ দামামা বাজিতে লাগিল]

ছুটিয়া লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণসিংহ। আবার—আবার এসেছে পাঠান মেবারের স্বাধীনতা হরণ করতে! ঐ—ঐ পার্ব্বত্য চাষীরা তীর চালিয়ে শত্রু সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দিলে; ঐ—ঐ পাঠান সৈন্যরা প্রাণভয়ে পলায়ন করছে! এ সময়ে যদি আক্রমণ করতে পারতুম, তাহ'লে একটা সৈন্যও ফিরে যেতে পারত' না। ওঃ, ভুল করেছি—ভুল করেছি। (পুনরায় কামান গর্জ্জন হইল) ওকি, ওকি! পাহাড়ের একাংশ যে উড়ে গেল!

ত্রস্তে ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীমসিংহ। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে লক্ষ্মণ—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! পার্ব্বত্য পথ ধরে আমাদের সৈন্যরা যাচ্ছিল শত্রুদের আক্রমণ করতে, আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওরা কামান দেগে পর্ব্বতের একাংশ উড়িয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মণসিংহ। সর্ব্বনাশ! এত সৈন্য অসহায় ভাবে প্রাণ দিলে! ওঃ, কি ভুল করেছি! ঐ দেখুন কাকা, পাঠান সৈন্যেরা পশ্চাদপসরণ করলে, কিন্তু বাদল—তার ত' কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

শঙ্কর সর্দ্দারের স্কন্ধে ভর দিয়া আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় বাদল আসিল, তাহার মুখ ঝলসাইয়া গিয়াছে

বাদল। দু'হাজার সৈন্যকে রণক্ষেত্রে ঘুম পাড়িয়ে বাদল আজ আপনার সম্মুখে মহারাণা!

ভীমসিংহ। একি বাদল! রাজভক্ত সৈনিক!

বাদল। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম মহারাণা! কিন্তু, পর্ব্বত হতে নামবার সময় পেলুম না। আপনি দেখেননি সে দৃশ্য; কামানের গোলায় যখন পার্ব্বত্য পথটা উড়ে গেল, তখনও আমি যাচ্ছিলুম, দেখলুম প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মাংসের টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল। ওঃ—কি তাদের আর্ত্তনাদ! মহারাণা! সে দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ভীমসিংহ। সমস্ত বাহিনী তোমার নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে বাদল? দু'হাজার সৈন্য সবাই রণক্ষেত্রে ঘুমিয়ে পড়ল?

বাদল। দুশো সৈন্য যারা আমার পার্শ্বচর ছিল মাত্র তারাই আহত অবস্থায় জীবিত আছে।

ভীমসিংহ। যাও—যাও লক্ষ্মণ, আর বিলম্ব কর না, সর্ব্বাগ্রে ওদের শুশ্রূষার আয়োজন কর।

লক্ষ্মণসিংহ। দু'হাজার বীরের রক্তের মূল্য আদায় করতে হবে। কামান দিয়ে অসহায় ভাবে ওরা যেমন আমাদের সৈন্যদের হত্যা করেছে, তার প্রতিশোধে বিশহাজার পাঠান সৈন্যের বুকের রক্তে আমারও মেবারী ভাইদের অতৃপ্ত আত্মার তর্পণ করব। এস সর্দ্দার, দয়া নেই, যুদ্ধ নীতি নেই, ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক পাঠানের ধৃষ্টতার সাজা দেব! রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্তের বিনিময়ে রক্ত চাই। পাঠানের তপ্ত রক্তে আমাদের মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব।

[প্রস্থান।

শঙ্করলাল। মহারাণা! হামারি মতলবে বাদল সৈন্য লিয়ে পাহাড়কা গা বেয়ে দুষমণদের পেছুন দিকে নামতে যাচ্ছিল, এত্তা মেবারী ভাইদের জান গেল। ও সব হামারই জন্য, তুমি হামার এ কসুরের সাজা দাও রাণা!

বাদল। না—না ভাই, তোমার কোন অপরাধ নেই। মেবারের হিতের জন্যই তুমি যুক্তি দিয়েছিলে, কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্যের জন্য—

ভীমসিংহ। না বাদল, দুর্ভাগ্য আমার। দুর্ভাগ্য না হলে সম্রাট আলাউদ্দিন আমার পত্নীকে চায়? ওঃ—আমারই দুর্ভাগ্যের জন্য ওরা সবাই প্রাণ দিলে!

শঙ্করলাল। মহারাণা!

ভীমসিংহ। না—না, অপরাধ তোমার নয় সর্দ্দার! কিন্তু আমি, আমি কি এতই অসহায়! যে ভীমসিংহের প্রতাপে রাজস্থানের সমস্ত বীর থর থর করে কাঁপত, যার শাসনে দস্যুরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, যার বাহুবলের কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আলাউদ্দিনও মাথা নত করেছে, আজ সেই বিধর্ম্মী আমার পত্নীকে উপভোগ করতে চায়?

শঙ্করলাল। যাও মহারাণা—তুমি যাও! হামি পাহাড়ী ভাইদের লিয়ে দুহাজার মেবারীর খুনের দাম আদায় করিয়ে লিয়ে আসবে! চল বাদল! তু হামার ঘরে চল, হামি তোর পোড়া ঘাটা পাঠানের রক্ত দিয়ে ধুইয়ে দেবে, তোকে আমি কাফুর খাঁর মাথার মগজ দিয়ে দাওয়াই বানিয়ে দেবে, আর যে মুখে বাদশা আলাউদ্দিন রাণীমাকে মাঙ্গিয়েছে, তার সেই মুখটা হামি লাথি মারিয়ে গুঁড়া করিয়ে দেবে।

[বাদলকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

ভীমসিংহ। রক্তে লেগেছে আগুনের তাপ, মাথায় জেগেছে প্রতিহিংসার নেশা, বুকে উঠেছে সন্তান-হারার হাহাকার। সাবধান পাঠান, আজ রাণা ভীমসিংহ ক্ষিপ্ত সিংহের মত ছুটে যাচ্ছে তোদের তপ্ত রক্তে ~~[illegible]~~। স্নান করতে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পাঠান শিবির

আলাউদ্দিন ও হাসানউল্লার প্রবেশ

আলাউদ্দিন। বলতে পার কবি হিন্দুস্থান জয় করেও কেন বারবার মেবারের কাছে পরাজিত হচ্ছি ?

হাসানউল্লা। শক্তির অহঙ্কার, আর পরধনে ঈর্ষা, এই দুটোই আপনার পরাজয়ের কারণ সম্রাট !

আলাউদ্দিন। শক্তির অহঙ্কার আর পরধনে ঈর্ষা ; অহঙ্কার হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, যে আত্মবিশ্বাসের ফলে আমি ভারত সম্রাট, আর পরধনে ঈর্ষা ? ওটা মানুষের স্বধর্ম্ম।

হাসানউল্লা। মানুষের চাওয়ার শেষ নেই জনাব, সে যত পায়, তত চায়। যে গরীব সে ভাবে যদি রাজা হতুম সব আশা মিটত' ; আবার যে রাজা সে ভাবছে, স্বর্গটা যদি পেতুম, তাহ'লে চাইবার কিছু থাকত' না। কিন্তু যে দাতা সে কার আশা মেটাবে ?

আলাউদ্দিন। মানুষের আশার শেষ নেই তা আমিও জানি ! কিন্তু এই আশায় ছুটোছুটিতেই মানুষ বেঁচে আছে কবি। যে আশায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আমি মেবার আক্রমণ করতে ছুটে এসেছি, জানি না সে আশা মিটবে কিনা ; কারণ প্রথম আক্রমণেই আমায় বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে, তবু উদ্যমহারা হলে চলবে না, ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হোক মেবার জয় করে আমার এই (ছবি দেখিয়া) মানসী প্রতিমাকে ছিনিয়ে আনতে হ'বে। একে আমার চাই—একে আমার চাই, নইলে বৃথাই আমার সকল ঐশ্বর্য্য।

হাসানউল্লা। এই সুন্দরীকে কি সত্যই ভালবেসেছেন সম্রাট ?

আলাউদ্দিন। ভালবেসেছি কবি, মুহূর্ত্তেই এই তসবীর দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

হাসানউল্লা। আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন না সম্রাট! প্রেম আর ভালবাসা এক নয়; প্রেম মন্থর গমনে প্রেমিকের অন্তরে তার ঠাঁই করে নেয়। আর ভালবাসা সে ত' একটা রূপজ মোহ। তাই কবি বলেছেন—

"কতই খুঁজেছি তবু প্রেমিকের
　　পাইনি সন্ধান।
প্রেমিক ব্যতিত কেবা
　　ভালবেসে দিতে পারে প্রাণ॥
ভাল যে বেসেছে, তার
　　রহে যদি তাড়না ক্ষুধার
প্রেমিক সে নয় কভু
　　মরেনি গো পশুবৃত্তি তার।"

আলাউদ্দিন। কবি! এ প্রশ্নের মীমাংসা আজ হবে না, মীমাংসা করব আমার এই মানসী প্রতিমাকে পাওয়ার পরে। সাকী—সরাব! (নর্ত্তকী আসিয়া সরাব দিল) নাচ—গাও—আমার তাপদগ্ধ অন্তর শীতল করে দাও—

(নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল)

নর্ত্তকীগণ।　　গীত

সাজ লো সাকী ফুলের সাজে জ্যোৎস্না মধুর রাতে।
খোঁপায় গুঁজে রঙিণ গোলাপ আয় লো পানশালাতে॥
চুনীর গড়া পাত্রাধারে—
লালিম সুরা দেনা ভরে।
গোলাপ রঙের ওষ্ঠাধারে ছোঁয়াক চুম্বনেতে॥

গানের সুরে আপন ভুলে—
নাচের তালে হেলে দুলে।
এলিয়ে দেনা দেহলতা স্মৃতির দহন জুড়িয়ে দিতে॥

আলাউদ্দিন। আচ্ছা, তোমরা যাও। (নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল) (কাফুর খাঁর প্রবেশ) এই যে কাফুর! দশহাজার সৈন্য নিয়েও মেবার জয় করতে পারলে না?

কাফুর। জয় করতে পারি নি জনাব! পার্ব্বত্য পথে চাষীরা তীর ছুঁড়ে আমাদের বাধা দেবে।

আলাউদ্দিন। আজীবন যুদ্ধ ব্যবসায়ী তুমি, যুদ্ধ-নীতির এই কূট চালটাও তোমার মাথায় ঢুকলো না কাফুর!

কাফুর। সে জন্য আমি লজ্জিত সম্রাট! কিন্তু পূর্ব্বের আক্রমণে পার্ব্বত্য চাষীরা অস্ত্র ধরেনি।

আলাউদ্দিন। হুঁ! এ যুদ্ধে আমাদের কত সৈন্য নিহত হ'য়েছে কাফুর?

কাফুর। দশ হাজার।

আলাউদ্দিন। দশ হাজার সৈন্য ক্ষয় করেও রণ জয় করতে পারলে না কাফুর। আশ্চর্য্য!

কাফুর। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই সম্রাট! রাজপুতদেরও সৈন্য ক্ষয় হয়েছে, তারা বিনা যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছে।

আলাউদ্দিন। যুদ্ধ হল না অথচ সৈন্যরা প্রাণ দিলে? কি বলছ কাফুর?

কাফুর। জনাব! রাণা ভীমসিংহ একটা জবর চাল চেলেছিল, কিন্তু আমি সে চাল ধরে ফেলেছি!

আলাউদ্দিন। কি?

কাফুর। পার্ব্বত্য চাষীদের সামনে রেখে একদল সৈন্য আমাদের পিছনে পাঠাচ্ছিল; কল্পনা ছিল সম্মুখ যুদ্ধ না করে কৌশলে ধ্বংস করবে। খোদার দোয়ায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে জনাব।

আলাউদ্দিন। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা কাফুর খাঁ! যুদ্ধে জয় হ'লে আমি তোমায় একটা রাজ্যখণ্ড ইনাম দেব!

কাফুর। সম্রাটের করুণাই আমার ইনাম, আমি রাজ্য প্রয়াসী নই জনাব!

আলাউদ্দিন। যাক্, তাহ'লে কালই আক্রমণ কর!

কাফুর। না জনাব! আমরা আক্রমণ করব না, এখানেই শিবির ফেলে অপেক্ষা করব, প্রথম ওদেরই আক্রমণ করবার সুযোগ দেব।

আলাউদ্দিন। কারণ?

কাফুর। পার্ব্বত্য পথ যে ভাবে সুরক্ষিত, তাতে আক্রমণ করতে গেলে আমাদের সৈন্যরাই নিহত হবে জনাব!

আলাউদ্দিন। তাহ'লে পার্ব্বত্য পথগুলোই উড়িয়ে দাও।

কাফুর। তাতেও সুবিধে হবে না জনাব! কটা পাহাড় উড়িয়ে দেবেন? তার চেয়ে ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করুন, যে ক্ষতি করেছি তাতে রাণা ভীমসিংহ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকবে না! নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নিতে আসবে। (নেপথ্যে হর হর মহাদেও) ঐ শুনুন সম্রাট! ওরা আক্রমণ করেছে! আপনি প্রস্তুত হন, আমি চললুম ওদের বাধা দিতে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও হর হর মহাদেও)

আলাউদ্দিন। আক্রমণ করেছে—রাজপুত অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। যাও কবি, নর্ত্তকীদের নিয়ে আস্তে শিবিরে যাও, তাহলেই তুমি নিরাপদ হ'তে পারবে; আমিও যাচ্ছি যুদ্ধক্ষেত্রে! [প্রস্থানোদ্যত।

হাসানউল্লা। দাঁড়ান সম্রাট! আমিও যাব।

আলাউদ্দিন। তুমিও যাবে?

হাসানউল্লা। যাব না? সুখে-দুঃখে, আমোদে-আহ্লাদে আপনার সঙ্গী আমি, জীবন-মরণ সংগ্রামে আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি?

আলাউদ্দিন। তুমিও যুদ্ধ করবে?

হাসানউল্লা। যুদ্ধের চেয়ে যুদ্ধের উন্মাদনাই অনেক ভাল সম্রাট, তাই আপনার সৈন্যরা করবে যুদ্ধ, আর আমি তাদের কাণে ঢেলে দেব—

"জীবনটা ত' নয়রে কিছুই অনিত্য এ ধন,
কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাই অমূল্য রতন।
এগিয়ে যারে সমর ভূমে নও জোয়ান বীর,
মরণ খেলায় নবীন জীবন আসবে জানা স্থির॥"

আলাউদ্দিন। তাই কর কবি—তাই কর! তুমি বাণী ছড়িয়ে আমার উদ্যমহারা সৈন্যদের মনে নব উদ্যম এনে দাও, আর আমি অস্ত্র-ধারণ ক'রে রাজপুতকে বুঝিয়ে দি, যে আলাউদ্দিন এখনো দুর্ব্বল হয় নি। (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও হর হর মহাদেও ও আল্লা আল্লা রব উঠিল) ঐ উঠেছে সৈন্যদের জয়ধ্বনি! ঐ উঠেছে মৃত্যুর গম্ভীর হুঙ্কার।

ত্রস্তে মালদেবের প্রবেশ

মালদেব। ঐ হুঙ্কারের মধ্যেই সৈন্যদের আর্ত্তনাদ মিলিয়ে গেল সম্রাট!

আলাউদ্দিন। কি সংবাদ রাজা?

মালদেব। সংবাদ শুভ নয়!

আলাউদ্দিন। কি দুসংবাদ এনেছেন রাজা!

মালদেব। ভীমসিংহ আর লক্ষ্মণসিংহ অতর্কিত আক্রমণে আমাদের সৈন্য শিবিরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সৈন্যদের হত্যা করেছে।

কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। রাজপুত রণ নীতির পরিবর্ত্তন করেছে সম্রাট। ওরা অতর্কিত আক্রমণ ক'রে আমাদের বহু সৈন্য নষ্ট করেছে।

আলাউদ্দিন। তাই ত'! বড় ভাবিয়ে তুললে! আচ্ছা রাজা! শুনেছি রাজপুতরা পশ্চাৎ হ'তে আক্রমণ করাটা ঘৃণা করে, অথচ—

হাসানউল্লা। আপনারাই ত' সে পথ দেখিয়েছেন সম্রাট।

আলাউদ্দিন। আমরা।

হাসানউল্লা। নিশ্চয়ই! বারবার আক্রমণ করে ও নীতিটা শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলাউদ্দিন। রাজা! আমার মাথায় আর কোন যুক্তি নেই, যা হয় যুক্তি দিন।

মালদেব। যুক্তি নেবেন জনাব?

আলাউদ্দিন। নিশ্চয়! আপনিই দেখিয়েছেন এই আগুনের শিখা, যেমন করেই হোক ওকে আমার বুকে এনে দিন রাজা!

মালদেব। দেব, সম্রাট! আপনি পত্র লিখে ভীমসিংহকে জানিয়ে দিন যে, মাত্র একবার সুন্দরীকে চোখে দেখবেন।

আলাউদ্দিন। মাত্র একবার।

মালদেব। হতাশ হবেন না সম্রাট! সামান্য বীজ হতেই বিরাট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

আলাউদ্দিন। বেশ তাই হ'ক! এই বেহেস্তের হুরীকেই আগে দেখি! চল, আমি পত্র লিখে দিই!

কাফুর। এ শঠতা সম্রাট!

মালদেব। শঠের সঙ্গে শঠতাই রাজনীতি।

কাফুর। কিন্তু, আমি এর মধ্যে থাকব না!

মালদেব। বেশ, আপনি থাকবেন না! কিন্তু যদি যুদ্ধ হয় তাহ'লে অস্ত্র ধরবেন ত'?

কাফুর। সম্রাটের কল্যাণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র ধরব, কিন্তু আপনার বিপদে আমি থাকব নিরস্ত্র। আসি সম্রাট—আদাব!

[ক্রোধ বশতঃ প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। কাফুর খাঁ বড় গোঁয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—রাজনীতির কূট চাল ওর মাথায় ঢোকে না। চল কবি, তসবীরের আঁকা মূর্ত্তিকে সজীব দেখে আসা যাক।

হাসানউল্লা। আপনি যান সম্রাট! ছবিকে সজীব দেখলে, ছবির সৌন্দর্য্যই নষ্ট হয়। আমি এই ছবি দেখে কবিতা রচনা করব আর আপনিও দেখে আসুন এ আগুনের শিখা উত্তপ্ত না শীতল!

[প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কবি বোধ হয় ভয় পেয়েছে। চলুন রাজা! পত্র লিখে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মেবার রাজপ্রাসাদ—কাল রাত্রি

গীতকণ্ঠে দেবীর প্রবেশ

দেবী। গীত

শেষ হ'ল রে পূজার পালা শুকিয়ে গেল ফুলের মালা।
অর্ঘ্যরাজি ছড়িয়ে পড়ে শূন্য হ'ল পূজার ডালা॥
সেবক হৃদের ভক্তি রাজি,
নিঃশেষিত সবই আজি।
ভুলের পথে পা দিয়েছে পরতে বুঝি ফণীর মালা॥

সুর লক্ষ্য করিয়া পদ্মিনীর প্রবেশ

পদ্মিনী। কে—কে? রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে রাজপ্রাসাদে তুললে সুরের ঝঙ্কার?

দেবী। আমি।

পদ্মিনী। তুমি? এ স্বর যেন কত পরিচিত, অথচ অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছি না। বল নারী কে তুমি? আর কেনই বা রাজপ্রাসাদে সুরের ঝঙ্কার তুলে পুরবাসীদের শান্তি ভঙ্গ করছ?

দেবী। শান্তি!

পদ্মিনী। একি! তোমার কথা শুনে আমার বুকটা এমন কেঁপে উঠল কেন?

দেবী। কাঁপবে—কাঁপবে! তোমার বুক কাঁপবে. মহারাণা ভীমসিংহের বুক কাঁপবে, রাণা লক্ষ্মণসিংহের বুক কাঁপবে, দ্বাদশটি শিশু বংশধরের বুক কাঁপবে, আর তার সঙ্গে কেঁপে উঠবে সমগ্র মেবার।

পদ্মিনী। কে তুমি—কে তুমি নারি!

দেবী। আমি আশ্রয়হীনা ভৈরবী—মেবার রাজ্যের হাহাকার ধ্বনি, শ্মশান চিতার লেলিহান শিখা।

[উল্কার মত প্রস্থান।

পদ্মিনী। ওঃ—কি তীক্ষ্ণ ওর কথাগুলো! কাংস পাত্রের শব্দের মত এখনো আমার কাণে ঝন্ ঝন্ করে বাজছে। কে ও—কে ও? ওঃ—কি গভীর অন্ধকার! কে আছ? আলো—আলো প্রাসাদের সব আলো জ্বেলে দাও!

রমাবাঈয়ের প্রবেশ

রমাবাঈ। প্রাসাদের আলো জ্বালতে কেন আদেশ দিলে মা?

পদ্মিনী। আজকের অন্ধকারটা বড়ই অসহ্য হয়েছিল, তাই ওটাকে দূর করে দিলুম।

রমাবাঈ। কেন মা? অন্ধকারকে এত ভয় কেন?

পদ্মিনী। ভয় হবে না? ওরে আজও এসেছিল। আমার মনের কোণে অন্ধকার পুঞ্জীভূত ক'রে নিমিষে অন্তর্হিত হ'ল, সেই অন্ধকারে হাতড়ে পাচ্ছি না, তাই বাইরের অন্ধকার এত অসহ্য হ'য়ে উঠল।

রমাবাঈ। দুশ্চিন্তা মুছে ফেলুন মা! আপনাকে অসুস্থ মনে হ'চ্ছে। আপনি ঘুমোবেন চলুন।

পদ্মিনী। ঘুম? নিদ্রাদেবী আমায় ত্যাগ করেছে রমা!

রমাবাঈ। এ ব্রত আমি আজই ভেঙ্গে দেব! চলুন মা, আমি আপনাকে ঘুম পাড়াব!

পদ্মিনী। দুষ্টু মেয়ে, আমায় ঘুম পাড়াবি? আচ্ছা চল, যখন তোর এত আগ্রহ—

ভীমসিংহ। স্থির ভাবে চিন্তা করে দেখ লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণসিংহ। এতে চিন্তা করবার কিছু নেই খুল্লতাত! বিধর্ম্মী আলাউদ্দিন বাপ্পার পবিত্র বংশের কুলাঙ্গনার রূপ লাবণ্য দেখে যাবে, এ হ'তে পারে না।

ভীমসিংহ। হ'তে যে পারে না তা আমিও জানি; কিন্তু আলাউদ্দিনের এই সামান্য প্রার্থনাটা যদি পূর্ণ করি সে সসৈন্যে দেশে ফিরে যাবে। মেবারবাসীর ধন, প্রাণ সমস্তই নিরাপদ হবে।

লক্ষ্মণসিংহ। মেবারবাসীর ধন, প্রাণ কি কুল ললনার সম্ভ্রমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ?

ভীমসিংহ। নিশ্চয়! একা পদ্মিনীর জন্য যদি রাজ্য যায়, সে ক্ষতি অপূরণীয় লক্ষ্মণ! তার চেয়ে পদ্মিনী গেলে হয় ত আবার ফিরে আসবে, কিন্তু মেবার যদি পাঠানের পদানত হয়, তাহ'লে কোথায় থাকবে স্বাধীন মেবারীদের সম্ভ্রম?

বাদলের প্রবেশ

বাদল। শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রক্ষা করব আমরা মেবারের স্বাধীনতা।

শঙ্করলালের প্রবেশ

শঙ্করলাল। ঠিক বলিয়েছিস জোয়ান। মেবার মায়িকে হামরা খুন দিয়ে বাঁচিয়ে দিবে।

ভীমসিংহ। এই যে—এস শঙ্করলাল—এস বাদল! আমি তোমাদের আহ্বান করেছি। ভেবে দেখ, এবারে পাঠান প্রভূত সৈন্যসজ্জা ক'রে এসেছে, গতকাল হয় ত' কৌশলে তোমারা জয় করেছ; কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মত অস্ত্র তোমাদের কোথায়?

শঙ্করলাল। অস্ত্র আকাশ হইতে ঝড়িয়ে পড়বে মহারাণা! চলিয়ে আয় হামারা সাথ, দেখিয়ে দিবে পাহাড়ী ভাই লোক তৈয়ার হইয়ে বসিয়ে আছে।

ভীমসিংহ। তা আমিও জানি সর্দ্দার, কিন্তু কৌশলেই যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, সেকি আরও ভাল নয়?

লক্ষ্মণসিংহ। কুলনারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে রাজ্যরক্ষার কৌশলকে আমি মানতে পারলুম না খুল্লতাত!

শঙ্করলাল। কি বললি জোয়ান, মা লছমীকে বাদশার সামনে আনতে হোবে?

বাদল। না—না, এ অসম্ভব! মাকে আমরা বিধর্ম্মীর সম্মুখে আসতে দেব না। তাতে যদি রণক্ষেত্রে জীবন দিতে হয় তাও দেব।

ভীমসিংহ। জীবন দিয়েও কি তোমাদের মাকে রক্ষা করতে পারবে সর্দ্দার? ভেবে দেখ, যে ভাবে আলাউদ্দিন মেবার বেষ্টন করে সৈন্যসজ্জা করেছে, তাতে মেবার ত' যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে মেবার রমণীগণের মান, মর্য্যাদা, এমন কি সতীত্বও বিপন্ন হবে। তার চেয়ে এই সামান্য প্রার্থনাটা পূর্ণ করা কি ভাল নয়?

লক্ষ্মণসিংহ। প্রার্থনা সামান্য হলেও উদ্দেশ্য ভাল নয়। মাতা পদ্মিনী দেবীকে সম্রাট আলাউদ্দিনের সম্মুখে ধরবেন আর লম্পট লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই রূপসুধা পান করবে। এর নাম সামান্য প্রার্থনা?

<u>পদ্মিনীর প্রবেশ</u>

পদ্মিনী। মেবারের স্বাধীনতার বিনিময়ে এ প্রার্থনা সামান্যই লক্ষ্মণসিংহ!

লক্ষ্মণসিংহ। দেবী!

পদ্মিনী। শোন্ লক্ষ্মণ! তোমরা তাকে প্রাসাদে আহ্বান কর, আমি দেখা দেব!

লক্ষ্মণসিংহ। তা হয় না মা।

পদ্মিনী। বাধা দিওনা লক্ষ্মণ! মেবারের কল্যাণের জন্য আমি নিজেকে আহুতি দেব। চিন্তা কি বৎস! যে রাজপুত রমণীরা পতির জ্বলন্ত চিতায় সহমৃতা হয়, তাদের জন্য চিন্তা নেই। যাও, পাঠান সম্রাটকে সংবাদ দাও! বলবে—আমি তাকে দেখা দেব, তবে সামনা সামনি নয়, পশ্চাৎ হ'তে দেখা দেব, সম্মুখের দর্পণে আমার মূর্ত্তি দেখতে পাবে।

ভীমসিংহ। এ যুক্তি উত্তম। আলাউদ্দিনের সামনে একখানা দর্পণ রেখে রাণী পদ্মিনী ওর মুখের অবগুণ্ঠন খুলে দাঁড়াবে, এতে পদ্মিনীর রূপও দেখান হ'ল না, অথচ পাঠান সম্রাটেরও মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

লক্ষ্মণসিংহ। যত যুক্তিই দেখান, এ সমস্তই আমাদের হীনতার পরিচয়।

পদ্মিনী। লক্ষ্মণ! জন্মভূমির কল্যাণের জন্য সমস্ত হীনতাই আমি স্বীকার করবো।

লক্ষ্মণসিংহ। বেশ তাই হবে। মা—মা, জন্মভূমি, জানিনা তোর মনে কি আছে।

[প্রস্থান।

শঙ্করলাল। এ ত' বেশ ভাল বলে মনে হচ্ছে না। বহুত আচ্ছা, হামবি তৈয়ার হোয়ে থাকবে।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। চল বাদল, সম্রাটের অভ্যর্থনার আয়োজন করিগে চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মেবারের কক্ষ

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। **গীত**

আজি মেবার আকাশ :বুকে।
ঘনীভূত দেখি কাল মেঘরাজি ঝটিকা নামিছে সুখে॥
শিশোদীয় প্রদীপ শিখা,
নিভু নিভু প্রায় উঠে ক্ষীণ রেখা,
পেচক ডাকিছে প্রাসাদ চূড়ায় নীরব পাখীরা দুঃখে॥

ভীমসিংহ প্রবেশ করিয়া গানের শেষ ছত্রটি শুনিলেন

ভীমসিংহ। চারণদেব! আপনার কণ্ঠেও অমঙ্গল সুরের ঝঙ্কার?

চারণ। শুধু আমার কণ্ঠেই নয়! মেবারের পশুপক্ষী, তরুলতা সকলেই গাইছে আজ বিষাদের গান।

ভীমসিংহ। কেন—কেন চারণ? মেবারে এমন কি হ'ল যার জন্য সকলেই দুঃখিত?

চারণ। শিশোদীয় কুললক্ষ্মী প্রকাশ্য সভায় বিধর্ম্মিকে রূপ দেখাবে, একে মেবারবাসী কল্পনাও করতে পারে না।

ভীমসিংহ। শুধু মেবারবাসী কেন, আমিও কল্পনা করতে পারিনি চারণ! কিন্তু আজ মেবারীদের কল্যাণেই এই অসম্ভব সাধিত হচ্ছে। তুমি প্রজাদের জানিয়ে দাও চারণ, তাদেরই ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাণা ভীমসিংহ আলাউদ্দিনের এই অসম্ভব প্রার্থনা মেনে নিয়েছে।

চারণ। হা ভগবান! এমন শিশুর মত সরল যার মন তার সর্ব্বনাশের চিন্তাও মানুষ করে। [প্রস্থান।

ভীম। তবে কি আলাউদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ভুল করলাম! ও: আর ভাবতে পারছিনে — ভাবতে পারছিনে — মন — মন —

গীতকণ্ঠে দেবীর প্রবেশ

দেবী।　　　　গীত

ওরে মানুষে চেনে না কোনখানে তার কল্যাণ পথ রেখা।
আলেয়ার আলো টেনে নিয়ে যায় থাকিলে মরণ লেখা॥
মরু-মরিচীকা জানে ত' সকলে
তবু কেন জীব ছোটে দলে দলে।
অদৃষ্ট পথেতে পাষাণ চাপিলে না পায় ইষ্টের দেখা॥

ভীমসিংহ। কে তুমি রমণী? মনে হয় যেন আরও একদিন দেখেছিলুম।

দেবী। ভাল করে চিন্তা করে দেখুন ত' কোথায় দেখেছিলেন?

ভীমসিংহ। (চিন্তা করিয়া) ও এইবার স্মরণ হয়েছে! দেখেছিলুম তোমায় সমরক্ষেত্রে মৃত্যুর লীলাভূমিতে। বল মা, আমার অনুমান কি মিথ্যা?

দেবী। না, সত্য।

ভীমসিংহ। তবে তুমিই সেদিন শুনিয়েছিলে চতুর্ভুজা মা আমার রক্ত পিপাসায় কাতরা?

দেবী। হাঁ মহারাণা! সে তৃষ্ণা মিটেছে মায়ের রাজপুত ও পাঠান রক্তে।

ভীমসিংহ। তাহ'লে মায়ের রক্ত পিপাসার শান্তি হয়েছে? মা কি এবার আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন?

দেবী। মায়ের আশীর্ব্বাদ না থাকলে কি মেবারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকত মহারাণা? তবে—

ভীমসিংহ। তবে?

দেবী। মায়ের উপর বিশ্বাস হারিয়েছ!

ভীমসিংহ। বিশ্বাস হারিয়েছি!

দেবী। হ্যাঁ! আলাউদ্দিন পদ্মিনীর রূপ দেখতে চাইলে, আর তুমি মত দিলে?

ভীমসিংহ। আমি মেবারের কল্যাণ থিন্তায়—

দেবী। কল্যাণ অকল্যাণ চিন্তা করবার তুমি কে মহারাণা? মায়ের উপর ঐ চিন্তার ভার ফেলে দিয়ে মহাসতীর মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি দিলে না কেন?

ভীমসিংহ। মা—মা, তাহ'লে ত' ভুল করেছি।

দেবী। কেন এ ভুল করলে রাণা? আরতির শুভক্ষণে যুদ্ধ করতে গিয়ে মায়ের কোপে পড়ে দু'হাজার রাজপুত বীরকে হারিয়েছ, আবার সেই ভুল?

ভীমসিংহ। এ ভুল সংশোধনের আর ত' উপায় নেই মা! আমি যে আলাউদ্দিনকে কথা দিয়েছি।

দেবী। আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বলছি না! তার চেয়ে কালের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দাও, মায়ের মনে যা আছে তাই হবে। তবে শুনে রাখ রাণা! তোমাদের অদৃষ্ট আকাশে কাল মেঘ ঘনীভূত হ'য়ে আসছে, মেবারের কল্যাণ চিন্তায় তুমি অকল্যাণকেই ডেকে এনেছ।

[অন্তর্দ্ধান।

ভীমসিংহ। মা—মা! একি—কোথায় লুকাল দেবীমূর্ত্তি? দেখা দে মা—দেখা দে! বল মা, আমার আত্ম বলিদানেও কি মেবারের কল্যাণ হবে না?

বাদলের প্রবেশ

বাদল। কার সঙ্গে কথা বলছেন?

ভীমসিংহ। মা এসেছিল বাদল—মা এসেছিল!

বাদল। কে মা ?

ভীমসিংহ। মেবারের অধিষ্ঠাত্রী জননী, সাকারা মূর্ত্তিতে আমায় দেখা দিয়েছিল, আমি অন্ধ তাই তাকে চিনতে পারিনি।

বাদল। রমার মুখে শুনলুম প্রাসাদে এক নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, একি সেই নারী ?

শঙ্করলালের প্রবেশ

শঙ্করলাল। মহারাণা ! বাদশা আসিয়েছে।

ভীমসিংহ। মহামান্য অতিথিকে সসম্ভ্রমে নিয়ে এস ! না—না, আমিই যাচ্ছি !

[প্রস্থান।

শঙ্করলাল। বাদশাকে লিয়ে আসতে মহারাণা গেল। কেন রে জোয়ান, হামরা লিয়ে আসতে পারত না ?

বাদল। রাণা ভীমসিংহের এটাই ত' বিশেষত্ব সর্দ্দার ! অতিথি শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক তাঁর অভ্যর্থনায় নিজেই যান।

আলাউদ্দিন ও মালদেবকে লইয়া ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

ভীমসিংহ। আসুন—আসুন সম্রাট ! আসন গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন !

আলাউদ্দিন। রাণা ভীমসিংহ ! আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ।

লক্ষ্মণসিংহ। সে সৌজন্যের প্রতিদানেই কি আমাদের কুল ললনার রূপসুধা পান করতে এসেছেন ?

ভীমসিংহ। আঃ ! লক্ষ্মণ ! ভুলে যেও না, উনি আমাদের সম্মানিত অতিথি ! যাও বাদল ! অতিথির যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করে নর্ত্তকীদের আহ্বান কর !

আলাউদ্দিন। রাণা ভীমসিংহ! আপনার প্রতিশ্রুতি মত দেবী পদ্মিনীকে একবার দেখান, আমরা আজই দিল্লী ফিরে যেতে চাই।

ভীমসিংহ। এখুনি সে ব্যবস্থা করছি! তার পূর্ব্বে খাদ্য গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন!

আলাউদ্দিন। আপনার ব্যবহারেই আমি কৃতার্থ রাণা! অসময়ে আমি খাদ্য গ্রহণ করব না।

লক্ষ্মণসিংহ। রাজা মালদেবও কি খাবেন না?

মালদেব। আমি ত' আপনাদের গৃহে নিমন্ত্রণ খেতে আসিনি।

বাদল। মহারাণা ভীমসিংহের গৃহে নিমন্ত্রণ খাবার সৌভাগ্য হ'তে আপনি বঞ্চিত রাজা! কারণ পাঠানের স্পর্শিত আহার গ্রহণ করে আপনি পতিত।

শঙ্করলাল। আরে ভাই, রাজার জাত গেছে, বাকি গোলামী ত' মিলিয়েছে।

ভীমসিংহ। তোমরা কি এইভাবেই আমায় অপমান করবে? যাও বাদল, মহারাণীকে আহ্বান কর।

বাদল। যথাদেশ মহারাণা [প্রস্থানোদ্যত ফিরিয়া]। রাজা বাহাদুর! এইবার দিল্লী ফিরে গিয়ে নামের পিছনে খাঁ উপাধি বসিয়ে নেবেন, তাহলে আর কেউ আপনাকে জাতিদ্রোহী বলবে না।

[প্রস্থান।

মালদেব। রাণা ভীমসিংহের কর্ম্মচারীদেরও দেখছি লঘু-গুরু জ্ঞান নেই।

লক্ষ্মণসিংহ। রাণা ভীমসিংহ তাঁর সকল কর্ম্মচারীকেই স্নেহের চক্ষে দেখে। সকলকেই আত্মীয় ভাবে। রাজাবাহাদুর! দিল্লী যাবার পথে আমাদের গোলামী করার নীতিটা শিক্ষা দিয়ে যাবেন, কারণ লেজ নেড়ে প্রভুর পা চাটার কৌশলটা এখনো শিখতে পারি নি!

মালদেব। চিন্তা নেই! অচিরেই শিখবেন।

আলাউদ্দিন। আঃ রাজা!

ভীমসিংহ। লক্ষ্মণসিংহ! পুনরায় রাজার অপমান করলে ভ্রাতুষ্পুত্র বলে ক্ষমা পাবে না। (অবগুণ্ঠনবতি পদ্মিনীকে লইয়া বাদল আসিল। পশ্চাতে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া রমাবাঈও আসিল) পদ্মিনী এসেছে সম্রাট! অনুমতি করুন, আপনার সম্মুখে দর্পণ ধরুক, দর্পণেই ওঁকে দেখতে পাবেন।

আলাউদ্দিন। উত্তম!

ভীমসিংহ। বাদল!

[ইঙ্গিত করিলে বাদল দর্পণ আনিয়া আলাউদ্দিনের সম্মুখে ধরিল]

ভীমসিংহ। এইবার রমাবাঈ মহারাণীর অবগুণ্ঠন মুক্ত কর।

[রমাবাঈ পদ্মিনী দেবীর অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া আলাউদ্দিনের পশ্চাতে দাঁড় করাইয়া দিল]

আলাউদ্দিন। (আত্মবিস্মৃত হইল) মরি—মরি! কি অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে এসেছ নারি! এযে খোদার গড়া তসবীর, এযে আগুনের শিখা; এত মর্ত্তের নয়, বেহেস্ত থেকে ঠিকরে পড়ে মানুষের ঘরে এসেছে। জানিনা ওর স্পর্শে মানুষ পুড়ে যায়, না শীতল হয়।

[এই বলিয়া মুহূর্ত্তে ভ্রমবশতঃ দর্পণের মূর্ত্তিকে ধরিতে গেলে বাদল সরিয়া গেল, আলাউদ্দিন পড়িয়া গেল, সেই সময় লক্ষ্মণসিংহ ও শঙ্করলাল চীৎকার করিয়া উঠিল। পদ্মিনী ও রমাবাঈ চলিয়া গেল]

লক্ষ্মণসিংহ। সম্রাট—

শঙ্করলাল। হুঁসিয়ার বেইমান—

ভীমসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আলাউদ্দিন। (অপ্রস্তুত হইয়া) মাফ করবেন রাণা! আমি আত্ম-বিস্মৃত হ'য়েছিলুম।

ভীমসিংহ। না—না, সেজন্য আমি দুঃখিত নই !

লক্ষ্মণসিংহ। আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন না খুল্লতাত ! সম্রাট যে কত বড় অপমান করলেন, তাকি বুঝতে পেরেছেন ?

ভীমসিংহ। বুঝেছি ! সম্রাট মরিচীকা ভ্রমে মরুভূমিতে যাচ্ছিলেন, এখন ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছেন।

আলাউদ্দিন। মহারাণা ! এইবার আমরা যাত্রা করব।

ভীমসিংহ। বিশ্রাম করবেন না ?

আলাউদ্দিন। নিষ্প্রয়োজন ! চলুন রাজা, এইবার ছাউনি তুলে দিল্লী রওনা হই।

মালদেব। চলুন সম্রাট !

ভীমসিংহ। চলুন, আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

লক্ষ্মণসিংহ। আমি বর্ত্তমানে আপনি যাবেন ?

ভীমসিংহ। না লক্ষ্মণ ! সম্রাট আমার অতিথি, তাই আমিই তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। আসুন সম্রাট—আসুন রাজা !

[আলাউদ্দিন ও মালদেবসহ প্রস্থান।

শঙ্করলাল। না, না, কাজটা ভাল হ'ল না ! শোন্ জোয়ান, হামি রাণার পিছু পিছু চললো।

[প্রস্থান।

পদ্মিনীর প্রবেশ

পদ্মিনী। লক্ষ্মণসিংহ ! কোথায় রাণা ?

লক্ষ্মণসিংহ। সম্রাট আলাউদ্দিনকে পৌঁছে দিতে গেলেন।

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও আল্লা হো রব উঠিল)

ছুটিয়া শঙ্করলালের প্রবেশ

শঙ্করলাল। সর্ব্বনাশ হইয়েছে রাণা—সর্ব্বনাশ হইয়েছে ! বাদশা বেইমানি করিয়ে আম বাগানে ফৌজ রাখিয়ে ছিল, মাহারাণা দেউড়ি

কা সামনে গেলে, ফৌজ আসিয়ে মহারাণার মুখ বাঁধিয়ে ঘোড়ায় তুলিয়ে লিয়ে গেল। হামি পিছু ছুটতে শয়তানরা গোলি ছুঁড়তে লাগল, তাই হটিয়ে আসিয়ে তুহাদের খবর দিল।

বাদল। আমরা থাকতে মহারাণা বন্দী হলেন?

শঙ্করলাল। তোরা তৈয়ার হোষা জোয়ান! হামি পাহাড়ী ভাইদের লিয়ে এখুনি তাম্বুতে আগুন ধরিয়ে মহারাণাকে লুটিয়ে লিয়ে আসব। [প্রস্থানোদ্যত।

পদ্মিনী। ক্ষান্ত হও সর্দ্দার! এখুনি আক্রমণ করলে সৈন্যক্ষয় হবে, কার্য্যোদ্ধার হবে না!

লক্ষ্মণসিংহ। একি বলছেন মা? খুল্লতাতকে বন্দী করে নির্য্যাতন করবে, আর আমরা চুপ করে থাকব?

পদ্মিনী। উদ্ধার করতে পারবে?

বাদল। যদি হত্যা করে?

পদ্মিনী। আমার দেহ লাভের জন্য হয় ত' বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু তোমরা আক্রমণ করলে—

লক্ষণসিংহ। তবে আমরা কি করবো?

পদ্মিনী। আমার জন্যই তিনি বন্দী, তাই আমিই তাঁর উদ্ধারে যাব!

লক্ষ্মণসিংহ। একি বলছেন মা?

পদ্মিনী। যা বলছি সবই সত্য। যাও লক্ষ্মণ, তুমি পত্রবাহক পাঠিয়ে আলাউদ্দিনকে সংবাদ দাও, রাণী পদ্মিনী স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে যাবে।

শঙ্করলাল। কি বলছ মা?

পদ্মিনী। ঠিকই বলেছি সর্দ্দার! শোন লক্ষ্মণ, সাত শত শিবিকা সজ্জিত করে সাতশত দাসী যাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, আর প্রত্যেক শিবিকার বাহক হবে চারজন দুর্দ্ধর্ষ বীর যোদ্ধা।

শঙ্করলাল। বহুৎ আচ্ছা মায়ি—বহুৎ আচ্ছা। হামি পাহাড়ী ভাইদের লিয়ে সাতশো শিবিকা লিয়ে যাবে! আজ পাহাড়ী লোক পাঠান লোকনকে খুন মাখিয়ে মহারাণাকে লিয়ে আসবে!

বাদল। সর্দ্দার!

শঙ্করলাল। তুইও আয় জোয়ান—তুইও আয়। আজ পাহাড়িয়া-রাজপুত দো ভাই মিলিয়ে পাঠান খুনকি ফাগুয়া খেলবে—পাঠান খুনকি ফাগুয়া খেলবে এই হিন্দুস্থান কি মাট্টিপর।

[বাদলকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

পদ্মিনী। তাই যাও বীর—তাই যাও! পাঠানের রক্তে হিন্দুস্থানের মাটি লালে লাল করে দাও। তুমি আমার শিবিকা সাজিয়ে দাও লক্ষ্মণ! আজ রাণী পদ্মিনী রক্তপিয়াসী রাক্ষসী মূর্ত্তিতে ছুটে গিয়ে তার পতি-দেবতাকে উদ্ধার করে আনবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাঠান শিবির সম্মুখ

বখরউদ্দিন ও সাহাবউদ্দিনের প্রবেশ

বখরউদ্দিন। আরে এস—এস মিঞা! অনেকদিন পরে একটা চেনা লোকের দেখা পাওয়া গেল।

সাহাবউদ্দিন। আমার প্রাণটা ত হাঁপিয়ে উঠেছে ভাইসাহেব, একটু স্ফূর্তি করবার সময়ও নেই, যখন তখন হেতের নিয়ে ছুটতে হয়।

বখরউদ্দিন। আর চিন্তা নেই ভাইসাহেব! রাণা ভীমসিংহ ধরা পড়েছে, এবার প্রাণখুলে স্ফূর্তি কর।

সাহাবউদ্দিন। সে বরাত কি করেছি? এখুনি রাজপুত ব্যাটারা ছুটে আসবে, অমনি হেতের নিয়ে ছুটোছুটি করতে হবে।

বখরউদ্দিন। সে গুড়ে বালি, আর রাজপুত বাছাধনরা আসতে পারছে না।

সাহাবউদ্দিন। কেন?

বখরউদ্দিন। আরে বুঝতে পারছ না? ভীমসিংহ ধরা পড়েছে, আর ও ব্যাটাদের টঁ্যা ফেঁা করবার উপায় নেই।

সাহাবউদ্দিন। এঁ্যা—তাই নাকি? তাহ'লে ত' শাহানশা জবর শিকার করেছে। তা আর বলতে। সিংহ মশায়কে শিকার করে এনেছে, আর যে ব্যাটারা আছে সব শেয়াল—শেয়াল।

সাহাবউদ্দিন। বহুৎ আচ্ছা! তাহলে ভাইসাহেব, এস না একটু মৌজ করা যাক।

বখরউদ্দিন। দাঁড়াও ভাইসাহেব। আমি বাদশার শিবির থেকে সরাব নিয়ে আসছি।

সাহাবউদ্দিন। বহুৎ আচ্ছা। আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুমি টপ করে এস।

বখরউদ্দিন। আমি যাব আর আসব।

[প্রস্থান।

সাহাবউদ্দিন। ওঃ—বহুৎ দিন পরে আজ একটু স্ফূর্ত্তি করবার সময় পেলুম। (নেপথ্যে দেখিয়া) আরে ঢোলক, বেঁধে আসগর যাচ্ছে না? হাঁ—হাঁ, আসগর আলিই ত'! (চীৎকার করিয়া) আরে ও আসগর ভাই, আরে উয়ো মেরে জোড়িদার!

আসগর। (নেপথ্যে) আতে হুঁ ভেইয়া!

সাহাবউদ্দিন। আও—আও—আ যাও ভাই সাব!

গলায় ঢোলক বাঁধিয়া আসগর আলির প্রবেশ

আসগর। আদাব ভাইসাব!

সাহাবউদ্দিন। আদাব! ঢোলক ওলক লেকর কাঁহা যাতে হো?

আসগর। আরে ভেইয়া, খুদ বাদশা হুকুম দে চুকা বিলকুল ফৌজ লোকন কো গানা বাজনা মৌজ ঔজ করনেকে লিয়ে।

সাহাবউদ্দিন। বহুৎ বহুৎ আচ্ছা।

আসগর। উসলিয়ে ম্যয় ঢোলক লেকর ডেরা পর যাতে হুঁ—জেরা সরাব পিকর গান বাজনা করুঙ্গা।

সাহাবউদ্দিন। আরে সাহাব! উস ডেরা পর কিস লিয়ে যাউঙ্গা? হিঁয়াপর ঠ্যায়রো, আভি খাস বাদশাকো লিয়ে যো সরাবি ব্যনতা হুঁ, উস লেকর মেরা দোস্ত আ যাউঙ্গা।

আসগর। বহুৎ আচ্ছা, মগর দোস্ত! বাদশাকি সরাব মিলেগি ক্যায়সা?

সাহাবউদ্দিন। বাদশাকো খাস বাবুর্চিসে মেরা দোস্তি ব্যন গয়া, উও আভি সরাব লেকর আউঙ্গা।

আসগর। খাস বাবুর্চি? তব ত' তুমারা নসীব বহুৎ জোর ভাই-সাব!

সাহাবউদ্দিন। (যেন নিজে নিজে গর্ব্ব অনুভব করিল) হাঃ-হাঃ-হাঃ! উও ত' খোদা কি দোয়া!

সরাবপূর্ণ কলসী ও পানপাত্র লইয়া বখরউদ্দিনের প্রবেশ

বখরউদ্দিন। অনেক কৌশলে আনতে হয়েছে ভাইসাহেব।

আসগর। আদাব মিঞা! আপতো বহুৎ ভারী নসীবওয়ালা জওয়ান হুঁ!

বখরউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কুছ নেই ভাইসাব—কুছ নেহি।

সাহাবউদ্দিন। ভাই সাব, এই আমার জোড়িদার আসগর আলি।

বখরউদ্দিন। বহুৎ আচ্ছা—আদাব মিঞা, আপতো মেরা দোস্ত কো জোড়িদার হুঁ, আজসে মেরা দোস্ত বনা হো।

আসগর। সব আপকো দোয়া।

বখরউদ্দিন। আচ্ছা ভাই আভি ত' পিয়ো জেরা! (সুরা দিল)

আসগর। বহুৎ আচ্ছা। (পাত্র লইয়া পান করিল)

(বখরউদ্দিন ও সাহাবউদ্দিন সুরা পান করিল)

সাহাবউদ্দিন। আসগর ভেইয়া বয়ঠো—বয়ঠো!

আসগর। বহুৎ আচ্ছা! তুমলোক বয়ঠো দোস্ত। (সকলে বসিল)

সাহাবউদ্দিন। আসগর ভাই! জেরা গানা ত' শুনাও!

আসগর। শুনো ভাই শুনো।

(আসগর আলি ঢোলক বাজাইয়া গান ধরিল)

ইস দুনিয়া পর কুছ সাচ্চা নেহি সব ঝুটা হায় সাহাব।
লেনা-দেনা খানা-পিনা সব দুনিয়া কি খোয়াব॥
ভাইয়োঁ দুনিয়া কি খোয়াব॥
হীরা কো কাচ সমজে দুনিয়া কাচকো হীরা বনা দিয়া।
নকলি আসলি চিনতা নেই দুনিয়া হো এ্যায়সি আজাব॥
ভাইও দুনিয়া হো এ্যায়সি আজাব॥

সাহাবউদ্দিন। বহুৎ আচ্ছা আসগর—বহুৎ আচ্ছা! ম্যয় তুমকো জরুর ইনাম দিউঙ্গা।

(মত্তাবস্থায় বখরউদ্দিনের নিকট হইতে সুরা পান করিল)

বখরউদ্দিন। আরে কি কর—কি কর ভাইসাহেব! খাস বাদশার জন্যে তৈরী; খাঁটি আঙ্গুররসের তৈরী অত খেলে মাতোয়ালা হয়ে যাবে, ডেরায় যেতে পারবে না।

সাহাবউদ্দিন। (মত্তাবস্থায়) কুছ পরোয়া নেহি, ম্যয় বেহেস্তকা রাস্তা পাকড়ুঙ্গা!

বখরউদ্দিন। (নেপথ্যে দেখিয়া) ভাইসাহেব! বোরখা প'রে জেনানা আসছে।

সাহাবউদ্দিন। (মত্তাবস্থায়) জেনানা! কুছ পরোয়া নেহি, উনকো পাকাড় লে আও, ম্যয় উনকো সাদি করুঙ্গা।

বখরউদ্দিন। আরে ভাই, ঐ বোরখা ত' সেদিন তোমার বিবিও পরেছিল। ওরে বাবা, ও জেনানা সেই সেরনি বিবি নয় ত'?

(এক কথায় সাহাবউদ্দিনের নেশা কাটিয়া গেল)

সাহাবউদ্দিন। এঁ্যা। (দেখিয়া) হ্যাঁ, সত্যিই ত'। মাগী এল কি করে? হায়—হায়! স্ফূর্তিতে থাকব বলে বাদশার চাকরি নিয়ে

রাজপুতনায় এলুম, ও মাগীও আমায় শাসন করতে দিল্লী থেকে রাজপুতনায় এল? তাই ত' কি করি?

বখরউদ্দিন। কেন, দেখা কর না? অনেকদিন পরে খসমের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

সাহাবউদ্দিন। ছুত্তোর, মাগী কি দেখা করতে চায়?

বখরউদ্দিন। তবে?

সাহাবউদ্দিন। এসে অবধি কোন খৎ ভেজিনি ত', তাই খোঁজ করে আসছে আমার ব্যবস্থা করতে।

বখরউদ্দিন। কি রকম?

সাহাবউদ্দিন। কি রকম সেদিন নিজের পিঠে অনুভব করনি?

বখরউদ্দিন। এঁ্যা—এতদিন পরে দেখা হলে মারধর করবে?

সাহাবউদ্দিন। করবে না ত' কি কাবাব খাওয়াবে?

বখরউদ্দিন। তা অমন বদরাগী বিবি যখন, জব্দ করে দাও!

সাহাবউদ্দিন। কি?

বখরউদ্দিন। দেখ, ভাই সাহেবের পাগড়ী চাপা দিয়ে শুয়ে পড়, আর ভাই সাহেব তোমার মাথার কাছে বসে কাঁদুক, বিবি যখন আসবে, আমি কাঁদ কাঁদ হয়ে বলব—শিখ কাবাব খেতে খেতে গলায় হাড় আটকে মরে গেছে!

সাহাবউদ্দিন। ঠিক বলেছ! ভাই আসগর, তুমারা পাগড়ী কো কাপড়া ত' দেও, ম্যয় আভি মুরদা ব্যন যাউঙ্গা!

আসগর। লেও ভাই।

(আসগর কাপড় দিল, বখরউদ্দিন সাহাবউদ্দিনকে
চাপা দিয়া শয়ন করাইল, তারপর বলিল)

বখরউদ্দিন। দোস্ত! তুম হিঁপর বয়েঠকে রোও!

আসগর। কেঁও?

বখরউদ্দিন। সাহাবউদ্দিনকো বিবি আতে হুঁ, উনকো জেরা ভেল্কী দেখাউঙ্গা! আগায়া—রোও ভাই রোও! (আসগর আলি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া) ও হো—হো—হো—

মুন্না। মিন্সে যে লড়ায়ে এল, একটা খৎও পাঠালে না? মুখপোড়া বেঁচে আছে না মরেছে?

বখরউদ্দিন। ও হো—হো—হো—

মুন্না। কে কাঁদে? (দেখিয়া) এই মিন্সে না? হাঁ—হাঁ, সেই ত'! তা হ্যাঁ মিঞা, কাঁদছ কেন?

বখরউদ্দিন। ও হো—হো—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মুন্না। কেন—কেন—কি হয়েছে?

বখরউদ্দিন। তোমাকে আর কি বলব বিবি! সে কথা বলতে বুক ফেটে যায়।

মুন্না। কেন, কি হয়েছে? ওখানে ও লোকটা কে শুয়ে আছে?

বখরউদ্দিন। ওর কথাই ত' বলছি বিবি! আমার জানের জান আমায় ফাঁকি দিয়েছে। ও হো—হো—

মুন্না। কোন্ দোস্ত ফাঁকি দিলে?

বখরউদ্দিন। আমার কটা দোস্ত আছে বিবি? তোমার জানের জান।

মুন্না। এ্যাঁ—

বখরউদ্দিন। হ্যাঁ, সাহাবউদ্দিন ভাই আমার শিঙে ফুঁকেছে।

মুন্না। এ্যাঁ—ওগো আমার কি হোল গো!

(চাপা দেওয়া সাহাবউদ্দিনের বুকে পড়িল)

বখরউদ্দিন। কেঁদনা বিবি—কেঁদনা! চিরদিন কি কেউ বেঁচে থাকে?

মুন্না। ওগো তুমি যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে লড়ায়ে এসেছিল গো!

আসগর। মাৎ রোও বিবি—মাৎ রোও!

মুন্না। ওগো আমি আর কার সঙ্গে ঝগড়া করে হাতের সুখ মেটাব গো।

বখরউদ্দিন। ওহো-হো-হো খসমের ওপর এমন টান কার আছে?

মুন্না। ওগো তুমি কি জন্মের মত চলে গেলে গো?

বখরউদ্দিন। কেঁদনা বিবি—কেঁদনা। আহা-হা-হা-হা—

মুন্না। ওগো আমি কি করে একলা থাকবো গো।

বখরউদ্দিন। কেঁদনা বিবি—কেঁদনা, সঙ্গীর অভাব কি?

মুন্না। ওগো খসম ছেড়ে আমি যে একদিন ও থাকিনি গো।

বখরউদ্দিন। চিন্তা কি বিবি? আমি নতুন করে তোমার খসম হবো, তোমাকে জান দিয়ে ভালবাসব।

(চাপা হইতে সাহাউদ্দিন উঠিয়া)

সাহাবউদ্দিন। একি হোল দোস্ত?

বখরউদ্দিন। দানা পেয়েছে বিবি—সাহাবউদ্দিন দানা পেয়ে উঠেছে পালিয়ে চল—পালিয়ে চল। (মুন্নার হাত ধরিয়া টানিল)

সাহাবউদ্দিন। মাইরি আর কি! আমি মিছি মিছি করে মরে ছিলুম বলে তুমি চাল দিয়ে আমার বিবিকে নিয়ে কাটবার মতলবে ছিলে?

মুন্না। কি—তবে রে মিন্সে—

বখরউদ্দিন। ওরে বাপরে! আসগর ভাই, পালিয়ে এস, ও মেয়ে মানুষ নয় বাঘিনী!

[আসগর আলিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

মুন্না। ওরে মিন্সে—তোর পেটে এত'? আজ মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দোব।

সাহাবউদ্দিন। তাহলে এবার কিন্তু সত্যি সত্যি মরে দানা পেয়ে তোর ঘাড় মটকাব।

মুন্না। ওরে না রে না, তোকে মরতে হবে না!

বখরউদ্দিন। তাহলে আর মারবি না বল?

মুন্না। এই তোর কসম, আর মারব না, ঘরে চল।

সহাবউদ্দিন। তাই চল! আর ফৌজের চাকরি ভাল লাগছে না, আজই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তোর আঁচলে শরণ নেব।

[উভয়ের প্রস্থান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

আলাউদ্দিনের শিবির

শৃঙ্খলিত ভীমসিংহকে লইয়া রক্ষীসহ মালদেবের প্রবেশ

মালদেব। রাণা ভীমসিংহ! আমার কথা দৈববাণীর মত মিলেছে! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমায় উপহাস করে বলেছিল গোলামী করার নীতিটা শিখিয়ে দিতে, তখন আমি বলেছিলুম অচিরেই সে নীতি শিখতে হবে। দেখ রাণা, আমার সে কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে?

ভীমসিংহ। দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার! চোরের মত অতর্কিতে নিরস্ত্রকে বন্দী করে আনবার পরামর্শ দিয়েছিস তুই। তোর মুখদর্শনেও মহাপাপ।

মালদেব। পুণ্যাত্মা ভীমসিংহ! এইবার যে মহাপাপীর কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে!

ভীমসিংহ। রাণা ভীমসিংহ উচ্ছিষ্ট ভোজী কৃমি কীটের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে?

মালদেব। নিশ্চয়ই; এইবার আমার পায়ে ধরে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে।

ভীমসিংহ। সেদিন পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে। সম্মুখ হ'তে যাও দেশোদ্রোহী! যে রাজপুত স্বাধীনতা বিক্রয় করে পাঠানের ক্রীতদাস হ'য়ে নিজেকে ধন্য মনে করে, তার সঙ্গে কথা বলাও রাজপুতের মহাপাপ।

মালদেব। বেশ ত' পুণ্যবান! আর আমায় দোষ দিতে পারবে না, এইবার তোমারই সম্মুখে পদ্মিনীকে এনে সম্রাট আলাউদ্দিন অঙ্কশায়িনী করবে।

ভীমসিংহ। ওঃ ভগবান—ভগবান! মুহূর্ত্তের জন্য আমায় সহস্র করীর বল দাও। আমি এই মুহূর্ত্তে লৌহ শৃঙ্খল ভেঙ্গে ঐ হিন্দু কুল কলঙ্কের মুখটা ভেঙ্গে দিই। (শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার চেষ্টা)

মালদেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভীমসিংহ। ওঃ, ভগবান—ভগবান! তোমার ধর্ম্ম কি লুপ্ত হ'য়ে গেছে? দুনিয়া কি শুধু পাপীদের দ্বারা চালিত হচ্ছে? নইলে হিন্দু হ'য়ে হিন্দু রমণীর সতীত্ব নাশের আয়োজন করছে, তবু বজ্রাঘাত হচ্ছে না?

মালদেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ধরেছে, বুকে জ্বালা ধরেছে! এইবার ভীমসিংহ, আমায় কটুক্তি করার অপরাধের কঠোর বিচার করব।

ভীমসিংহ। বিচার করবি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—সিংহ জালে পড়েছে তাই তোর মত কৃমিকীট এই স্পর্দ্ধার ভাষা উচ্চারণ করতে সাহস পেলে।

মালদেব। ভীমসিংহ! তোমার অপরাধের কি শাস্তি জান?

ভীমসিংহ। জানবার প্রয়োজন নেই।

মালদেব। না—না, তবু জানতে হবে। শোন—আঘাতে আঘাতে তোমার দেহের চামড়া তুলে নেব, আর প্রত্যহ প্রভাতে তোমায় আমার পাদোদক খাওয়াব।

কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। তা না হলে দেশদ্রোহী আখ্যাটা প্রচার হবে কি ক'রে?

মালদেব। কাফুর খাঁ!

কাফুর। সাবধান রাজা, রাজকার্য্যে অনধিকার হস্তক্ষেপ করলে কঠোর শাস্তি নিতে হবে!

মালদেব। অনধিকার হস্তক্ষেপ?

কাফুর। নিশ্চয়! কিসের অধিকারে আপনি মহামান্য সম্রাটের বন্দীকে অপমান করেন?

মালদেব। সে কৈফিয়ৎ আমি সম্রাটের কাছেই দেব।

কাফুর। তাই দেবেন। আপাততঃ আমাদের এই সম্মানিত অতিথি মহামান্য ভীমসিংহের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন।

মালদেব। সেনাপতি?

কাফুর। ক্ষমা চান! নইলে আমিই আপনাকে হত্যা করব।

আলাউদ্দিন ও হাসানউল্লার প্রবেশ

আলাউদ্দিন। বহুৎ আচ্ছা কাফুর! এই ত' প্রধান সেনাপতির উপযুক্ত কথা।

মালদেব। শাহানশা!

আলাউদ্দিন। ভুলে যাবেন না রাজা, আপনি আমার বেতন ভূক কর্ম্মচারী। আমার সম্মানিত বন্দীর প্রতি রূঢ় আচরণ আপনার স্পর্দ্ধারই পরিচয়!

মালদেব। রাণা ভীমসিংহ আমায় কটুক্তি করেছে সম্রাট!

হাসানউল্লা। তা ত' করবেই! স্বজাতি হ'য়ে আপনি ওঁর স্ত্রীকে সম্রাটের অঙ্কশায়িনী করতে চান, এর পরেও কি মহারাণা আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন?

কাফুর। যে চিতা ওঁর বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন রাজা তাতে সম্মান পাবার আশাই বৃথা।

হাসানউল্লা। কাফুর খাঁ! এ ধ্বংসের চিতা জ্বেলেছে প্রভুভক্ত রাজা।

আলাউদ্দিন। রাণা ভীমসিংহ! শঠতায় আপনাকে বন্দী করে সত্যই আমি লজ্জিত। কিন্তু কি করব, এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না; আপনার পত্নী পদ্মিনী দেবীর অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমি মুগ্ধ। তাঁকে আমার চাই।

ভীমসিংহ। যে প্রাণ পর-নারীর জন্য ব্যাকুল, সে প্রাণ যাওয়াই মঙ্গল।

আলাউদ্দিন। আপনার সমস্ত কটুক্তি সহ্য করেও আমি ভিখারীর মত ভিক্ষা চাইছি রাণা! পদ্মিনী দেবীকে আমার হাতে তুলে দিন।

ভীমসিংহ। নিজের পত্নীকে পর-পুরুষের হাতে তুলে দেব, এমন পাষণ্ড আমায় কেমন করে ভাবলেন সম্রাট? এই মালদেব প্রভৃতি পশু প্রকৃতির রাজপুতেরা হয় ত' ওদের পত্নীকে আপনার ভোগের জন্য ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু রাণা ভীমসিংহ এই প্রস্তাবের মাথায় সহস্র পদাঘাত করে।

কাফুর। কম্‌বক্ত—

মালদেব। সাবধান রাজপুত!

(উভয়ে তরবারি বাহির করিল)

হাসানউল্লা। (উভয়ের তরবারি ধরিয়া) আঃ—রাজায়-রাজায় কথা, এ সময় ভৃত্যের স্পর্দ্ধা শোভা পায় না!

কাফুর। মহামান্য সম্রাটের মাথায় পদাঘাত করবে এই কাফের?

হাসানউল্লা। কাফুর খাঁ, সম্রাট মহারাণার কাছে যা চেয়েছেন কোন মানুষ তা চাইতে পারে না!

আলাউদ্দিন। উত্তম; রাণা ভীমসিংহ! যে পর্য্যন্ত না পদ্মিনীকে পাই, সে পর্য্যন্ত আপনাকে বন্দী হ'য়েই থাকতে হবে। এই [illegible] [illegible]।

রক্ষী। জো হুকুম জনাব!

ভীমসিংহ। সম্রাট! আমায় বন্দী করে রাখলেও পদ্মিনীকে পাবেন না। রাজপুত রমণীরা হাসতে হাসতে জ্বলন্ত চিতায় আত্ম বিসর্জ্জন দেয় তবু অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিক্রয় করে না!

[রক্ষীসহ প্রস্থান।

হাসানউল্লা। কাফুর খাঁ তুমি নিজে গিয়ে, মহারাণার পরিচর্য্যার জন্য একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে দাও!

কাফুর। কাফের হিন্দুদের এই গোঁড়ামী—

হাসানউল্লা। তোমার নিজের গোড়ামীই কি ভাঙ্গতে পার কাফুর? (কাফুর মাথা নত করিল) হাঃ-হাঃ-হাঃ—মাথা নত করলে যে? তুমি যদি গোঁড়ামী ভেঙ্গে সাকীর হাতে সরাব পান করতে পার, তাহলে আমিও মহারাণাকে হাতে ধরে আমাদের স্পর্শিত আহার্য্য পান করাব!

আলাউদ্দিন। উত্তর দাও কাফুর! কি—চুপ করে রইলে যে? মহারাণার জন্যে হিন্দু পাচকের ব্যবস্থা করে দাও গে! রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তার পত্নীকে পাবার আশায় চোরের মত বন্দী করে আনতে পারি, কিন্তু তার নিষ্টাচারে আঘাত দিতে পারি না! যাও—[কাফুর খাঁর প্রস্থান] রাজাসাহেব! আপনি আমার হিতৈষী। কিন্তু সে সুযোগে আর আপনার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। [মালদেবের প্রস্থান] কবি সাহেব! এইবার আমার মানসী প্রতিমাকে পাব।

হাসানউল্লা। কেমন করে পাবেন সম্রাট?

আলাউদ্দিন। ভীমসিংহকে বন্দী করে রাখলে হয় ত' সে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে।

হাসানউল্লা। কিন্তু রাজপুতেরা অন্য ধাতের সম্রাট! ভীমসিংহ যা বললে, তা হয়ত' সত্যও হ'তে পারে।

পত্র হাতে কাফুরের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। কি সংবাদ কাফুর! ও কার পত্র?

কাফুর। রাণা লক্ষ্মণসিংহের!

আলাউদ্দিন। লক্ষ্মণসিংহের! পাঠ কর কাফুর—পাঠ কর।

কাফুর। (পত্র পাঠ করিয়া) রাণা লক্ষ্মণসিংহ লিখেছেন রাণী পদ্মিনী স্বেচ্ছায় সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়।

আলাউদ্দিন। এঁ্যা—দেখি—দেখি—পত্রখানা ভাল করে দেখি! পাঠ করতে ভুল করনি ত'?

কাফুর। এই যে সম্রাট! (পত্রখানা আলাউদ্দিনকে দিল)

আলাউদ্দিন। না—না, হৃদয়ের স্পন্দন আর চেপে রাখতে পাচ্ছি না! দেখত দেখত কবি।

হাসানউল্লা। (পত্র পাঠ করিয়া) সত্য সম্রাট! পদ্মিনী আপনাকে ধরা দেবার জন্য রওনা হয়েছেন সঙ্গে আছে সাতশত দাস-দাসী আর সাতশতখানি শিবিকা।

আলাউদ্দিন। সে আসছে! দিল্লীর ভাগ্যবিধাতার মানসী প্রতিমা আসছে, ঐ সামান্য সাত শত দাসীও সঙ্গে আনবে না? উৎসব কর কাফুর—উৎসব কর! যাও, আজ সমস্ত সৈন্য শিবিরে উৎসব করবার হুকুম দাও! মশালের আলোয় চারিদিক আলোকিত করে দাও, পুষ্পমাল্যে শিবির সজ্জিত করে দাও, নৃত্যগীতে পাঠান শিবির মুখরিত হয়ে উঠুক।

কাফুর। জো হুকুম জনাব!

আলাউদ্দিন। হাঁ, আর শোন! মহারাণা ভীমসিংহের পেট ভরে মিষ্টান্ন খাইয়ে দাও গে। [কাফুর খাঁর প্রস্থান] আসছে! আমার হৃদয়াকাশের শুভ্র জ্যোৎস্না পদ্মিনী আমার মন-বীণায় সুরের ঝঙ্কার তুলে আমার সম্মুখে আসছে?

হাসানউল্লা। আপনি তার সোহাগ ভরা হাত ধরে বলবেন।—

"অন্তর হতে আদরিণী তুমি

জগতের চেয়ে দামী,

প্রাণের অধিক প্রিয়তমা ওগো
　　মিথ্যা বলিনি আমি।
এতেও তোমার মর্য্যাদা সখী
　　হ'ল না প্রকাশ করা,
শোন শোন প্রিয়ে মৃত্যুর চেয়ে
　　তুমি মোর প্রিয়তরা ॥"

আলাউদ্দিন। ঠিক বলেছ' কবি! মৃত্যুর চেয়েও প্রিয় আমার পদ্মিনী। সাকী—সরাব! (নর্ত্তকী আসিয়া সুরা দিল) নাচ, গাও আর সমস্ত শিবির আনন্দমুখর হয়ে উঠুক।

(নর্ত্তকীগণকে আহ্বান করিল ও সকলে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল)

নর্ত্তকীগণ।　　গীত

পান করে এই রূপ মদিরা রঙীন করে নাও আঁখিয়ায়!
প্রেম দেউলের প্রদীপখানি জ্বলবে দ্বিগুণ রূপ শিখায় ॥
মুক্ত ঝরা হাসির রাশি,
কণ্ঠে বাজে মধুর বাঁশী।
বর্ষা সখী পড়বে ঝরে তার নয়নের অশ্রু ধারায় ॥

হাসানউল্লা। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা! জনাব! এরা দিন দিন বেশী ভাবুক হ'য়ে পড়ছে! দেখ, আমি একাই তোমাদের ব্যথার ব্যথী হবো।

আলাউদ্দিন। আচ্ছা, যাও তোমরা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মালদেবের প্রবেশ

মালদেব। পদ্মিনী এসেছে সম্রাট!

আলাউদ্দিন। এসেছে? (সোল্লাসে) নহবৎ বাজাতে আদেশ দাও রাজা! পথে পথে পুষ্প ছড়িয়ে দাও, সেই কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়ে আসবে আমার মানসী প্রতিমা।

মালদেব। তিনি সম্রাটের কাছে একটা আর্জ্জিও পেশ করেছেন।

হাসানউল্লা। একটা কেন দশটা আর্জ্জি পেশ করবে! আচ্ছা, বল রাজা, কি আর্জ্জি?

মালদেব। আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবার আগে তাঁর স্বামী ভীমসিংহের সঙ্গে শেষ দেখাটা করতে চান।

আলাউদ্দিন। দেখা করতে চান? তাই ত'? (ভাবিতে লাগিল)

মালদেব। আমি বলি সম্রাট! বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়াই ভাল।

আলাউদ্দিন। তুমি কি বল কবি?

হাসানউল্লা। স্বেচ্ছায় যে আসে সে ভালবেসেই আসে, সুতরাং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়াটা—

আলাউদ্দিন। ঠিক বলেছ কবি! সুন্দরী যখন আয়ত্বে এসেছে তখন আর সন্দেহের কি আছে? আমি তার আর্জ্জি মঞ্জুর করলুম রাজা! সে স্বচ্ছন্দে বন্দী ভীমসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে।

মালদেব। কাজটা কি ভাল হল জনাব?

হাসানউল্লা। রাজা সাহেব! আপনি বিশ্বাসঘাতক, প্রেমের মূল্য দিতে জানেন না! যান, এখন প্রভূর হুকুম তামিল করুন গে।

[অপমানিত হইয়া মালদেবের প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। কবি! আর এখানে নয়, চল নূতন করে উৎসবের আয়োজন করতে হবে।

(নেপথ্যে ভেরী নিনাদ হইল)

হাসানউল্লা। ঐ রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণা করলে!

আলাউদ্দিন। আঃ এমন উৎসবের রাতটা এত দ্রুত যাচ্ছে কেন? আচ্ছা কবি; ওটাকে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখা যায় না?

হাসানউল্লা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আপনার কথা শুনে কবি ওমর খৈয়ামের একটা কবিতা মনে পড়ে গেল সম্রাট!

আলাউদ্দিন। কি রকম?

হাসানউল্লা। "পড়তে নূতন প্রেমের পুঁথি
ব্যস্ত যবে ছিলাম ঘরে।
উৎসাহী এক যুবক যেন
বললে হেঁকে তারস্বরে ॥"
যার আছে গো প্রেমের রাণী
চাঁদের মত অনুপম,
সে চাহে তার নিমেষগুলি
উঠুক বেড়ে বর্ষসম ॥"

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাসানউল্লা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উভয়ের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

বন্দী শিবির শ্রেণীর সম্মুখস্থ পথ

[ঢোলক বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে আসগর আলির প্রবেশ এবং টলিতে টলিতে বখরউদ্দিন আসিয়া নাচিতে লাগিল, তাহার হাতে একটা হাঁড়ি ছিল, সেইটি চামচের সাহায্যে বাজাইতে লাগিল]

আসগর। গীত

আরে মৌজসে পিও সাব
মেওয়া কি সরাব মিঞা মেওয়া কি সরাব।
খাও ভাই হাওা ভর
দুম্বা কি কাবাব মিঞা দুম্বা কি কাবাব॥

বখরউদ্দিন। গীত

ওয় হোয়—ওয় হোয়—ওয় হোয়।

আসগর। গীত

দেখো বাত্তিকি বাহার—
সুরোঁ চলতে মধুভর।
দুনিয়া ভর গ্যয়া ফুলোঁকি খুসবু
দেখো জওয়ানী কি আসবাব॥

এই নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হইয়া বন্দী ভীমসিংহ আসিল

ভীমসিংহ। রক্ষি—রক্ষি!

আসগর। এই, তুম ফিন নিকাল আয়া?

ভীমসিংহ। আচ্ছা বলতে পার রক্ষী, শিবিরে এত আনন্দ উৎসব কেন?

আসগর। (মত্তাবস্থায়) আর ফিন তুম ফালতু বাত পুছতে হুঁ?

ভীমসিংহ। বল না ভাই!

বখরউদ্দিন। (জড়িত স্বরে) আপনি কি রকম লোক মশাই? বিবি আসছে সাদি করতে, আর আপনি খবর রাখেন না?

ভীমসিংহ। কি—কি বললে? আমার বিবির সাদি?

বখরউদ্দিন। হাঁ মশাই হাঁ! আপনার বিবি বদরসিক খসমকে আর পছন্দ করে না, তাই আপনাকে তালাক দিয়ে আমাদের রসিক পুরুষ বাদশাকে সাদি করবেন।

ভীমসিংহ। (চমকিয়া উঠিল) এঁ্যা—এ কথা সত্য? তুমি নিজে শুনেছ?

বখরউদ্দিন। এর আর শোনাশুনির কি আছে? তিনি নিজেই খৎ ভেজে সম্রাটকে খবর পাঠিয়েছেন। তাই ত' শিবিরে আমোদ ফুর্ত্তি চলছে।

ভীমসিংহ। ওঃ ভগবান—ভগবান! না—না, আর তোমায় ডাকব না, কিন্তু এও কি সম্ভব! যে পদ্মিনীর মান রক্ষায় হাজার হাজার রাজপুত জীবন দিলে, যার জন্য পাঠান শিবিরে পশুর মত বন্দীত্ব জীবন যাপন করছি, সেই পদ্মিনী আসছে আলাউদ্দিনকে আত্মসমর্পণ করতে?

বখরদ্দিন। এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? মেয়েছেলের মনের খবর খোদাও বলতে পারে না! সেদিন বাদশাকে দেখে হয়ত' প্রেমে পড়ে গেছে, বাধা যা ছিল, এখানে আসায় তা দূর হ'য়েছে, তাই বাদাশাকেই দোসরা খসম বানাতে আসছে।

ভীমসিংহ। ঠিক বলেছ ভাই! মেয়েছেলের মনের সন্ধান স্বয়ং বিধাতাও জানে না। কিন্তু এযে আমি কল্পনাও করতে পারি নি! যে পদ্মিনী আমায় ভালবাসত', দেবতার মত পূজা করত,' আজ সে, ওঃ—আর ভাবতে পারি নি। পাগল হ'য়ে যাব, ভাবতে ভাবতে পাগল হ'য়ে যাব।

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।

আসগর। আরে দোস্ত! উ হিন্দু বাউরা হো গ্যয়া?

বখরউদ্দিন। হুয়া নেহি, মগর হো যায়ে গা।

আসগর। আরে, উয়ো এক জওয়ানী ইধার আ রহে।

বখরউদ্দিন। হাঁ—হাঁ—বহুৎ খাপসুরাত জওয়ানী।

হীরার প্রবেশ

হীরা। (কটাক্ষ করিয়া) মিঞা সাহেব!

আসগর। হাঁ—হাঁ, বোল বিবি!

বখরউদ্দিন। কাকে বলছ বিবি? আমাকে না আসগরকে?

হীরা। দুজনকেই!

(আনন্দে গদগদ হইয়া দুইজনে দুই পার্শ্বে আসিল)

আসগর। ওহো বিবি ম্যয় কেয়া কহুঁ?

বখরউদ্দিন। ওহো বিবি তোমার জন্যে আমি জান কবুল করতে রাজী।

হীরা। জান দিতে হবে না মিঞা, আমি চাই রসিক পুরুষ।

আসগর। ম্যয় ভি দিউঙ্গা!

হীরা। ও-হো কি বলব মিঞা। আমার এই যে জওয়ানীর কদর কেউ বুঝলে না?

বখরউদ্দিন। আমরা বুঝব বিবি—আমরা বুঝব।

আসগর। তোমারা নাম কি বিবি?

হীরা। আমার নাম? (কটাক্ষ করিয়া) আমার নাম ফুল।

আসগর। ফুল? এঁ্যা—ফুল? ওহো কেয়া পেয়ারেঁ। নাম।

বখরউদ্দিন। হোগা নেহি কেওঁ? হিন্দু লোকনকো জেনানাবি খাপসুরাত, নাম কি বাহার বি ওউসা হোতাহুঁ।

আসগর। বোল বিবি, তুম কেয়া মাঙ্গরহো?

হীরা। আমি খসম চাই।

আসগর। (সোল্লাসে) এঁ্যা—খসম ?

হীরা। হ্যাঁ সাহেব! আমার বাড়ীতে যে খসম আছে সেটা কাঠ-গোঁয়ার, তাই মহারাণী পদ্মিনীদেবীর সঙ্গে এসেছি খসম খুঁজতে।

আসগর। ম্যয় তুমারা খসম ব্যন্ যায়েগা।

বখরউদ্দিন। ক্যায়সা টেঢ়া বাত বাতাতা হুঁ ভাইসাব? ম্যায় বি ত' হিঁয়া খাড়া হুঁ।

আসগর। আরে যাও ভাই! আপনা রাস্তা পাকড়ো! ম্যায় চৌকিদারী করতে হুঁ জওয়ানী ডেরা কি সামনে আগ্যয়া, ম্যয় উনকো খসম জরুর ব্যান্ যায়েগা!

বখরউদ্দিন। আউর হাম?

আসগর। যব তুমারা ডেরা পর যায়েগা, তব্ তুম উনকো খসম ব্যন যাও।

বখরউদ্দিন। এ কেয়া ইনসাফ কি বাত? ম্যয় হিঁপর খাড়া রহুঁ, আউর তুম বিবিকো সাথ পেয়ার করেঙ্গা?

আসগর। জরুর! ম্যয় জওয়ান সিপাহী হুঁ, আউর তুম বুগলা বাবুর্চি হুঁ; তুম ক্যয়সে জওয়ানী বিবিকো সাথ পেয়ার করেঙ্গে? যাও ভাই, আপনা ডেরা পর যাকর, কৈ বুগলা জেনানা ঢুঁড় লেও।

বখরউদ্দিন। কেয়া! ম্যয় বুগলা জেনানা সে পেয়ার করুঁ, আউর তুম জওয়ানী জেননো সে পেয়ার করেঙ্গে? কভি নেহি শেখগে। ম্যয় জরুর লে যাউঙ্গা জওয়ানী কো! চলো পেয়ারী!

(একটি হাত ধরিল, আসগর অপর হাত ধরিয়া)

আসগর। খবরদার! পেয়ারী কো হাঁত ছোড় বাঁদি কা বাচ্চা!

বখরউদ্দিন। কেয়া—বাঁদি কা বাচ্চা! শালে জানতে হো ম্যয় কৌন হুঁ? খাস বাদশাকি। বাবুর্চি হুঁ, আজ জানসে মার ডালেঙ্গে?

আসগর। ভাগ বে ভাগ! তুমারা মাফিক বহুৎ বাবুর্চি ম্যয় দেখ চুকা।

হীরা। মরেছে আঁটকুড়ির ব্যাটারা।

আসগর। কেয়া বেটা! ম্যয় জরুর তুমারা বেটা বনুঙ্গা, আজ বিবি।

বখরউদ্দিন। কভি নেহি! আও বিবি মেরা সাথ!

আসগর। এই খবরদার—

বখরউদ্দিন। তুম খবরদার!

দাড়ির কদম তোমার মিঞা।
তুমিই আমার প্রাণের টিয়া।

(এই গীত শুনিয়া বখরউদ্দিন অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে মুখ ফিরাইল, হীরা এই দেখিয়া বখরউদ্দিনের দাড়ি ধরিয়া গাহিল)

তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে করব মিঞা অভিমান॥

তাই—ত', কোন্ শিবিরে মহারাণাকে রেখেছে সেটা ত' সন্ধান করতে হবে। ঐ রাণীমাকে নিয়ে মালদেব আসছে, সরে যাব? না, দাঁড়িয়ে থাকব।

মালদেব সহ পদ্মিনীর প্রবেশ

মালদেব। আপনি এগিয়ে যান, ঐ পঞ্চম শিবিরে মহারাণা আছে। চিন্তা নেই, তিনি রাজকীয় সম্মানে আছেন। আপনি এগিয়ে যান, আমি দূরে অপেক্ষা করছি।

পদ্মিনী। আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা আসুন আমি মহারাণার শিবির খুঁজে নিচ্ছি।

মালদেব। আচ্ছা! (প্রস্থানোদ্যত ও রমাবাঈকে দেখিয়া) একি—

পদ্মিনী। আমার খাস দাসী! ও আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

মালদেব। কিন্তু, ওকে ত'—

পদ্মিনী। ও শিবিরের বাইরেই থাকবে।

মালদেব। ও—আচ্ছা, যান তাহলে।

(মালদেব চলিয়া গেলে রমাবাঈ একদৃষ্টে তাহার গমন পথে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল—)

রমাবাঈ। যাক, দেশদ্রোহী চলে গেল! এদিকে কাজ এগিয়ে রেখেছে মা!

পদ্মিনী। কে?

রমাবাঈ। আপনার দাসী হীরা। সে রক্ষী দুটাকে নিয়ে গেছে।

পদ্মিনী। জানি না, মা চতুর্ভুজার মনে কি আছে। আমার বুক কাঁপছে রমা, প্রতিক্ষণেই মনে হচ্ছে বুঝি বিপদ জালে জড়িয়ে পড়ব।

রমাবাঈ। বুক বাঁধুন, আপনি সাহস হারালে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। যেমন করেই হোক মহারাণাকে উদ্ধার করতেই হবে! ঐ পাহাড়ী ভাইরা মশালের আলোয় ইসারা জানালে। ওরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে পড়েছে। এইবার মহারাণার শিবিরের দিকে এগিয়ে চলুন মা, ঐ পঞ্চম শিবির দেখা যাচ্ছে।

পদ্মিনী। মা সতীকুল রাণী—মুখ রাখিস মা! আজ দায়ে পড়ে পাঠানকে ছলনা করতে এসেছি, সতীর সতীত্ব রক্ষা করিস মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

আলাউদ্দিনের বন্দী শিবির

ভীমসিংহ পদচারণা করিতেছিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করিল

ভীমসিংহ। রাত্রির তৃতীয় প্রহর, সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন, আর আমি যেন জাগরণ ব্রত নিয়ে পদচারণা করে যাচ্ছি। (পদচারণা করিয়া) ওঃ—কি বিচিত্র এই সংসার। স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, কত না আপনার। দুদিন চোখের আড়ালে যাও, সবাই নিজের পথ বেছে নেবে। সেই পদ্মিনী, যে এক মুহূর্ত্ত আমার অদর্শন জ্বালা সহ্য করতে পারত' না, সেও আজ আলাউদ্দিনকে আত্মদান করতে আসছে। ওঃ—আর ভাবতে পারি নি—আর ভাবতে পারি নি। দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে বুকে চাপিয়েছে খুনের নেশা; ওঃ—একবার যদি সেই পাপিনীকে পেতুম—

পদ্মিনী ও রমাবাঈএর প্রবেশ

পদ্মিনী। প্রভু!

ভীমসিংহ। এই যে ছলনাময়ী নারি!

পদ্মিনী। আমি ছলনাময়ী সত্য, কিন্তু কার জন্যে তা যদি জানতেন!

ভীমসিংহ। জানতে চাই না পাপিনী! রাণা বংশে কলঙ্ক লেপন করে, তুই এসেছিস পাঠানকে আত্মদান করতে?

(এই কথা শ্রবণে পদ্মিনী হতভম্ব হইয়া গেল)

রমাবাঈ। কি বলছেন রাণা?

ভীমসিংহ। স্তব্ধ হ' পাপলীলা সঙ্গিনী! তুইও এসেছিস পাপিনীর সাহচর্য্যে?

পদ্মিনী। প্রভু, দেবতা, আমি ছলনা করেছি সত্য। কিন্তু আপনার সঙ্গে নয়, ছলনা করেছি পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনের সঙ্গে।

ভীমসিংহ। এঁ্যা—

পদ্মিনী। সত্য রাণা। আমি ছলনায় আলাউদ্দিনকে আত্ম-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণ সাতশত শিবিকায় সাতশত দাসী আর দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়ী বীরদের শিবিকাবাহক সাজিয়ে এনেছি আপনাকে উদ্ধার করতে।

ভীমসিংহ। কি বলছ পদ্মিনী—কি বলছ?

রমাবাঈ। সত্য মহারাণা! তারা অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। পদ্মিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে আলাউদ্দিন পাঠান শিবিরে উৎসব করবার আদেশ দিয়েছে। সকলেই সুরা পানে মত্ত, সৈন্যরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, মাত্র রাজা মালদেব সজাগ প্রহরী আছে। এই সুবর্ণ সুযোগ। চলুন রাণা, আমাদের সঙ্গে পালিয়ে চলুন।

ভীমসিংহ। পালিয়ে যাব? চোরের মত পালিয়ে যাব? যে ভীমসিংহের পরাক্রমের কাছে সারা হিন্দুস্থানের যোদ্ধারা মাথা নত করেছে, সেই ভীমসিংহ পালিয়ে যাবে রমা?

পদ্মিনী। এ ছাড়া আর যে অন্য উপায় নেই প্রভু! এতে আপনার বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক হবে না, অথচ কার্য্যোদ্ধার হবে। যে পাঠান নিরস্ত্র আপনাকে বন্দী করেছে, তার সঙ্গে ছলনায় দোষ কি?

ভীমসিংহ। তবু ত' জগৎ বলবে নারীর সাহায্যে ভীমসিংহ মুক্তিলাভ করেছে! না—না পদ্মিনী, এ কলঙ্ক আমি সইতে পারব না।

রমাবাঈ। অবুঝ হবেন না, রাণা! আপনি বন্দী হ'য়ে থাকলে, চিতোরের স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

ছুটিয়া হীরার প্রবেশ

হীরা। মা—মা, রাজা মালদেব সৈন্য নিয়ে আসছে।

পদ্মিনী। পায়ে পড়ি প্রভু আপনি পালিয়ে চলুন! কখনো কোন ভিক্ষা চাইনি, আজ নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইছি। দিন প্রভু, আমার সিঁথির সিন্দুরটুকু ভিক্ষা দিন।

ভীমসিংহ। ওঠ পদ্মিনী ! তাই হবে, তোমার প্রার্থনাই পূর্ণ করলুম। চল পদ্মিনী, আমি তোমাদের সঙ্গে পালিয়েই যাব।

রমাবাঈ। চলুন রাণা!

ভীমসিংহ। হাঁ—হাঁ! আমাকে যেতে হবে। আমার চিতোরকে রক্ষা করতে, আমার আদর্শ পত্নী পদ্মিনীর সতীত্ব রক্ষা করতে, রাজপুতানার বুক থেকে পাঠান জাতিকে বিতাড়িত করতে, আমায় যেতে হবে। সাবধান পাঠান সম্রাট, এইবার তোমায় অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে।

(ভীমসিংহ ও পদ্মিনী অগ্রসর হইল)

পদ্মিনী। আয় রমা—আয় হীরা!

রমাবাঈ। আপনারা এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ী ভাইদের সঙ্গে মিলিত হোন! আমি আর হীরা, রাজা মালদেবকে দেখে যাব!

ভীমসিংহ। সেকি!

রমাবাঈ। কোন চিন্তা নেই রাণা। আমরা রাজপুতের মেয়ে, মালদেবের মত হু'দশটা বিশ্বাসঘাতকের মাথা না নিয়ে মরব না, যান মা—এগিয়ে যান। [ভীমসিংহ ও পদ্মিনী চলিয়া গেল] হীরা ! দেখত দেখত একটা মাতাল টলতে টলতে আসছে না ?

হীরা। হাঁ, ওই মহারাণার বন্দী ছিল।

টলিতে টলিতে আসগর আলির প্রবেশ

আসগর। এও পিয়ারী! তুম কিস লিয়ে ভাগকে আয়া? (ধরিতে গেলে হীরা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল) কেঁও, মুজকো বিগ দিয়া কেঁও? আও জানি মুজসে পেয়ার করো!

হীরা। রাজপুতের মেয়েরা পেয়ার করে মিঞা এই অস্ত্র দিয়ে।

(সহসা তরবারি বাহির করিয়া বুকে বিদ্ধ করিয়া দিল)

আসগর। ওঃ—কৌন হায় মুজকো বাঁচাও—

রমা ও হীরা পলাইতে গেলে অস্ত্রহাতে মালদেব আসিল

মালদেব। কোথায় পালাবি শয়তানি? পাঠান শিবির হ'তে পালান অত সোজা নয়।

রমাবাঈ। সোজা নয় তা জেনেই রক্ষীকে আহত করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক! শুধু তোর রক্ত নেওয়ার জন্যই এখনো দাঁড়িয়ে আছি।

মালদেব। (শিবির মধ্যে নেপথ্যে দেখিয়া) একি! ভীমসিংহ আর রাণী পদ্মিনী কোথায় গেল?

রমাবাঈ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মালদেব। পালিয়েছে—পালিয়েছে, এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হ'ল। না—না, কোথায় পালাবে?

[প্রস্থানোদ্যত হইলে রমা তরবারি দ্বারা বাধা দিল)

রমাবাঈ। কোথায় যাবি বিশ্বাসঘাতক? আজ তোর রক্ত নিয়ে চতুর্ভুজার রক্ত পিপাসা মেটাব।

মালদেব। তাই ত'! কেউ নেই—কেউ নেই—সম্রাটকে সংবাদ দেবার কেউ নেই? (চীৎকার করিয়া) কে আছ—

হীরা। সাবধান। চীৎকার করলে অস্ত্র বিদ্ধ করে দেব।

মালদেব। আরে পাপিনী রমনীদ্বয়—

(মালদেবসহ রমাবাঈ ও হীরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, আসগর আলি চীৎকার করিয়া বলিল—)

আসগর। এও পাঠান লোক! কয়দী ভাগ গ্যয়া, দুষমন আয়া—

[রমাবাঈ ও হীরা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

আসগর। (তরবারিতে ভর দিয়া উঠিল) ওঃ—বহুৎ জবর চোট লাগ গয়া। আরে ভাই পাঠান লোক, আপনা আপনা হুদ্দা বাঁচাও—আপনা আপনা হুদ্দা বাঁচাও!

রমাবাঈকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে শঙ্করলাল ভল্ল উত্তোলন করিয়া আসিল

শঙ্করলাল। হুসিয়ার শয়তান! মায়ির গায়ে তলোয়ার ছুঁইয়েছিস ত' হামি তুহার মুণ্ডুটা গাঁথিয়ে লিবে।

মালদেব। (অস্ত্র নামাইয়া) ওঃ—ছলনা, চারিদিকে ছলনার জাল বিস্তার করেছে রাণী পদ্মিনী।

শঙ্করলাল। শয়তানি করিয়ে তুহারা দেওতা রাণাকে বাঁধিয়ে আনল। বেইমান রাজা! আজ তুহার খুন লিয়ে দেবী মায়ির পাঁ রাঙিয়ে দিবে; হাতিয়ার ধর বিশওয়াসঘাতক।

[শঙ্করলাল ও মালদেবের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রমাবাঈ। তাই ত'! এ সময়ে বাদল গেল কোথায়?

অস্ত্র লইয়া শিবিকা বাহক বেশী বাদলের প্রবেশ

বাদল। রমা—রমা! রাণা মহারাণীকে নিয়ে রওয়ানা হ'য়েছেন, আর বিলম্ব করো না!

রমাবাঈ। আমি যাব, আর দাসীরা?

বাদল। তারা সকলেই আত্মরক্ষা করছে। চল রমা, তোমায় নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রমাবাঈ। নিষ্প্রয়োজন। ভুলে যেওনা বাদল, আমি রাজপুতের মেয়ে। বিপদের কোলে আমরা মানুষ, সমরভূমিই আমাদের নিরাপদ আশ্রয়।

[প্রস্থান।

বাদল। রমা—রমা! একটা প্রচণ্ড অনল শিখার মত চলে গেল। ওকি, শঙ্কর সর্দ্দরকে যে সহস্র সৈন্য আক্রমণ করেছে! তাই ত' কি করি? ঐ সর্দ্দারের অস্ত্র হস্তচ্যুত হ'ল। ওঃ--কি নিষ্ঠুর ঐ মালদেব! আহত বন্দীর উপর অস্ত্রাঘাত করছে। সর্দ্দার—সর্দ্দার, ভয় নেই আমি যাচ্ছি।

বাদলের দ্রুত প্রস্থান ও মালদেব শঙ্করলালকে
অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে আনিতেছিল

শঙ্করলাল। ওঃ—তুই হামাকে মারিয়ে ফেল রে বেইমান, হামাকে মারিয়ে ফেল।

মালদেব। এই যে শেষ করছি! (অস্ত্র বক্ষে বিদ্ধ করিল)

শঙ্করলাল। ওঃ—চতু—র্ভুজা মা—য়ী—

মালদেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শঙ্করলালকে পদাঘাত করিতে লাগিল, এমন সময়
অস্ত্র লইয়া বাদল প্রবেশ করিল

বাদল। জাতিদ্রোহী বেইমান! ওইভাবে পদাঘাত আমি তোর মাথায় দোব; অস্ত্র ধর নরাধম।

[মালদেব সহ যুদ্ধ চলিল, মালদেব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, বাদল পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

শঙ্করলাল। বে—ই মানের মাথা—টা কাটি—য়ে লি—য়ে আ—ন জো—য়া—ন!

বাদলের পুনঃ প্রবেশ

বাদল। আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলুম না সর্দ্দার! শয়তান তীর বেগে পলায়ন করলে।

শঙ্করলাল। বা—দ—ল ভে—ই—য়া।

বাদল। সর্দ্দার!

শঙ্করলাল। হা—মা—কে হা—মা—র মহ—ল্লায় লি—য়ে চ—ল জো—য়া—ন—

বাদল। চল সর্দ্দার! আমি এখনি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একা তুমি অত সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কেন গেলে সর্দ্দার?

শঙ্করলাল। আ—কে—লা না গে—লে যে সা—তা—ই—শ—টা হিন্দু মে—ই—য়া মু—স—ল—মা—নে—র ঘরে ধ—রা প—ড়ে ভে—ই—য়া—

বাদল। সর্দ্দার—সর্দ্দার! তোমার এ জাতি প্রীতি চিরদিন রাজপুতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে।

শঙ্করলাল। তু—ল ভে—ই—য়া, তু ম—হা—রা—ণা—কে ব—লিস চা—ষী শ—ঙ্কর সর্দ্দা—র তা—র দো—য়া ভো—লে না, তা—ই তা—র লা—গিয়ে জা—ন দি—য়ে—ছে।

বাদল। বলব সর্দ্দার, তোমার এ আত্মত্যাগের কাহিনী আমি রাজপুতনার ঘরে ঘরে প্রচার করে বেড়াব।

শঙ্করলাল। আর চাষী ভাই—দের সা—থে দো—স্তি রা—খিস, তা—হইলে তো—দে—র কো—ন ডর থাক—বে না। ওঃ—মে—বার মা—য়ী, আ—শীর—বাদ ক—র যে—ন জন্ম জন্ম তো—র কোলে হামি জ—নম লি—য়ে তো—র সে—ও—যায় জান দি—তে পা—রি।

[বাদলের স্কন্ধে ভর দিয়া চলিয়া গেল, নেপথ্যে ভেরী নিনাদ হইল, পুনঃ পুনঃ বন্দুকের শব্দ শোনা গেল]

আলাউদ্দিন, কাফুর ও মালদেবের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। ছিনিয়ে নিয়ে গেল—সিংহের গহ্বর থেকে তার শীকার নিয়ে গেল ?

মালদেব। আমি পূর্ব্বেই বলেছিলুম সম্রাট, ভীমসিংহের সঙ্গে পদ্মিনীর দেখা করবার অনুমতি দেবেন না !

আলাউদ্দিন। আপনারা সকলেই অপদার্থ। যদি কাফুর খাঁর উপর ভার দিতুম—

কাফুর। সে কি সম্রাট! সহকারী সেনাপতি কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজাসাহেব! সামান্য জেনেনার কাছে ঠকে গেল ?

মালদেব। শুধু আমিই ঠকিনি বুদ্ধিমান সম্রাটও ঠকেছেন।

আলাউদ্দিন। চুপ রহো! কাফুর খাঁ, সমস্ত ফৌজ নিয়ে আক্রমণ কর! এবার আর যুদ্ধ নীতি নেই ; কর আক্রমণ—চালাও লুণ্ঠন, শিশু বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে হত্যা কর, মৃতদেহের পাহাড় রচনা করে দাও, রক্তের নদী বইয়ে দাও, চালাও কামান—চালাও কামান—কামানের গোলায় উড়িয়ে দাও রাজপুতানা।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেবার তোরণ সম্মুখভাগ

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন হইল, ছুটিয়া
লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণসিংহ। ঐ—ঐ পাঠানের সদম্ভ হুঙ্কার ধ্বনি। পাহাড়ী সর্দ্দার খুল্লতাতের উদ্ধারে প্রাণ দিলে, পাহাড়ী চাষীর দল হতাশা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল, মুহূর্ত্তে পাঠান সৈন্য পার্ব্বত্য প্রজাদের বিধ্বস্ত করে নগরে প্রবেশ করলে। এইবার—এইবার বিধর্ম্মীর দল প্রাসাদে প্রবেশ করে প্রাসাদের পবিত্রতা নষ্ট করবে, রমণীগণের সতীত্ব লুণ্ঠন করবে, আমাদের জীবন যাবে। (নেপথ্যে আল্লা হো ধ্বনি হইল) ঐ—ঐ বিধর্ম্মীর সদম্ভ হুঙ্কার। মা—মা চতুর্ভুজা! সত্যই কি বাপ্পার বংশ নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে? বল মা বল, কার পাপে এই সর্ব্বনাশ?

দেবী। (নেপথ্যে) তোমাদের—

লক্ষ্মণসিংহ। আমাদের! মা—মা, যবনিকার অন্তরাল থেকে আর লুকোচুরী খেলিস নি। বল মা বল, আমার বুকের রক্ত দিয়ে তোর পূজা করলেও কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না?

দেবী। (নেপথ্যে) ক্ষুধা—বড় ক্ষধা, আমার এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তৃপ্তি দে, তবেই হবে পাপের ক্ষালন।

লক্ষ্মণসিংহ। বল মা বল, কোন পূজা উপচারে তোর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার উপসম হবে?

দেবীর প্রবেশ

দেবী। মায়ের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার শান্তি কর লক্ষ্মণসিংহ, তোমার দ্বাদশটি সন্তান বলি দিয়ে।

লক্ষ্মণসিংহ। এঁ্যা—বলি !

(পড়িয়া যাইতেছিল, তরবারির সাহায্যে দাঁড়াইল)

দেবী। লক্ষ্মণসিংহ ! মা আজ ক্ষুধাতুরা, তাঁর এ ক্ষুধার নিবৃত্তি কর ! নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে তোমাদের সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য।

লক্ষ্মণসিংহ। মা—মা, আমার দ্বাদশটি পুত্র ত' আমারই দেহ হতে উদ্ভূত, আমার আত্মদানেও কি তারা নিষ্কৃতি পাবে না ?

দেবী। না। লক্ষণসিংহ, দ্বাদশটি সুকুমার বলি মায়ের প্রয়োজন। তুমি মেবারের রাণা, নিজের সন্তান ভিন্ন তুমি কোন্ প্রজার বক্ষরক্ত ছিন্ন করতে যাবে বৎস ?

লক্ষ্মণসিংহ। ঠিক বলেছিস মা ! আমি মেবারের রাণা। দারুণ দায়ীত্ব আমার মাথার উপর চাপান। দিতে হবে, আমার বক্ষরক্ত আমাকেই বুক চিরে বার করে দিতে হবে। তাই দেব মা—তাই দেব। একটি একটি করে আমার দ্বাদশটি সন্তানকে টেনে এনে, মায়ের সম্মুখে বলি দিয়ে রাক্ষসীর জঠরানল নির্ব্বাপিত করব।

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।

দেবী। লক্ষ্মণসিংহ ! যতই চেষ্টা করনা কেন, গ্রহদেব তোমার বিরুদ্ধে, এ মহাপরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হতে পারবে না ! চিতোর ধ্বংস হবে।

[প্রস্থান।

তরবারি হস্তে অর্দ্ধোন্মাদ ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীমসিংহ। কে—কে আকাশ ফাটা চীৎকার ধ্বনিতে বিশ্ববাসীর বুক কাঁপিয়ে বলে গেল চিতোর ধ্বংস হবে ? কে বললে চিতোর ধ্বংস

হবে ? কে বলে—কে বলে ? না—না, আমি দেব না ! বাপ্পার বড় সাধের চিতোর আমি ধ্বংস হতে দেব না ! একাই আমি পাঠান ধ্বংস করে চিতোরকে নিরাপদ করব। (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন হইল) ঐ—ঐ কামান ধ্বনি আমি স্তব্ধ করে দিয়ে আসব। (নেপথ্যে আল্লা হো রব উঠিল) ঐ পাঠান সৈন্যের সদম্ভ চীৎকার ধ্বনি ! আমি ওদের গলা টিপে বন্ধ করে দিয়ে আসব। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

লক্ষ্মণসিংহ বালক অজয়সিংহকে টানিয়া আনিতেছিল,
পদ্মিনী বাধা দিতে দিতে পশ্চাতে আসিতেছিল

লক্ষ্মণসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—আজ আমি বলিদানের ঘাতক। কোন অনুরোধ আজ আর টিকবে না মহারাণী, মায়ের জঠরানল নির্ব্বাপিত করতে এগারটি পুত্রকে যমের মুখে দিয়েছি, অবশিষ্ট পুত্রকেও পূর্ণাহুতি দেব।

পদ্মিনী। কথা শোন লক্ষ্মণ ! এভাবে নির্ব্বংশ হ'য়ে মায়ের জঠরানল নির্ব্বাপিত করবার চেষ্টা কর না। ও মায়ের প্রত্যাদেশ নয়, নিশ্চয় শত্রুর চক্রান্তে তুমি প্রতারিত হয়েছ।

লক্ষ্মণসিংহ। না—না, শত্রুর চক্রান্ত নয় দেবী। সাকারা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে মা জানিয়ে গেল মেবারের রাণার দ্বাদশটি পুত্র বলি পেলেই সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন মা, শেষ বলি দিয়ে মায়ের জঠরানল নির্ব্বাপিত করে আসি।

ভীমসিংহ। তা তুমি পারবে না লক্ষ্মণসিংহ ! আমি নির্ব্বংশ হ'য়ে মায়ের করুণা লাভ করতে চাই না। যে মা সন্তানদের নির্ব্বংশ করতে চায়, সে করুণাময়ী মা নয়, রাক্ষসী মা—পিশাচী মা—দানবী মা। সেই দানবীর তৃপ্তার্থে তুমি একাদশটি পুত্রকে বলি দিয়ে আজ স্বর্গগত বাপ্পার অভিশাপ গ্রহণ করেছ লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণসিংহ। লক্ষ্মণসিংহের জীবনটাই অভিশপ্ত খুল্লতাত! নইলে চতুর্ভুজা দেবী দ্বাদশটি পুত্রের বলি চায়? না—না, আমাকে আর বাধা দেবেন না! যখন, এগারটি সন্তানকে তুলে দিয়েছি মায়ের বদন বিবরে, তখন আর একটা শিশুর মায়ায় মেবারের সর্ব্বনাশকে টেনে আনব না। আয় অজয়—

পদ্মিনী। না—না, তুমি কিছুতেই ওকে নিয়ে যেতে পারবে না লক্ষ্মণ! আয় ত—আয় ত অজয় আমার বুকে! (ক্রোড়ে লইয়া) আজ পদ্মিনী সমস্ত শক্তি দিয়ে তোকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখবে, সেখান থেকে লক্ষ্মণসিংহ ত' তুচ্ছ, স্বয়ং চতুর্ভুজাও তোকে নিয়ে যেতে পারবে না।

ভীমসিংহ। তাই রাখ পদ্মিনী—তাই রাখ! দেবী মা ওই শিশুর রক্ত পান করতে চায়! তুমি মানবী মা আজ স্নেহবেষ্টনী দিয়ে ওকে রক্ষা কর।

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন হইল ও পুনঃ পুনঃ আল্লা হো আল্লা হো রব উঠিল, ছুটীয়া বাদল প্রবেশ করিল

বাদল। মহারাণা—মহারাণা! পাঠান সৈন্য তোরণদ্বার ভেঙ্গে ফেললে।

(পুনরায় কামান গর্জ্জন হইল)

ভীমসিংহ। ঐ—ঐ এসেছে মৃত্যুর আহ্বান! লক্ষ্মণসিংহ—লক্ষ্মণসিংহ বজ্র নির্ঘোষে ওদের প্রত্যুত্তর দাও।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে আল্লা হো রব উঠিল)

লক্ষ্মণসিংহ। সাবধান ওরে বিধর্ম্মী পাঠান! এখনো ভীমসিংহ আর লক্ষ্মণসিংহ জীবিত। এখনো শত শত রাজপুত আছে তোদের ঐ

সদম্ভ হুঙ্কার স্তব্ধ করে দিতে; এইবার তারা প্রমত্ত মাতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তোদের বুকের ওপর।

[প্রস্থান।

পদ্মিনী। বাদল—বাদল, তুমি মহারাণার পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় ছুটে যাও, আমিও সমস্ত বাহিনী নিয়ে প্রাসাদ রক্ষায় ছুটে চললুম।

[অজয়সিংহকে লইয়া প্রস্থান।

(নেপথ্যে আল্লা হো রব ও যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল)

বাদল। ঐ—ঐ চলেছে মরণের লীলা! ওরে অখ্যাত সিংহলী বাদল—ঐ শোন গৌরবের রণমৃত্যু তোকে ডাকছে। (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন হইল) ওঃ—(বাদল আহত হইল) মা—মা, মেবার জননী—

সসৈন্যে মালদেবের প্রবেশ

মালদেব। হত্যা কর—হত্যা কর! নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে প্রাসাদে প্রবেশ কর।

বাদল। অত স—হ—জ ন—য় দেশ—দ্রোহী! বা—দ—লের এ—ক বি—ন্দু র—ক্ত থা—ক—তে তা—র প্র—ভু—র প্রা—সা—দে প্রবে—শ ক—র—তে পার—বে না।

মালদেব। তবে সুরু আক্রমণ।

[উভয়ে আক্রমণ করিল ও যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেবার শ্মশানভূমি

[সম্মুখে চিতা সজ্জিত হইতেছিল, করুণ সুর বাজিতেছিল, একে একে মেবার রমণীগণ চিতারোহণ করিতে যাইতেছিল। চারণ করুণ সুরে গান গাহিতেছিল]

চারণ। **গীত**

জ্বল্ জ্বল চিতা জ্বল ধূ ধূ করি জীবন জুড়াক রাজপুত বালা।
আগুনের শিখা আকাশে উঠিয়া জুড়াক তাদের মর্ম্মের জ্বালা॥
দানিল পাঠান বজ্রের ঘা,
বক্ষদীর্ণ করিল শতধা,
তাই ত' চলেছে সতীরাণী দলে পরিতে বিশ্বের বিজয় মালা॥

রমণীগণ ও চারণ চলিয়া গেল, বাদল রমাবাঈয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া আসিল

বাদল। রমা—রমা, আর কিসের মায়ায় এই মৃত্যুপথ যাত্রির অচল দেহটা টেনে নিয়ে এলে ?

রমাবাঈ। আমার মনের আশা ত' পূর্ণ হয়নি প্রিয়! আজ যে তোমার আমার মিলন দিন। বাসব সজ্জা পেতে আজই ত' আমি হব তোমার অঙ্কশায়িনী।

বাদল। রমা—রমা, এ তুমি কি বলছ ?

রমাবাঈ। ঠিকই বলছি প্রিয়তম! আজ এই শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে আমি তোমার গলায় দিলুম বরমাল্য! (মাল্যদান)

বাদল। রমা—রমা এ—কি ক—র—লে তু—মি?

রমাবাঈ। অন্যায় কিছু করিনি স্বামী! দাও ওগো আমার ইহ-পরকালের সাধনার ধন, দাও আমার ন্যায্য প্রাপ্য পত্নীত্বের অধিকার।

বাদল। তবে তা—ই হো—ক। এই শ্মশা—নের বুকে দাঁ—ড়ি—য়ে আ—মার বক্ষ—রক্তে তো—মার সী—মন্ত র—ঞ্জিত ক—রে দিলাম। এ—ই রই—লো তো—মার এয়ো—তির চিহ্ন। (রক্তদ্বারা রমার সীমন্ত রঞ্জিত করিয়া দিল)

তরবারির উপর ভর দিয়া আহত লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণসিংহ। বাঃ—বাঃ—চমৎ—কার! বা—দল বা—দল বন্ধু, এত গৌরবের বিবাহ আর কেউ করে নি।

বাদল। মহা—রা—ণা আশীর—বাদ করুন যেন প—র—জন্মে এই স্বর্ণভূমি মে—বা—রের বু—কে জন্ম—গ্র—হ—ণ করতে পারি।

লক্ষ্মণসিংহ। এ আ—কাজ্ক্ষা শুধু তো—মারই নয় বীর! এ প্রার্থনা সমস্ত মেবারীর। (নেপথ্যে আল্লা হো রব উঠিল) ঐ—ঐ এসে পড়েছে পাঠান দল! না—না, এখনো ত' রাজপুত রমণীদের জহরব্রত শেষ হয়নি। এখন ওদের আসতে দেব না। এখনো দে—হে যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়েই ওদের বাধা দিতে হবে। চললাম—চললাম বাদল—বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু নিতে।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

বাদল। ম—হা—রা—ণা ম—হা—রা—ণা (উত্তেজনা বশতঃ বেশী রক্ত মোক্ষণ হইলে বাদল পড়িয়া গেল) না—না, আ—র পার—লুম না।

রমাবাঈ। চল স্বামী, এইবার অগ্নিশয্যা পেতে আমি তোমার সঙ্গে বাসর জাগাব।

বাদল। মা—মা চতু—ভু´—জা তোর পা—য়ে স্থা—ন দে মা!

উভয়ে চলিয়া গেল, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া পদ্মিনীর প্রবেশ, তাঁহার গলায় পুষ্পমাল্য, কপালে চন্দন লেপা

পদ্মিনী। জহর ব্রত—জহর ব্রত, আজ রাজপুত রমণীর জহর ব্রত। সারা চিতোর আজ উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে। ব্রতে উদ্‌যাপনে দলে দলে রমণীগণ চিতারোহণ করছে। মা—মা চতুর্ভুজা! দেখিস, যেন এ ব্রত উদ্‌যাপন পথে বিঘ্ন উৎপাদন করতে না পারে বিধর্ম্মীর দল। ঐ সজ্জিত রয়েছে আমার ইপ্সিত শয্যা, ঐ শয্যায় শয়ন করে আমিও ব্রত উদ্‌যাপন করব। (নেপথ্যে আল্লা হো রব উঠিল) ঐ এসে পড়েছে পাঠানদল। কিন্তু, যাবার পূর্ব্বে যদি একবার ইষ্টদেবতার দেখা পেতুম—

ভীমসিংহ। (নেপথ্যে) পদ্মিনী—পদ্মিনী—

পদ্মিনী। ঐ—ঐ এসেছেন আমার আরাধ্য দেবতা!

তরবারিতে ভর দিয়া রক্তাক্ত দেহে ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীমসিংহ। পদ্মিনী—পদ্মিনী, আমি তো—মার জহর ব্রতের উৎ—সব দেখ—তে ছু—টে এ—লুম।

পদ্মিনী। স্বামী! দেবতা আমার!

(ভীমসিংহের রক্তাক্ত মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

ভীমসিংহ। না—না, কেঁদ—না—কেঁদ—না। এ—মন গৌরবের ব্রত উদ্—যাপন দিনে চো—খের জল ফে—লে শুভ মুহূর্ত্তকে অপবিত্র কর না। দাঁড়াও ও—গো আ—মার গৌ—র—বের সহধর্ম্মিণী—তুমি

আ—মার স—ম্মুখে হাসি মুখে দাঁ—ড়াও। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একবার তোমার অপরূপ মূর্ত্তি দেখে নিই।

পদ্মিনী। কেন প্রভু? এ জীবনের দেখা শুনা কি এইখানেই শেষ হ'য়ে যাবে?

ভীমসিংহ। পদ্মিনী—

পদ্মিনী। না প্রভু,। এ বন্ধন আমার জন্ম-জন্মান্তরের; জন্ম-জন্মান্তর আমি এই দেশেই আসব, জন্ম জন্ম আমি তোমারই সেবিকা হব। (নেপথ্যে আল্লা হো রব উঠিল) ঐ এসে পড়েছে পাঠান সৈন্য! নাও প্রভু, আমার সীমন্ত হতে তুলে নাও তোমার দেওয়া এয়োতির চিহ্ন, ঐ সিন্দুর রাশি আমি তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেলুম, জন্মান্তরে এসে আবার ফিরিয়ে নেব!

ভীমসিংহ। তবে তাই হো—ক। এস ও—গো আ—মার জীবন সঙ্গিনী—আমি গ—চ্ছি—ত রাখ—লাম আমা—রই দে—ওয়া সীম—ন্তের সিন্দু—র! (পদ্মিনী বসিল, ভীমসিংহ অঙ্গুলি দ্বারা তাহার সীমন্ত হইতে সিন্দুর তুলিয়া লইল) জ—ন্মান্ত—রে এসে আবা—র তোমা—রই সী—মন্ত র—ঞ্জিত ক—রে দে—ব!

(পদ্মিনী প্রণাম করিল, ভীমসিংহ তাহাকে চুম্বন করিল,
নেপথ্যে আল্লা হো আল্লা হো রব উঠিল)

পদ্মিনী। ঐ এসে পড়ল। বিদায়—প্রিয়তম বিদায়!

জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতে গেলে সেই মুহূর্ত্তে
আল্লাউদ্দিন ও মালদেবের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। পদ্মিনী—পদ্মিনী—

(ধরিতে গেলে পদ্মিনী চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িল)

ভীমসিংহ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—পরাজিত সম্রা—ট—তু—মি পরা—জিত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

(উত্তেজনা বশতঃ পড়িয়া গেল ও তাঁহার মৃত্যু হইল)

আলাউদ্দিন। রাজাসাহেব, রাজাসাহেব! যার জন্য চিতোর ধ্বংস করলুম, লক্ষ লক্ষ রাজপুত বীরের বক্ষরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করলুম, রাজস্থানের বুকে বিভীষিকা সৃষ্টি করলুম, সেই পদ্মিনী ঐ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আমায় হতাশা দিয়ে গেল! ঐ দেখুন—ঐ দেখুন রাজা! আগুনের শিখার মত রূপবতী পদ্মিনী ঐ আগুনের লেলিহান শিখার মাঝে দাঁড়িয়ে আমার উপহাস করছে! উপেক্ষার হাসি হেসে বলছে—মূর্খ আলাউদ্দিন, তুমি যে মহাপাপ করলে, তার জন্য জীবনভোর অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে খাক হ'য়ে যাবে। শয়নে, স্বপনে, তন্দ্রায়, জাগরণে, অহরহঃ তোমার সম্মুখে জেগে উঠবে এই আগুনের শিখা।